উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৫১৫.১৪ (+১২৩.৪২)
নিফটি : ২৫,১৪১.৪০ (+৩৭.১৫)

এসি'র আরামে রাশ
গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি'র তাপমাত্রা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। এসিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র। ৭

তপ্ত মহেশতলা
বুধবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মহেশতলা। হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে দোকানপাট, বাড়িঘর। ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩৭° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

আমিই খুন করেছি, কবুল সোনমের ৭

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 25

তোর্ষা নদীর বুকে মরণঝাঁপ

দুই তরুণের মৃত্যুর পরেও হুঁশ ফেরেনি এতটুকু। বুধবারও তোর্ষার ঘাটে দেখা গেল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে স্নান করছে কচিকাঁচারা। দেখার কেউ নেই। অভিভাবকরাও যেন গা-ছাড়া। আর রইল প্রশাসনিক নজরদারির কথা। বাস্তবে সেই নজরদারি চোখেই পড়ে না।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জুন : মঙ্গলবার নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয়েছিল দুই তরুণের। বুধবার দুপুরে তখনও তাঁদের দেহ সৎকার হয়নি। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও সচেতনতার বিন্দুমাত্র ছবি দেখা গেল না কোচবিহারে। তোর্ষার ফাঁসিরঘাট থেকে বিসর্জনঘাট, ঘুঘুমারি থেকে কালীঘাট, সর্বত্রই দেখা গেল কচিকাঁচাদের নদীতে নেমে স্নান করার ছবি। গত কয়েকবছরে এই তোর্ষাতেই স্নান করতে নেমে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের তরফে নজরদারি চালানো হয় বলে দাবি করা হলেও বাস্তব ছবি বলছে অন্য কথা। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে সরকারিভাবে নজরদারি না থাকায় চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠছে।

জলে হুটোপাটি। কোচবিহারে ফাঁসিরঘাটে তোর্ষা নদীতে। ছবি : অপর্ণা গুহরায়

গাফিলতির অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'কেউ যাতে জলে না নামে সেজন্য ফাঁসিরঘাটে নোটিশ বোর্ড লাগানো হয়েছিল। ঘাটগুলিতে যে কর্মীরা থাকেন তাঁদেরও বলা হয়েছিল নজর রাখতে। এছাড়াও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে নজর রাখা হয়।' প্রশাসনের তরফে নজরদারি দাবি করা হলেও বাস্তবে তেমন কিছুই হয় না বলে অভিযোগ। এদিন কোচবিহার শহর লাগোয়া ১ নম্বর কালীঘাট রোডের ধারে তোর্ষায় স্নান করছিল ৬-৭ জন। কারও বয়সই আঠারোর কোটা পেরোয়নি। শুধু স্নান করাই নয়, কে কীভাবে জলে 'ডাইভ' দেবে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছিল তাদের মধ্যে। আশপাশে কয়েকজন বাসিন্দাকেও দেখা গেল। কিন্তু ছোটদের নদীতে নেমে স্নানে বারণ করতে দেখা গেল না কাউকেই। শান্ত বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলে তার সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ওদের বারণ করলেও শোনে না। তাছাড়া সবারই নদীতে স্নান করার অভ্যেস আছে।'

কিন্তু নদীতে স্নানের অভ্যেস থাকলেও তোর্ষার চোরাস্রোত কিংবা গভীর জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা নেহাতই কম নয়। কালীঘাটে গত বছর স্নান করতে গিয়ে দুই কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। বুধবার দুপুরে সেখানেও স্নান করতে দেখা গেল কয়েকজন কচিকাঁচাকে। তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল,

এরপর আটের পাতায়

আবার উত্তপ্ত বিধানসভা

স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের পালটা অনুব্রত মণ্ডলের কুকথা নিয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল বিজেপি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় বিজেপি বিধায়করা ওয়াক-আউট করেন। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অবশ্য ঠেকাতে পারেননি। অধ্যক্ষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

তবে স্বাধিকার ভঙ্গ বনাম মুলতুবি প্রস্তাবের চেষ্টাকে ঘিরে বিধানসভার বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিনও উত্তপ্ত হল। অবশ্য সবই হয় বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে। বিধানসভায় না পেরে বাইরে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে সেই মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ করেন উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতায় সরব হন উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক শংকর ঘোষ।

তিনি বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক। স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব অধ্যক্ষ পাঠ করার সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে শংকর বলতে থাকেন, 'আপনি গতকাল বলেছিলেন, বাইরে কে কী বলছেন, তা বিধানসভার অধিবেশনে গৃহীত হবে না। তাহলে বিধানসভার বাইরে করা মন্তব্য নিয়ে আজ কেন স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হল?' বিধানসভার বাইরে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের হয়ে কথা বলছেন। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনে তৃণমূল।

রাজ্যের চার মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাসের পেশ করা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে খোদ অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য আমাকে ব্যথিত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের সমর্থনে একটি কথাও বলেননি। তাই এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অনভিপ্রেত।'

যদিও শংকর এবং উত্তরবঙ্গের আরেক বিধায়ক অশোক লাহিড়ি অস্বীকার করে বলেন যে, বিরোধী দলনেতা এমন কোনও কথা বলেননি। এই কারণে বিধানসভার অধিবেশন লাইভ সম্প্রচার করার দাবি জানান তাঁরা। শংকর বলেন, 'লাইভ সম্প্রচার হলে এই সরকারের মুখ ও মুখোশ আলাদা হয়ে যাবে।'

কিন্তু শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ও তৃণমূল বিধায়করা বাধা দেওয়ায় বিজেপি মুলতুবি প্রস্তাবের কৌশল গ্রহণের চেষ্টা করে।

অনুব্রত বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মুলতুবি প্রস্তাব আনা যায় না বলে যুক্তি দেন

বিধানসভার গেটে বিক্ষোভ পদ্ম বিধায়কদের। -সংবাদচিত্র

প্রতিবাদী উত্তর

- বিধানসভার বাইরে মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের মুখে অনুব্রতর কুকথার নিন্দা
- শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব ঠেকাতে তৎপর শংকর ঘোষ
- বিধানসভার বাইরের মন্তব্য বলে যুক্তি শিলিগুড়ির বিধায়কের
- কার্যত অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শংকর
- প্রতিবাদে শামিল বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি
- বিধানসভার লাইভ সম্প্রচার দাবি অশোকের

তৃণমূল বিধায়করা। কিন্তু বিশেষ করে বিজেপির মহিলা বিধায়করা মুলতুবি প্রস্তাবের পক্ষে বেশি হইচই করেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা বলেন, 'একজন পুলিশ আধিকারিকের মা ও স্ত্রীর প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের নোংরা ভাষা প্রয়োগ মানা যায় না। পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত মাথায় থাকায় পুলিশ তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। মহিলাদের নিয়ে এ ধরনের কথা বলা যায় না। কিন্তু সরকারের হেলদোল নেই। তৃণমূল করেন বলে অনুব্রত ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন।'

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। অনুব্রতর বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত করছে। তিনি বিধানসভার সদস্য নন। তাই তাঁকে নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই।' অধ্যক্ষ সরাসরি শুভেন্দুর সমালোচনা করে বলেন, 'বিধানসভা বাজারি বক্তৃতা করার জায়গা নয়। যে যা খুশি বলে যাবেন, সেটা হয় না। এর আগে অনেক বিরোধী দলনেতা দেখেছি। এরকম আচরণ আগে কারও দেখিনি।'

এরপর আটের পাতায়

বিজেপির বৈঠক ভেস্তে দিল তৃণমূল

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১১ জুন : এলাকায় বহিরাগতরা এসে অশান্তির চেষ্টা করছে এই অভিযোগ তুলে নিশিগঞ্জে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক ভেস্তে দিল তৃণমূল। রীতিমতো পদ্ম শিবিরের পার্টি অফিস ঘিরে রাখে তৃণমূলের কর্মীরা। হুমকি দেওয়া হয়। বিজেপি কর্মী-নেতাদের অফিসে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তৃণমূলের বাধার মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত বৈঠকই করতে পারেনি পদ্ম শিবির। এ নিয়ে বুধবার বিকেলে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় নিশিগঞ্জে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বিজেপি কর্মী-নেতাদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'তৃণমূল গণতন্ত্র মানে না। বুথ স্তরে সংগঠন বৃদ্ধি ও কমিটি গঠন নিয়ে এদিন মিটিং করতে দেয়নি তৃণমূল। আমি বাইরে আছি, ওই পার্টি অফিসে পরবর্তী সময়ে মিটিং হবেই।' তৃণমূলের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সভাপতি খোকন দে বলেন, 'অন্য বিধানসভার কর্মীদের এনে বিজেপি এলাকায় অশান্তি করতে চাইছে। আমরা এখানে অশান্তি করতে দেব না।'

এদিন বিকেলে নিশিগঞ্জের আমতলা সেতু সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির মাথাভাঙ্গা ৩ নম্বর মণ্ডল স্তরের বুথ সশক্তিকরণ বৈঠক ছিল। অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরা ওই বৈঠকে যোগ দিতে আসা বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেয়। তাদের মোটরবাইক উলটে দেয়। কোনওভাবেই বৈঠকে যাওয়া যাবে না বলে কর্মীদের ফিরে যেতে বাধ্য করে। পরে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিজেপির কার্যালয়ে জড়ো হওয়া কর্মীদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেয়।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। সদ্য কলকাতা সফরে এসে

এরপর আটের পাতায়

জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। বুধবার শ্রীরামপুরের মাহেশে। ছবি : আবির চৌধুরী

আসন নিশ্চিত কি, জানা যাবে একদিন আগে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : ট্রেনে আসন সংরক্ষণে বড় পদক্ষেপ। ওয়েটিং লিস্টে বা আরএসি-তে আপনার টিকিট থাকলে আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না। এতদিন আসন সংরক্ষণ চূড়ান্ত হত ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগে। নতুন নিয়মে সংরক্ষিত আসনে যাত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে ২৪ ঘণ্টা আগে। রাজস্থানের বিকানেরে নতুন ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে গত ৬ জুন।

এতদিন এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগের সীমা থাকত না। ধরুন, বাক্স গুছিয়ে বসে আছেন। কিন্তু যাওয়া হবে কি না জানেন না। কী দুশ্চিন্তা ভাবুন তো! হয়তো গন্তব্যে জরুরি কাজ আছে আপনার বা চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে কোথাও। কিন্তু ট্রেনে রিজার্ভেশন নিশ্চিত নয়। আপনার টিকিট হয় ওয়েটিং লিস্টে, নয়তো আরএসি-তে। কেউ না গেলে আপনার টিকিট কনফার্মড হবে, নচেৎ নয়।

কনফার্ম হবে কি না,

এরপর আটের পাতায়

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে বাড়ছে রহস্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জুন : 'বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি'- সশরীরে হাজিরা এড়িয়ে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক। বুধবার সকাল ৭টায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে। সেখানেই তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখেছেন। ছাত্র ভিসায় ভারতে এসে আইন ভেঙে শিক্ষকতা করানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়।

মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন স্বপন। কেন হাজিরা এড়ালেন শান সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। তাহলে কি তাঁর পাসপোর্ট বা ভিসা সংক্রান্ত নথিতে কোনও গোলমাল আছে? আর সেই গোলমাল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই কি হাজিরা এড়ালেন তিনি? উঠেছে সেই প্রশ্নও।

সত্যিই শান বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন, নাকি ভারতেই আত্মগোপন করে আছেন তা স্পষ্ট নয়। বুধবার সকাল থেকেই তাঁর মোবাইল সুইচ অফ বলছে। মেসেজ করলেও সাড়া মেলেনি। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের কথায়, 'যে ই-মেল পেয়েছি তাতে স্পষ্ট করে বলা নেই ওই ছাত্রটি কবে বাংলাদেশ গিয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন বলেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে থাকে তাহলে আইনের দ্বারস্থ না হয়ে তিনি কেন দেশে ফিরে যাওয়ার কথা লিখলেন তা-ও বুঝতে পারছি না।' স্বপনের সংযোজন, 'আমরা ছাত্রটিকে পালটা মেল পাঠিয়েছি।

বেপাত্তা

- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ই-মেল পাঠিয়ে বেপাত্তা হলেন বিতর্কিত বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে শানের ই-মেল আসে
- মঙ্গলবার পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শানকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার
- কেন হাজিরা এড়ালেন শান, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ
তিনের পাতায়

ফের বন্ধু ট্রাম্প-মাস্ক?
সাতের পাতায়

মশলায় পাতার গুঁড়ো! খাচ্ছিটা কী

ছাগলের ফার্মে পাতা জোগানোর নামে জলের দরে গাছের কাঁচা পাতা কিনে সেসব আধা শুকনো করে পাঠানো হচ্ছে ভিনরাজ্যে। সেখানে পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া পাতা গুঁড়ো হয়ে চলে আসছে মশলা ফ্যাক্টরিগুলোয়।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১১ জুন : কেউ চলে ডালে ডালে তো কেউ পাতায় পাতায়। যার যেমন ছক তার তেমন কায়দা। ভেজালের বাজারে নতুন চমক পাতার গুঁড়ো। রান্নার কড়াইতে খাঁটি মশলা হিসেবে যা ব্যবহার করা হচ্ছে তার মধ্যে নাকি মিশে যাচ্ছে গাছের পাতার গুঁড়ো। আর গুঁড়ো করার জন্য গাছের পাতা কেনা হচ্ছে আশপাশের গৃহস্থের বাড়ি থেকেই।

ছাগলের ফার্মে পাতা জোগানোর নামে জলের দরে গাছের কাঁচা পাতা কিনে সেসব আধা শুকনো করে পাঠানো হচ্ছে ভিনরাজ্যে। সেখানে পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া পাতা গুঁড়ো হয়ে চলে আসছে শিলিগুড়ি শহরতলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলার মশলা ফ্যাক্টরিগুলোয়। মিহি পাতার গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে মশলায়।

ধূপগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন পিকআপ ভ্যান বা লরিবোঝাই করে এমন আধা শুকনো পাতা যাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে। ঘোষপুকুর বা পাঞ্জিপাড়া হয়ে ঢুকছে আধা শুকনো পাতা। পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বিহারের আরারিয়া আর পূর্ণিয়ায় এমন পাতা গুঁড়ো করার একাধিক কারখানা গজিয়ে উঠেছে। ধূপগুড়ি থেকে কয়েক দফায় এমন পাতা নিয়ে বিহারে পাড়ি দেওয়া এক পিকআপ চালক বলেন, আগে ভাবতাম ছাগলের খামারেই পাতা যায়। তবে তরতাজা পাতা না পাঠিয়ে আধা শুকনো পাতা পাঠানো হচ্ছে দেখে কিছুটা সন্দেহ ছিল। ওখানে গিয়ে বুঝলাম আসল খেলা মশলার।

ছাগল সহ গবাদিপশুর খামারের খাবার জোগানোর জন্য কাঁচা পাতা কিনতে জেলার অনেক জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে আসা ফড়ে এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে পাতা কিনতে। গৃহস্থের সঙ্গে দরদাম করে গাছ প্রতি একশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে পাতা কেনা হয়। দরদাম ঠিক হলেই ফড়ের সঙ্গী কিশোর বাহিনী অল্প সময়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে বোঝাই করে সঙ্গে থাকা ছোট গাড়িতে।

সন্দেহ তৈরি হয় এখানেও। ফড়েদের কাছে গাছের পাতা বিক্রি করা কয়েকজন লক্ষ করেন, ফার্মে পাঠানোর কথা বললেও ছাগলের পছন্দের মোটা কাঁঠালপাতার তুলনায় ফড়েদের বেশি পছন্দ সেইসব পাতা যার নিজস্ব গন্ধ কম বা গন্ধ নেই এবং যেসব পাতায় আঁশ কম অর্থাৎ গুঁড়ো মিহি হয়।

এমন এক দলের কাছে পাতা বিক্রি করা সুব্রত দত্ত জানান, পাতার খোঁজে আসা এমনই এক দলের

ফড়ের কাছে পাতার কারবার নিয়ে জিজ্ঞেস করায় 'খামারে যায়' বলেই সরে পড়েছে সে। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বাড়িভাড়া নিয়ে থেকে পাতা কিনে পরিবহণ খরচ মিটিয়ে কত টাকায় খামারে পাতা বিক্রি করলে মুনাফা হয়, তা জিজ্ঞাসা করায় একগাল হাসি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি ফড়ের থেকে।

ব্যবসায়ীদের একাংশই জানিয়েছেন, বিহার থেকে পাতার গুঁড়ো চলে যায় শিলিগুড়ি মহকুমার কিছু মশলা কারখানায়। কিছু লোকাল ব্র্যান্ডের মশলায় ওই পাতার গুঁড়ো মেশানো হয়। ক্রমশ এই প্রবণতা বাড়তে বাড়তে এখন গৌড়বঙ্গের কিছু জেলার মশলা কারখানাতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ তিনদশক গোটা ও গুঁড়ো মশলার পাইকারি ব্যবসায় যুক্ত জলপাইগুড়ির এক প্রবীণ ব্যবসায়ীর কথায়, এখন শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা,

এরপর আটের পাতায়

কৃষি বিষয়ক কর্মশালা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুন : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রতুয়ায় অবস্থিত মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় মালদা জেলায় গত ২৯মে থেকে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান পালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে গতকাল বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুরের কস্তুরায়া প্রাইমারি স্কুলে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সাবজেক্ট মেটার স্পেশালিস্ট ডঃ অদ্বৈত মণ্ডল জানান, ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রক এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ভারত জুড়ে অভিযানটি হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য খারিফ মরশুমে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলির উন্নত এবং সুসংহত পদ্ধতিতে চাষের বিষয়ে আলোচনা করা। এর মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে তার সঙ্গে কৃষকের আয়ও বাড়বে।

ওয়াশিম আক্রাম।

ডব্লিউবিসিএসে সাফল্য চাকুলিয়ার ওয়াশিমের

চাকুলিয়া, ১১ জুন : বাবা পেশায় এক সামান্য কৃষক। তাঁর ছেলে ওয়াশিম আক্রাম ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ১১৪তম র‍্যাংক করে হইচই ফেলে দিয়েছেন চাকুলিয়ার কাহানিয়া গ্রামে। তাঁর নজরকাড়া সাফল্যে আত্মীয়পরিজন তো বটেই, গোটা এলাকার বাসিন্দারা ভীষণ খুশি।

ওয়াশিম কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বরাবর কাহানিয়া গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিন ভাই ও বোনের মধ্যে ওয়াশিম মেজো। ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল উজ্জ্বল। তিনি রামকৃষ্ণ পুর প্রমোদ দশগুপ্ত মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর শুরু হয় ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি। আর্থিক অভাবে বাইরে কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি। টানা তিন বছর ধরে বাড়িতেই দৈনিক ১২ ঘণ্টা ধরে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন। ওয়াশিম বলেন, 'আর্থিক অভাবে কোর্চিংয়ে ভর্তি হইনি ঠিকই। কিন্তু বাড়িতে বসে ইউটিউব ঘেঁটে ভালো শিক্ষকের পরামর্শ নিয়েছি। আমার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা, ভাইবোন ও শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য।'

রামকৃষ্ণ মিশন হল ফালাকাটার আশ্রম

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ জুন : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের। বুধবার ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম মিশনের মর্যাদা পেল। এদিন ছোট একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ থেকে আসা সন্ন্যাসীরা মিশনের দায়িত্ব তুলে দেন। এদিন থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া হল স্বামী শক্তিপ্রদানন্দকে। মিশনের মর্যাদা পাওয়ায় খুশি এখানকার আশ্রমের অগণিত ভক্ত।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজ বলেন, 'দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম নানা সেবা ও ভক্তিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। সবদিক বিবেচনা করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা আশ্রমকে মিশনের দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রথম সম্পাদক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করব।'

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আশ্রম ফালাকাটা বাদেও বিভিন্ন চা বাগান, বনবস্তি সহ জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় নানা সামাজিক কাজ করেছে। এছাড়াও আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে ভক্তিমূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়টি তো আছেই। এছাড়াও রামকৃষ্ণ আশ্রম ও স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা বছরভর নানা সামাজিক ও মানবিক কাজ করে ফালাকাটার বাসিন্দাদের নজর কেড়েছে। তিন বছর কয়েক ধরে প্রাথমিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেছে।

নতুন যাত্রা ফালাকাটার রামকৃষ্ণ আশ্রমের। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের তরফে ২০২৩ সালে বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। এরপর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম, পরিকাঠামো ইত্যাদি যাবতীয় কিছু খতিয়ে দেখতে কয়েক দফায় পরিদর্শন করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। নিজেদের আশ্রমের যাবতীয় জমির নথিপত্র, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কাগজপত্র নিয়ে আশ্রমের ভক্তরা বেলুড় মঠে যান। সেসব খতিয়ে দেখার পর কয়েক মাস আগেই বেলুড় মঠ থেকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবুজ সংকেত আসে। গত ১৭ এপ্রিল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী শক্তিপ্রদানন্দ মহারাজকে ফালাকাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। এরপর ৩ জুন আশ্রমের যাবতীয় জমি বেলুড় মঠের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। এদিন একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি দিল।

ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভক্ত তাপস গোপ বলেন, 'এমন একটি কাজ সম্পন্ন হল, এটা আমাদের কাছে একটা পুণ্যদিন। আমরা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।' আরেক ভক্ত অমল পাল বলেন, 'আমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও মানবকল্যাণমূলক সব কাজ এখন থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা করবে। জীবদ্দশায় এটা দেখে যেতে পারছি, এর থেকে বড় পাওনা আর হয় না।'

আত্রেয়ীতে দেহ

বালুরঘাট, ১১ জুন : বুধবার সকালে বালুরঘাট আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় একজন বৃদ্ধের দেহ। বালুরঘাট থানার খিদিরপুর হালদারপাড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেল পর্যন্ত মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পাশাপাশি কীভাবে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। মৃতের নাম ও পরিচয় জানার পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

বিক্রয়

Sale of Vehicle Mahindra Bolero Maxx- 2024-WB-73-G-9116. Ph- 0353 2950301. (C/116800)

অ্যাফিডেভিট

জলপাইগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা 06.06.25 তারিখে Haridayal Ray ও Hardayal Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। (A/B)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

নং. এনএফআর/আরই-আরএস/সিএন-০১/২০২৫ তারিখ ঃ ১০-০৬-২০২৫

সূচি		
(i)	অনলাইন আবেদন আরম্ভ হওয়ার তারিখ	১১ জুন, ২০২৫
(ii)	অনলাইন আবেদন বন্ধের তারিখ	২৫ জুন, ২০২৫

পরিশিষ্ট-খ-এর মধ্যে সংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগের বিদ্যমান শূন্য পদের বিপরীতে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পৃথক পৃথক ইউনিটের বিভিন্ন পদ/শ্রেণিতে পরিষেবার প্রয়োজনে কাজ করার জন্য 'অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ' স্কিমের অধীনে নিযুক্তির জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের (সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী) কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত দুটি পদের জন্য আবেদনগুলি https://nfr.indianrailways.gov.in-এ প্রদত্ত নিম্নলিখিত লিংকের মাধ্যমে শুধুমাত্র অনলাইনে জমা করতে হবে।

প্রত্যক্ষ ওয়েবসাইট লিংকে → https://retiredstaff-reengage.nfreis.org/

ক্র. নং.	কেটাগরী	বিভাগ	পদের সংখ্যা	ইউনিট ভিত্তিক পোস্ট ব্রেক-আপ
১	সাইফার ইন্সপেক্টর, এল-৭	এসএন্ডটি	০১	এইচকিউ = ০১
২	চিফ লো অ্যাসিস্ট্যান্ট, এল-৭	জেনারেল এডমিন	০৭	এইচকিউ = ০৫ কেআইআর = ০১ টিএসকে = ০১

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ

বয়সের সীমা ঃ ২৫ জুন, ২০২৫ হিসেবে অবশ্যই ৬৪ বছর বয়সের কম হতে হবে। পুনর্নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

পারিশ্রমিক ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের পারিশ্রমিক, ভাতা এবং ছুটি ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের ওএম নং. এফ. নং.৩-২৫/২০২০- ই. IIIএ, তারিখ ০৯-১২-২০২০ অনুযায়ী হবে।

নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক নথিপত্রগুলির অ্যাটেস্টেড ফটো কপি আবেদনের সাথে আপলোড করতে হবে ঃ-

(i) পেনশনার পেমেন্ট অর্ডার (ii) পেনশনার পরিচয় পত্র (iii) এ/সি নং. এবং আইএফএসসি কোড উল্লেখ থাকা ব্যাংক পাসবুক (১ম পৃষ্ঠা) (iv) প্যান কার্ড (v) আধার কার্ড (vi) পাসপোর্ট আকৃতির রঙিন ফটো (ডিভির সময় ৩ কপি)।

আবেদন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ২৫ জুন, ২০২৫।

নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুন, ২০২৫ -এর পর প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণ/ বিবেচনা করা হবে না।

আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পার্সোনেল অফিসারদের দ্বারা উপযুক্ত তারিখ নির্ধারণ করে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (পি)/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ নাগপঞ্চমী, ১.০০ চার অধ্যায়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ টাইগার, বিকেল ৩.৪০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, রাত ৯.২০ পাগলু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পরিণাম, দুপুর ২.০০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩০ বউরাণী, ১.১৫ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপবান কন্যা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.০০ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০০ যুবরত্ন, রাত ৮.০০ কোটিগোব্বা-থ্রি, ১১.০০ মঙ্গলবার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ ধড়ক, দুপুর ১.৩৮ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ গদর : এক প্রেম কথা, রাত ১০.৪০ ফরেন্সিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৪ গো গোয়া গন, দুপুর ১.২৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ হোটেল মুম্বই

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১৯ জাস্ট গো উইথ ইট, বিকেল ৩.৪১ মন্টে কার্লো, ৫.২৮ লাইফ অর সামথিং লাইক ইট, সন্ধে ৭.১০ সেফ হেভেন, রাত ৯.০০ ডাউন উইথ লভ, ১০.৪১ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৩৩ অ্যান্ড পিকচার্স

দুজনে দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মাছ মুসম্বির পাতুরি, আম শ্রীখণ্ড তৈর শেখাবেন সুতপা দে।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

NIT

The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER NO-05/ BDO/MNG/JAL OF 2025-26, Dated-06/06/2025. Last Date of Bid submission is 14/06/2025 within 11.00 a.m. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-
Block Dev. Officer
Maynaguri Development Block

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No-MSVP/ E-NIT-13/MLDMCH 2023-2024 (4th Call) Dated-15/03/24 service of pest control at Malda Medical College & Hospital, Malda.
www.wbhealth.gov.in / www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in Or office of the Under signed.

MSVP, Malda MCH

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫৪, তারিখ ২৬.০৫.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং ঃ ৫৪-এমএলডিটি-২৫-২৬। [illegible] ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-86/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস, মালদা টাউন। (MLD-87/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৭, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ "০৩ বছর মেয়াদের জন্য ভাগলপুরে ০২টি এবং মালদা টাউনে ০২টি অটোমিটার অ্যালায়েন্স লিঃ দ্বারা প্রস্তুত এস্কালেটরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭৫,৮৬,৪৮৩.০৪ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৫১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-83/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৯, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ তিন বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুরের রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ডিআরএফ টাইপ এসি মেশিনের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-85/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur
Walk-In Interview

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri, invites eligible candidates for a Walk -In Interview on 17.06.2025 at 9:00 AM to prepare a panel of TGTs (Mathematics & Science) and Councillor on a part-time contractual basis for the remaining period of the academic session 2025-26.

1. The required qualifications for part-time teachers are the same as those prescribed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) for regular teacher recruitment. For complete details of recruitment rules and required educational qualifications, please visit **www.kvsangathan.nic.in** and for other details visit **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in**
2. Interview venue : Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur (located inside the BSF Campus, just 1 km from Salugara, Siliguri).
3. The prescribed application proforma will be provided at the time of registration. Eligible candidates are requested to attend the walk-in interview with original certificates/documents, one set of self-attested photocopies of essential qualifications, and passport-size photographs. It is mandatory to bring all original documents for verification.
4. No TA/DA or any kind of reimbursement will be provided for attending the interview.
5. The position is purely part-time and will remain valid for a maximum of one academic session or until a regular teacher takes charge, whichever is earlier.

Invitation for Firm Registration

Applications are invited for the registration of firms for the supply of various materials and services for the academic session 2025-26 at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Interested firms may apply along with relevant documents by 25.06.2025 (up to 2:00 PM). For further details, please visit the school website : **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in** or contact the school office on working days.

Principal
KV BSF Baikunthpur

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/010/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-8) Work Sl No 01, :: WB/011/BDOKNT/25-26 (Retender-9) Work Sl No 01 Dated :- 14-06-2025. Last date of submission of bid through online is 17-06-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in from 10-06-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

সংস্কার/আধুনিকীকরণের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিপিএমজিএসইউ-এমএলজি-বিএলডি-২০২৫-০৪আরটি১; তারিখ ঃ ০৬-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ সিপিএমজিএসইউ-এমএলজি-বিএলডি-২০২৫-০৪আরটি১, কাজের নাম ঃ মালিগাঁও-এ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম/এনএফআর কমপ্লেক্সে পিএও/পি/আরএসপি/মালিগাঁও অফিস ভবন (ডিএস) সংস্কার/আধুনিকীকরণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৩,১৩,৫১,৬১৯.৬৪/- টকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪:৩০ টায় এবং খোলা ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিপিএম/জিএসইউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

এইচ-বিম স্লিপারের জন্য ফিটিং সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৬-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ০৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ "আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এইচ-বিম স্লিপারের জন্য ফিটিং সরবরাহ- ৪০০০ সেট।" টেন্ডার মূল্য: ৫,৪৯,৬৯,২৭৬.২০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,২৪,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোডঃ এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ এর অধীনে নকশালবাড়ি থেকে আলুয়াবাড়ি রোডের বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিত দখল রোধ করতে গলগালিয়া, অধিকারী, নকশালবাড়ি, পোথিয়া, ঠাকুরগঞ্জ, পিপ্রীথান এবং বাতাসিতে সীমানা প্রাচীর মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪০,৮৮,০২৩.৭০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২০,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) শিলিগুড়ি জংশনেঃ দখল রোধে এসএসই/ ডব্লিউ/শিলিগুড়ি জংশনের অধিক্ষেত্রে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (২) শিলিগুড়ি টাউন এবং নিউ জলপাইগুড়িতেঃ দখল রোধে এসএসই/ ডব্লিউ/শিলিগুড়ি টাউনের অধিক্ষেত্রে শিলিগুড়ি টাউন এবং নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২৮,৫৭,৫৭০.১০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১৪,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসটিসি (এম)/শিলিগুড়ি জংশনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন, যার মধ্যে রয়েছে অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষ, কম্পিউটার কক্ষ এবং মডেল কক্ষের নবীকরন কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৯,৯৫,৩৭৬.৩৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নন-কোর কাজের জন্যে আউটসোর্সিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৩০৩৬৩৯ তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ শিলিগুড়ি জংশনের ডেমু কার শেডে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নন-কোর কাজের জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৬২,৪৮,৬৪৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩১,২৫০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.Gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিএমই/ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা সাফল্য পাবেন। বৃষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। শিল্পীদের সামাজিক সম্মান আরও বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : টাকাপয়সা নিয়ে বাড়ির কোনও গুরুজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে ফেলুন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ বেচে লাভবান হতে পারেন। কন্যা : পরিবেশ, পরিস্থিতি দেখে কথা বলুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝামেলা মেটার কোনও ইঙ্গিত নেই। তুলা : মা-বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দিয়েও সরে আসতে হতে পারে। বৃশ্চিক : কোনও আত্মীয়ের কথা শুনে দাম্পত্যে অশান্তি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। ধনু : বাড়ির কোনও গোপন ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশীদের আলোচনায় সমস্যা বাড়বে। পড়ুয়ারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : আর্থিক সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় যাবেন না। ব্যবসা নিয়ে বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। মীন : সংসারের বেহিসেবি খরচে চাপে পড়তে হতে পারে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন ২০২৫, ২৮ জেঠ, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ১৫ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৯। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ১।৪৮। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ দিবা ২।২৯। কৌলকরণ দিবা ১।৪৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।১৮ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ১।৪৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি - ২।৫৮ গতে ৬।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৭ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।১২ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ১।৪৮ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা মধ্যম। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৮ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১।৪৮ গতে ২।৫৮ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন, রাত্রি ৯।৪৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৭ গতে ১১।১৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩২ গতে ৬।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।১০ মধ্যে ও ৩।৩৫ গতে ৪।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গেল আম-কাঁঠাল

বুধবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ছিল। আর সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গাছ-পাকা আম ও কাঁঠাল পাঠানো হল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। সেই ফল দিয়েই বুধবার দুপুরে জগন্নাথ দেবের ভোগ নিবেদন করা হয়।

প্রশ্নে পুলক

রাজ্যের রাস্তাগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়কে। পূর্তমন্ত্রী বলেন, 'বর্ষার জন্য এখন রাস্তার কাজ কিছুটা বন্ধ আছে।'

জলেই উমা

জলেই পূজিত হবেন উমা। ভূমি নয়, জলের ওপরেই প্রতিকৃতি গড়ে তোলা হবে। তার আগে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের অন্যতম বিখ্যাত এই ক্লাবে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন জলেই হল খুঁটি পুজো।

মিটারে 'না'

রাজ্যের কোনও বাড়িতে এখনই বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। যেগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতেও পুরোনো নিয়মে পোস্ট পেড সিস্টেমে বিদ্যুৎ বিল নেওয়া হবে।

বিধানসভায় নিরাপত্তা কেন, শুভেন্দুকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১১ জুন : বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তা চাইছেন কেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবেশাধিকার নেই। ২০২১ সালে বিধানসভার অধ্যক্ষ নোটিশ দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করেন। যদিও তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়কদের সঙ্গে থাকা সাদা পোশাকের নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভায় ঢুকতে পারেন। সেই কারণেই উর্দিধারী কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রবেশাধিকার না থাকা নিয়ে শুভেন্দু দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন। তা-ই নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।

বুধবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'বিধানসভা চত্বরে কী কারণে নিরাপত্তা প্রয়োজন? সেখানে কি মামলাকারীর ওপর হামলার কোনও সম্ভাবনা রয়েছে? কেন তিনি বিধানসভার ভিতরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চাইছেন? এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া কীভাবে সম্ভব।' শুভেন্দুর আইনজীবী জানান, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তারক্ষীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাঁরা বাইরে ফুটপাতেই থাকেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা করা হোক। বিচারপতি জানতে চান, 'তিনি কোন ধরনের নিরাপত্তা পান? কেন্দ্রের না রাজ্যের নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন তিনি?' তারপরই বিচারপতি বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে কীভাবে বহিরাগত প্রবেশ করে হুমকি দেবে? আপনি যেভাবে বিষয়টি তুলে ধরছেন আদৌ তা নয়।'

মুর্শিদাবাদের ছায়া দেখছে বিজেপি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তপ্ত মহেশতলা

কলকাতা, ১১ জুন : মহেশতলার রবীন্দ্রনগরের ঘটনায় মুর্শিদাবাদের ছায়া। মহেশতলার ঘটনাকে 'ডায়মন্ড মডেল' বলে কটাক্ষ বিজেপির। অভিযোগ, বুধবার মহেশতলা রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ঘটনার সূত্রপাত। দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ এমনকি পুলিশও। দফায় দফায় ভাঙচুর চলে এলাকার দোকানপাট, বাড়িঘরের ওপর। থানার সামনেই পুলিশের বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। তাদের ছোড়া ইটের ঘায়ে মাথায় আঘাত পান ডিসি বন্দর হরিকৃষ্ণ পাই। কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক সার্জেন্টও এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে র‍্যাফ নামাতে হয় এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেছে পুলিশ। যদিও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, পুলিশ ঠিক সময়েই পদক্ষেপ করেছে। এই ঘটনায় যারা যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

সংঘর্ষে রাজনীতির রং লাগে রবীন্দ্রনগর থানা চত্বরে শিবমন্দির ও তুলসী মঞ্চের ওপর হামলার ঘটনায়। মহেশতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এদিনের ঘটনায় এলাকায় হিন্দু মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু হিন্দুর বাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করা ও লুঠতরাজের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা অবাধে লুটপাট চালায়। বুধবার বিধানসভার বাইরে মহেশতলার এই তাণ্ডবের ছবি তুলে ধরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটাই সেই ডায়মন্ড মডেল।'

ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী।

এক্স হ্যান্ডেলে রবীন্দ্রনগরের ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সম্প্রতি মালদা, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে, এদিন তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে।' তার পরিপ্রেক্ষিতে ফের হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়েছেন সুকান্ত-শুভেন্দু।

এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আশঙ্কায় এলাকায় আধা সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি তুলে পুলিশ প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াতে সন্ধ্যায় বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে ভবানী ভবনে যান তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে ডিজি দেখা না করায় প্রতিবাদে ভবানীভবন চত্বরে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অচল করার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মালদা-মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনার কথা বিজেপির। মহেশতলার ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি রবীন্দ্রনগরে হামলায় পুলিশের মদতের অভিযোগ তুলে রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিয়াঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মহেশতলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

কেষ্টর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১১ জুন : বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর ওপর আরও চাপ তৈরি করল নবান্ন। তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপারের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশনও রাজ্য পুলিশের কাছে রিপোর্ট চেয়ে অনুব্রতর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ, তা জানতে চেয়েছে। অনুব্রতর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না বা তিনি অন্য কোনও ফোন থেকে কারও সঙ্গে কথা বলছেন কি না, তা পাঁচদিনের মধ্যে ডিজিকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে গোরু পাচার মামলায় সাক্ষীদের ফোন করে জানতে চাওয়া হয়েছে, অনুব্রত তাঁদের কোনওভাবে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেছেন কি না। এই পরিস্থিতিতে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে অনুব্রত যথেষ্ট চাপে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অনুব্রতর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে দলের জেলা নেতাদের মঙ্গলবারই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং অনুব্রতর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে গুরুত্ব দিয়েছেন মমতা। অনুব্রত যাতে অন্তর্ঘাত করতে না পারেন, সেদিকে সতর্ক থাকতে দলীয় বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পরই বুধবার রাজ্য পুলিশের ডিজির এই রিপোর্ট তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল সুপ্রিমো যে ক্রমশ অনুব্রতকে ছেঁটে ফেলে কাজলকে সামনের সারিতে আনতে চাইছেন, তা পরপর ঘটনাক্রমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বর্ষার মরশুম শুরুতেই ব্যস্ততা কয়লা খাদানে। বীরভূমের মহম্মদবাজারে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

সিবিআই মামলায় ফের তৎপরতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জুন : রাজ্যে সিবিআই তদন্ত নিয়ে আবার তৎপর হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই রাজ্যের মামলাগুলির 'স্টেটাস' রিপোর্ট অবিলম্বে হাতে পেতে চায় মন্ত্রক। নয় নয় করে রাজ্যের প্রায় ছ'শো মামলায় সিবিআই তদন্ত করছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নিয়োগ দুর্নীতির মামলার পাশাপাশি আরজি কর কাণ্ডের মামলায় তদন্ত চলছে সিবিআইয়ের। তারও অনেক আগে সারদা, নারদ, গোরু চুরি থেকে কয়লা ও বালি চুরি নিয়ে সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে তদন্ত চালাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তদন্ত প্রক্রিয়া সিবিআই গুটিয়ে আনতে পারেনি। চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হয়নি এখনও। আর এই নিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযোগ করে থাকে বিজেপিবিরোধী দলগুলি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সিবিআইয়ের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে সিপিএম ও কংগ্রেস এর পিছনে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে 'সেটিং তত্ত্বের' অভিযোগ করে থাকে। সব মিলিয়ে রাজ্যে ভোটের আগে সিবিআই তৎপরতা আবার বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

বুধবার কলকাতায় সিবিআই সূত্রের খবর, সম্ভবত এসব কারণেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্ত্রক হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে। শোনা গিয়েছে, কলকাতায় সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার পর্যায়ে কিছু রদবদল করা হতে পারে। আরও কয়েকজন দক্ষ অফিসারকে দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছে বলেও নির্ভরযোগ্য সিবিআই সূত্রের খবর। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যে সব সিবিআই-মামলার সর্বশেষ স্টেটাস রিপোর্ট হাতে পেতে চায়।

সিবিআইয়ের 'তাৎপর্যপূর্ণ তৎপরতা'কে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

পর্ন কাণ্ডে গ্রেপ্তার মা-ছেলে

কলকাতা, ১১ জুন : সোদপুর পর্ন কাণ্ডে মূলচক্রী শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান গ্রেপ্তার হলেন বুধবার। টানা ৫ দিন তল্লাশি চালানোর পর কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকা থেকে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ধ্যের পর আরিয়ানের ফোন কলের ভিত্তিতে আলিপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত শ্বেতা খান ওরফে 'ফুলটুসি'কে। মা ও ছেলেকে ডোমজুড় থানায় পাঠিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা কন্যা জোয়া খানকেও। জুভেনাইল বোর্ডে হাজির করানো হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়া শ্বেতার মাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এদিন হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমারকে এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চিঠি দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। তিনদিনের মধ্যে কমিশনকে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দেবে পুলিশ। শ্বেতা ও আরিয়ানের বাঁকড়ার ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানোর জন্য হাওড়া আদালত অনুমতি দিয়েছে পুলিশকে।

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পড়ুয়াদের...

ডাইনিং শেড ও ফ্যান নেই, ভোগান্তি চরমে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১১ জুন : কোথাও মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল নেই। তো কোথাও আবার নেই পর্যাপ্ত ফ্যান। প্রচণ্ড গরমে যখন নাজেহাল সকলে তখন মেখলিগঞ্জ শহরের বেশ কিছু প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এরকম পরিস্থিতিতে ডাইনিং শেড ও ফ্যানের দাবি তুলেছেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। শহরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রাকিব হোসেন বলে, 'দুপুরে স্কুলে গরম খাবার দেওয়া হয়। এই গরমে ফ্যান না থাকায় খেতে খুব কষ্ট হয়। ফ্যান থাকলে ভালো হত।'

এ ব্যাপারে মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) বরুণ বিশ্বাস বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ডাইনিং শেড তৈরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ফ্যান লাগানোর বিষয়টি নিয়ে মিড-ডে মিল বিভাগের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

মেখলিগঞ্জ শহরে ৭টি প্রাথমিক ও ২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মেখলিগঞ্জ সুইডিশ মিশন এপি বিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয় বাদে শহরের ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল খাবার ডাইনিং শেড নেই। ফলে বারান্দায় বসে ছাত্রছাত্রীরা মিড-ডে মিল খায়। আর বাকি দুটোতে আবার ডাইনিং শেড থাকলেও সেখানে ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। এতে স্বাভাবিকভাবেই এই গরমে মিড-ডে মিল খেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে ছাত্রছাত্রীরা।

মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল খাবার ডাইনিং শেড না থাকলেও বিদ্যালয়ের তরফে একটি বারান্দায় বেঞ্চ দিয়ে ছাত্রদের মিড-ডে মিল খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ফ্যান নেই। একই সমস্যা ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে।

মেখলিগঞ্জের এক অভিভাবক স্বপন চক্রবর্তী বলেন, 'মিড-ডে মিলের গরম গরম খাবার ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়। এই প্রচণ্ড গরমে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মিড-ডে মিল শেড না থাকলেও অন্তত যদি ছাত্রীদের জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করে তাহলে খুব ভালো হয়।' মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের টিআইসি কল্পনা মোহন্ত বলেন, 'শেড তৈরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। খাবার সময় ফ্যানের ব্যবস্থা করার বিষয়টি পরিচালন সমিতিকে জানাব।'

গরমে অসুস্থ দুই ছাত্রী

ঘোকসাডাঙ্গা ও দিনহাটা, ১১ জুন : গরমের ছুটি শেষ। সব স্কুল খুলে গিয়েছে। এদিকে, কয়েকদিন থেকে প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল সকলে। এর মধ্যে বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই ছাত্রীকে শিক্ষক- শিক্ষিকারা ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারকে। এদিকে, দিনহাটার চাউলেরকুঠি স্পেশাল ক্যাডার নিউ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়া বর্মন গরমে হঠাৎ ক্লাসে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

একটি শ্রেণিকক্ষে চলছে পাঁচটি শ্রেণির পড়াশোনা। (ডানে) মৃগীপুর ধবলসতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের শরবত দেওয়া হচ্ছে।

পরিদর্শনই সার, ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

গাদাগাদি করে ক্লাসে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ জুন : চারদিকে দেওয়াল হয়তো আছে। কিন্তু মাথার ওপর ছাদ নেই বললেই চলে। সেই কবে গাছ পড়ে ভেঙে গিয়েছে ক্লাসরুমের টিনের চাল। তারপর আর তা সংস্কার হয়নি। বৃষ্টি হলেই জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। আর রোদে সেখানে বসে পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। শুধু কি তাই, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম না থাকায় এক ঘরে পাঁচ শ্রেণির পড়ুয়াকে গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে যখন ইতিমধ্যে দিনহাটায় ও মাথাভাঙ্গায় একাধিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অসুস্থ হওয়ার খবর আসছে, তখন কেন এভাবে গাদাগাদি করে বসানো হচ্ছে আটারা বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের? সেই প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, শ্রেণিকক্ষ সংস্কারের ব্যাপারে তুফানগঞ্জ-২ বিডিও থেকে শুরু করে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, ডিপিএসসি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে দুই বছর ধরে বহুবার স্কুল পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব অধিকারী বলেন, '৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে একটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করানো খুব কষ্টের। তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। এই অবস্থায় অনেকেই ছেলেমেয়েকে এই স্কুল থেকে সরিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করছেন। প্রশাসনের আধিকারিকরা স্কুল পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কবে সমস্যা মিটবে কেউ বলতে পারেননি।'

> ৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে একটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করানো খুব কষ্টের। অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। অনেকেই ছেলেমেয়েকে অন্য স্কুলে ভর্তি করছেন।
>
> **বিপ্লব অধিকারী**
> প্রধান শিক্ষক

এই নিয়ে একাধিকবার জেলা ডিপিএসসি চেয়ারম্যান রজত বর্মাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বছর দুয়েক আগে কালবৈশাখীতে বিশাল গাছ উপড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ওই স্কুলের তিনটি শ্রেণিকক্ষ। দুমড়েমুচড়ে যায় টিনের ছাউনি। ভেঙে যায় স্কুলের বারান্দার খুঁটিও। ওই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গাছটি কেটে সরিয়ে নেওয়া হয় ঠিকই। তবে আজও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে স্কুলের তিনটি শ্রেণিকক্ষ। বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে টিনের চালের বাকি অংশ। বর্তমানে ছোট একটি ঘরের মধ্যেই প্রাকপ্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস নিচ্ছেন তিনজন শিক্ষক।

চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া অপু বর্মন বলে, একটি ঘরেই সবাইকে বসিয়ে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। ওই ঘরে একটি মাত্র ফ্যান। আমাদের খুব কষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের অনেকে স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। অভিভাবক গৌতম দাসের কথায়, 'পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে ছেলেমেয়েদের। তাই অনেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এই নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও হেলদোল নেই। দ্রুত সমস্যা না মিটলে আন্দোলনে নামব।' এরকমই হাজারো পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে স্কুলটি। সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তুফানগঞ্জ-২ বিডিও দালাকি লামা।

সকালে ক্লাসের আর্জি

কোচবিহার, ১১ জুন : অসহ্য গরমে কোচবিহারের বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মঙ্গলবারের পর বুধবারও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলে একাধিক ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংগঠন প্রাথমিক স্কুলগুলি দিনের পরিবর্তে সকালে করার দাবি জানিয়েছে। অপরদিকে, গরম যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে চিন্তাভাবনা করে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদও (ডিপিএসসি) প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সকালেই করাতে চাইছে। ইতিমধ্যে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান রজত বর্মা এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের কাছে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'স্কুলে গিয়ে গরমের কারণে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সেই কারণে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি দিনের পরিবর্তে সকালে করার জন্য রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের কাছে আমরা লিখিত আবেদন করেছি।'

স্কুলে শরবত

মেখলিগঞ্জ, ১১ জুন : গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হলেও মেখলিগঞ্জ ব্লকের পড়ুয়ারা দুর্ভোগে। গত দু'দিনে ব্লকের অন্তত ৬ জন ছাত্রছাত্রী গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের একাধিক প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার মৃগীপুর ধবলসতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে শিক্ষার্থীদের লেবুর শরবত পান করানো হচ্ছে।

স্বস্তির বৃষ্টি

কোচবিহার, ১১ জুন : কয়েকদিনের অসহ্য গরমের পর অবশেষে বৃষ্টি নামল কোচবিহারে। বুধবার সন্ধ্যায় ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়। ফলে কিছুটা হলেও তাপমাত্রা কমে। বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন কোচবিহারবাসী।

চলন্ত টোটোয় শ্লীলতাহানি

হেনস্তা মহিলা পঞ্চায়েতকর্মীকে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জুন : টোটোতে আগেই এক ব্যক্তি বসেছিলেন। এরপর অফিস যাওয়ার জন্য এক মহিলা পঞ্চায়েতকর্মী সেখানে ওঠেন। রাস্তার মাঝে এক নির্জন জায়গায় টোটোটি পৌঁছাতেই দিনের বেলায় চলন্ত টোটোতে ওই কর্মীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় বর্তমানে তোলপাড় মেখলিগঞ্জ ব্লক। মহিলা কর্মী কোনওরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে টোটো থেকে নেমে পড়েন। তিনি মোবাইলে অভিযুক্তের ছবিও তোলেন।

পরবর্তীতে পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বিষয়টি জানান। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেখলিগঞ্জ থানায় মঙ্গলবার রাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রধানের কথায়, 'আমাদের এলাকায় এরকম ঘটনা হবে তা কখনই ভাবতে পারিনি। বিগত চার বছর থেকে ওই কর্মী আমাদের এখানে কাজ করছেন। মঙ্গলবার বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি অফিসে আসেন। এরপর সমস্ত ঘটনা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। অভিযুক্ত আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। আমরা ওই মহিলা কর্মীর পাশে সবসময় রয়েছি।'

মঙ্গলবার রাতেই প্রধান মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। টোটোচালকের উপস্থিতিতেই ওই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। তাই পুলিশ রাতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই টোটোচালককে আটক করেছে। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'প্রধানের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএনএস আন্ডার সেকশন ৭৪/৭৫(২) অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছি।'

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও ওই মহিলা কর্মী পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। টোটোতে উঠে কিছুদূর যাওয়ার পরই ওই ঘটনা ঘটে।

শ্লীলতাহানির ঘটনায় গোটা ব্লকের মহিলারা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের এক গৃহবধূ বলেন, 'আমরা আতঙ্কে রয়েছি। রাতের কথা তো বাদই দিলাম। দিনদুপুরেও কি আমরা মেয়েরা নিরাপদ নই। কোথায় নিরাপত্তা? দিনদুপুরে অফিস যাওয়ার পথে এক মহিলাকে চলন্ত টোটোতে এভাবে শ্লীলতাহানির ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। মেয়েদেরকে স্কুল পাঠাতে ভয় লাগছে। পুলিশের উচিত অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া। যাতে ভবিষ্যতে এইরকম অপরাধ কেউ আর না করে।'

নিরাপত্তায় প্রশ্ন

- মঙ্গলবার সকালে ওই মহিলা কর্মী পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার জন্য টোটোতে ওঠেন
- রাস্তার মাঝে এক নির্জন জায়গায় টোটোটি পৌঁছাতেই টোটোয় থাকা আরেক যাত্রী তাঁকে শ্লীলতাহানি করে
- মহিলা কর্মী কোনওরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে টোটো থেকে নেমে পড়েন
- মোবাইলে অভিযুক্তের ছবিও তোলেন তিনি

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

তুফানগঞ্জ, ১১ জুন : বুধবার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লারখেওয়া এলাকায়। মৃতের নাম গোবিন্দ মজুমদার (২৫)। তাঁর শোবার ঘর থেকে উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বৈঠক

পারডুবি, ১১ জুন : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে সিপিএমের শাখা সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার বৈঠক হয়। পারডুবি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক উত্তম বর্মন বর্মনের কথায়, সাংগঠনিক নানা বিষয় সহ অঞ্চল কমিটির সম্মেলনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নালা পরিষ্কার

কুচলিবাড়ি, ১১ জুন : বর্ষার আগেই নালা সংস্কার ও পরিষ্কারের কাজে নেমেছে কুচলিবাড়ি থানা। থানার ওসি ভাস্কর রায়ের নির্দেশে থানার বিভিন্ন এলাকায় নালা পরিষ্কার করা হয়। সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি থানার কর্মরত পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা এই অভিযানে অংশ নেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ জুন : গরম থেকে বাঁচতে নদীতে স্নান করতে গিয়ে সেখানেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিপ্লব সরকার (৪০)। ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে।

বিক্ষোভ

শীতলকুচি, ১১ জুন : গত বর্ষায় ধসে গিয়েছে রাস্তার একাংশ। প্রশাসনের সেদিকে কোনও নজর নেই। এমন ছবি চোখে পড়ছে শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পুটিয়া বারোমাসিয়া গ্রামে। রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে বুধবার বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা।

সবুজ সুন্দরী।। বক্সা টাইগার রিজার্ভের লেপচাখায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের রাজা বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সিলিন্ডার চুরি

দিনহাটা, ১১ জুন : শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের রান্নাঘরের তালা ভাঙা। মিড-ডে মিল রান্না করার গ্যাস সিলিন্ডারটি চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়নাচিনা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ঘটেছে। বুধবার সকালে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে বিষয়টি প্রথমে নজরে পড়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তুলসী দেবের। তিনি জানান, রাতের অন্ধকারে স্কুল চত্বরে বসে জুয়ার আসর। চলে নানান রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ।

এর আগেও একাধিকবার স্কুল থেকে জলের কল চুরি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্থানীয়দের অনুমান, মঙ্গলবার গভীর রাতে চুরিটি হয়েছে। এদিনের ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির সাজা

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১১ জুন : নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং খুনের দায়ে এক তরুণকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

২০২৩ সালের ধূপগুড়ি থানা এলাকার এক তরুণ প্রতিবেশী নাবালিকাকে তার নিজের বাড়িতে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর মৃতদেহ বস্তাবন্দি করে ডুডুয়া নদীতে ভাসিয়ে দেয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর নাবালিকারের বাবা-মা তাকে শনাক্ত করেন।

এদিন আদালতে সাজা ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। আদালতের রায়ে খুশি নাবালিকার পরিবার। অন্যদিকে এদিন নাবালিকার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের একাংশ যখন আদালতে এসেছিলেন সেই সময় নাবালিকার বাড়ি ফাঁকা থাকায় কেউ বা কারা বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে বলে অভিযোগ।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যদিও কাউকেই খুঁজে পায়নি। ধূপগুড়ি থানায় এই ঘটনার কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে পরিস্থিতির ওপর পুলিশ নজর রাখছে।

মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'এই মামলায় যে পথ দিয়ে হরিপদ বস্তাবন্দি মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিল সেই এলাকার বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে পুলিশ আদালতে পেশ করেছিল। সেই সঙ্গে এই মামলায় ১৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। আদালত অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজার নির্দেশ দিয়েছে।'

শব্দবাজি নিষ্ক্রিয়

হলদিবাড়ি, ১১ জুন : বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করলেন বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। সঙ্গে ছিলেন হলদিবাড়ি থানার পুলিশ প্রশাসন, দমকল বিভাগের কর্মী সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। বুধবার হলদিবাড়ি বেলতলি তিস্তা নদীর মনসাঘাট সংলগ্ন চরে বাজেয়াপ্ত করা শব্দবাজি নিয়ে উপস্থিত হন বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। সেখানে গর্ত খুঁড়ে আগুন লাগিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। হলদিবাড়ির আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, হলদিবাড়ির নানান দোকানে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

টেপাই জাল উদ্ধার মরা সুটুঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুন : মাছ ধরার জন্য অতি সূক্ষ্ম মশারির মতো চাইনিজ টেপাই জালের ব্যবহার আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে মরা সুটুঙ্গা নদীতে কয়েকজন মৎস্যজীবী দেদারে তার ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বুধবার অভিযান চালিয়ে নদী থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ চাইনিজ টেপাই জাল উদ্ধার করল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। এদিন দুপুরে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলা মোড় সংলগ্ন মরা সুটুঙ্গা নদী থেকে জালগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'মরা সুটুঙ্গা থেকে প্রচুর জাল উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে কারা নদীতে ওই জাল পেতেছিল তাঁদের খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

চাইনিজ টেপাই জাল হল একধরনের অতি সূক্ষ্ম মশারির মতো জাল। এটি সাধারণত নাইলনের তৈরি। এর ফাঁক এতটাই ছোট যে ছোট মাছ, পোনা এমনকি মাছের ডিমও জালে আটকে যায়। নিষিদ্ধ হলেও বাজারে এখনও ওই জাল পাওয়া যায়। ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্টের তথ্য অনুযায়ী, বাজারে ৩,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে ওই জাল। মূলত পাচারপথে বা অবৈধভাবে আমদানি হয়ে থাকে। গত কয়েকমাস ধরে ওই গ্রামে চাইনিজ টেপাই জাল দিয়ে মাছ ধরা চলছিল বলে অভিযোগ সামনে এসেছে।

উদ্ধার করা হচ্ছে নিষিদ্ধ টেপাই জাল।

গ্রামের বাসিন্দা খগেন বর্মন বলেন, 'ওই জালে মাছ শিকারের ফলে ডিমপোনা, চারাপোনা ও অপেক্ষাকৃত বড় মাছ সহ নানা ধরনের জলজ প্রাণী ধরা পড়ছিল। এর ফলে নদীতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তেমনি জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল। মৎসজীবীদের বারণ করলেও তারা শোনে না।' তাই নদীর মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে মাথাভাঙ্গা থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ এসে নিষিদ্ধ জালগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় বলেন, 'নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ শিকার একটি বিপজ্জনক প্রবণতা। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া জরুরি।' মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অঙ্কিত শর্মা বলেন, 'ভবিষ্যতে দেশীয় মাছের সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তীব্র হচ্ছে। শুধুমাত্র মাছ নয়, এই জালে অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উপকারী জীবও ধ্বংস হচ্ছে।'

অবৈধ জাল আমদানি ও বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের মধ্যে ওই জালের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে প্রচার চালানো জরুরি বলে জানিয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মাথাভাঙ্গা শাখা সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী।

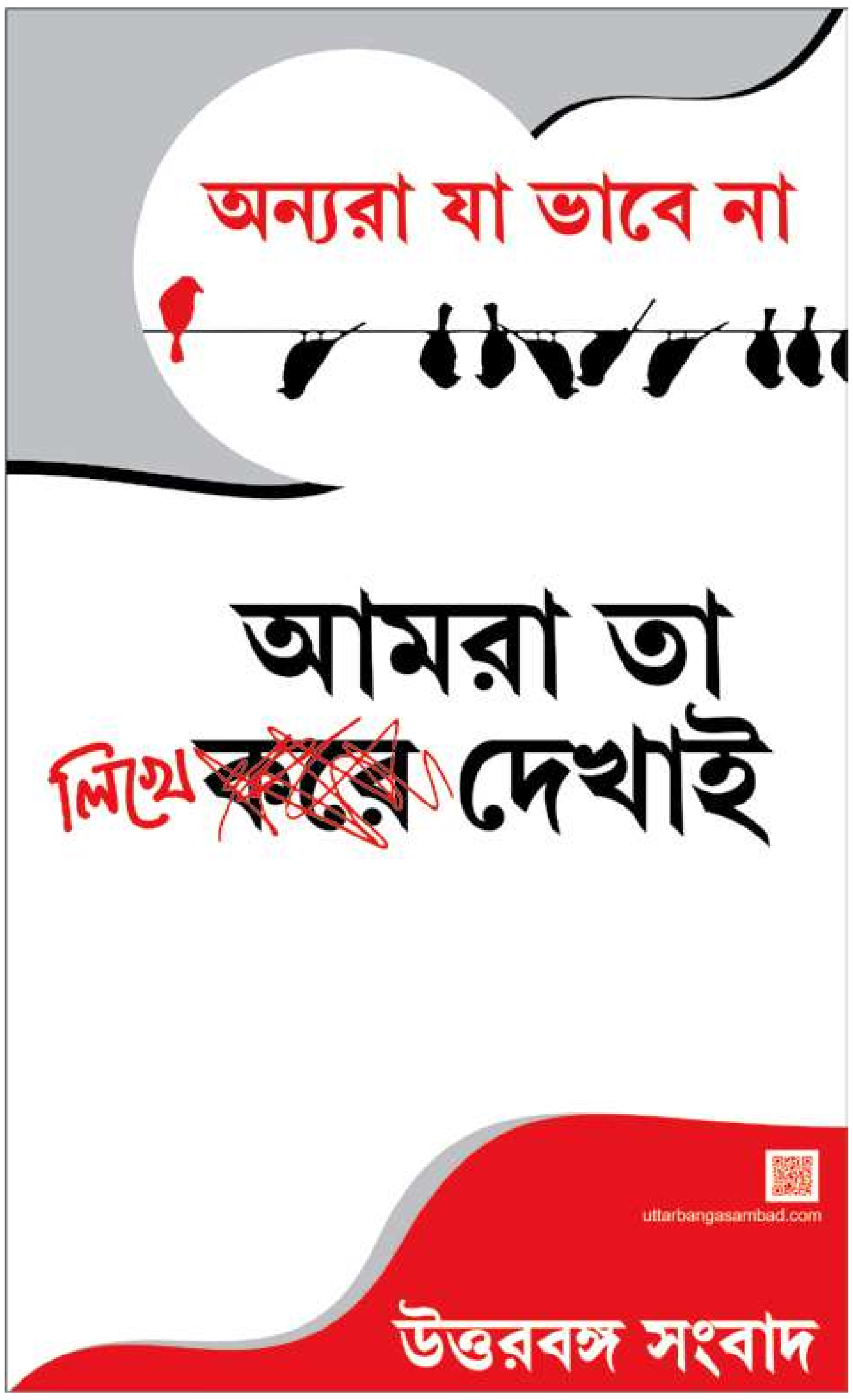

স্নান নিষিদ্ধ করার ভাবনা আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের

অবৈধ খননে বিপদ ঘরঘরিয়ায়

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ১১ জুন : মঙ্গলবার বাণেশ্বর-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের আমবাড়ি গ্রামের ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় কোচবিহারের দুই তরুণ। সেই ঘটনায় উঠে আসছে নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি পাচারের তথ্য। অভিযোগ, এই ঘরঘরিয়া নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে একসময় প্রকাশ্যেই চলত মাটি পাচার। বর্তমানে বর্ষায় জল বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধ রয়েছে সেই মাটি পাচার।

এদিকে, নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি খননের ফলে একাধিক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই গর্তগুলিতে জলস্তর গভীর রয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, সম্ভবত নদীতে স্নান করতে নেমে সেই গর্তে পড়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন ওই দুই তরুণ। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসীর কথায়, 'ঘরঘরিয়া নদীর পাশ দিয়ে একটি হাইটেনশন লাইন গিয়েছে। সেই বিদ্যুতের লাইনের একাধিক পাশ থেকেও বিপজ্জনকভাবে মাটি কাটা হয়েছে। যার ফলে যে কোনও সময় সেই খুঁটিগুলো হেলে পড়তে পারে। মাটি পাচার রুখতে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

কোচবিহার-২ এর বিএলআরও নারায়ণ দাসের সঙ্গে এনিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ঘরঘরিয়া নদীতে মাটি খননের কোনও অনুমতি আমরা দিইনি। আমাদের কাছে বহুবার নদীবক্ষ থেকে মাটি তোলার খবর এসেছে। অভিযান চালিয়ে আমরা কয়েকটি গাড়ি আটক করে জরিমানাও করেছি।'

চলতি বছরের ২৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল ঘরঘরিয়া নদীর বাঁধ কেটে রাস্তা তৈরি করে মাটি পাচারের খবর। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ মাটি পাচারের ফলে নদী তার নিজস্ব গতিপথ হারাতে বসেছে। এমনকি বর্ষাকালে নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

এদিন স্থানীয় বাসিন্দা শচীন দাস বলেন, 'আমরাও মাঝেমধ্যেই নদীতে স্নান করি। নদীর চারদিকে সেভাবে জলের গভীরতা নেই। তবে কোথাও কোথাও গভীর জল রয়েছে। আমরা স্থানীয়রা সতর্ক হয়ে নদীতে স্নান করি। তবে কালকে যাঁরা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা বাইরে থেকে এসেছেন। তাই হয়তো কোথায় নদীর গভীরতা বেশি রয়েছে বুঝতে পারেননি।' একই বক্তব্য আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ঝন্টু রায়েরও।

মাটি খননের ফলে আগামীতে ভারী বৃষ্টির জেরে ঘরঘরিয়া নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। এবিষয়ে আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অন্নদাচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'আমরা শীঘ্রই ওই ঘরঘরিয়া সেতুর নীচে স্নান করা নিষিদ্ধ করতে বোর্ড লাগিয়ে দেব। তবে বর্তমানে এই নদী থেকে কোনওরকম মাটি তোলা হয় না। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখব।'

এই ঘরঘরিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল দুই তরুণ।

> ঘরঘরিয়া নদীতে মাটি খননের কোনও অনুমতি আমরা দিইনি। আমাদের কাছে বহুবার নদীবক্ষ থেকে মাটি তোলার খবর এসেছে। অভিযান চালিয়ে আমরা কয়েকটি গাড়ি আটক করে জরিমানাও করেছি।
>
> **নারায়ণ দাস,** *বিএলআরও*

সমস্যা যেখানে

- এই ঘরঘরিয়ায় কয়েক মাস আগেও আর্থমুভার দিয়ে প্রকাশ্যে চলত মাটি পাচার
- বর্তমানে বর্ষায় জল বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধ রয়েছে সেই মাটি পাচার
- অবৈধভাবে মাটি খননের ফলে একাধিক গর্তের সৃষ্টি হয়েছে
- সেই গর্তগুলিতে জলস্তর অগভীর রয়েছে, যা থেকে তৈরি হয়েছে বিপদের শঙ্কা
- স্নান করতে নেমে সেই গর্তে পড়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন কোচবিহারের দুই তরুণ

স্বাস্থ্য শিবির

মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা ১১ জুন : রক্তদান কর্মসূচি আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছালেও এখনও অনেকের রক্তদানে ভীতি রয়েছে। এদিকে বুধবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারে এসে নিজের জীবনের ১২০তম রক্তদান করলেন আলিপুরদুয়ার জেলার নিমতিঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা রঞ্জিত মিশ্র। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের মেডিকেল অফিসার পীযূষকান্তি সাঁতরা বলেন, 'রঞ্জিতের এই উদ্যোগ রক্তদান আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।'

অন্যদিকে, বুধবার ঝুড়িপাড়া রাসবিহারী ইউনিট ক্লাবে একটি চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শতাধিক বাসিন্দা শিবিরে পরীক্ষা করাতে আসেন।

স্মারকলিপি

দিনহাটা, ১১ জুন : আবাস যোজনায় অগ্রাধিকার, অন্ত্যোদয় যোজনায় নাম নথিভুক্তকরণ, ভাতা নিশ্চিতকরণ সহ একাধিক দাবিতে বুধবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলিন। সংগঠনের দিনহাটা-১ব্লক কমিটির সম্পাদক পরিতোষ সরকারের কথায়, 'আমরা এদিন নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ১১ জুন : গত ৯ জুন থেকে আগামী ২৪ জুন পর্যন্ত তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে চলবে বিভিন্ন বিভাগের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। বুধবার তারই অঙ্গ হিসেবে তুফানগঞ্জ থানা ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে কলেজের ৮ নম্বর রুমে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিগ্বিজয় ব্লোনে, কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংবর্ধনা

শীতলকুচি, ১১ জুন : মিউটেশন নিষ্পত্তিতে ২০২৪-'২৫ বর্ষে কোচবিহার জেলায় প্রথম হয় শীতলকুচি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। বুধবার শীতলকুচি বিএলআরও প্রভাস পাহানকে সংবর্ধনা দিল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। চলতি অর্থবর্ষে ব্লকে প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার মিউটেশন নিষ্পত্তি হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে দমকলকর্মীরা। বুধবার। -সংবাদচিত্র

খড়ের গাদায় ঘনঘন আগুন ঘিরে রহস্য

পুণ্ডিবাড়ি, ১১ জুন : গত এক সপ্তাহে একই এলাকার ৬টি খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডগুলির কারণ ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কখনও দিনে চার-পাঁচবার খড়ের গাদাগুলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এর ফলে রীতিমতো শোরগোল পড়েছে কোচবিহার-২ ব্লকের গোপালপুর গ্রামের চোকারডাঙ্গা এলাকায়। এদিকে ঘনঘন আগুন লাগায় বারবার দমকলকর্মীদের ওই এলাকায় ছুটতে হচ্ছে। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে তাঁরাও ধোঁয়াশায়।

কোচবিহার দমকল বিভাগের স্টেশন অফিসার শংকর সেন বললেন, 'অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। বারবার কী কারণে আগুন লাগছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ফরেন্সিক বিভাগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।'

একই এলাকায় একাধিকবার খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলির কারণ স্পষ্ট নয় এখনও। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিতর নানা গুজব ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কোচবিহার শাখার সম্পাদক অসীম সাহা বললেন, 'একাধিক কারণে এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত মঙ্গলবার থেকে ওই এলাকায় একের পর এক খড়ের গাদায় আগুন লাগছে। কখনও দিনের বেলায়, কখনও রাতে। হঠাৎ করে খড়ের গাদাগুলি থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। ওই এলাকার বাসিন্দা সফিয়ার রহমান বললেন, 'হঠাৎ করে বুধবার আমার খড়ের গাদা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে।' আরেক বাসিন্দা নুরুল ইসলামের দাবি, 'মঙ্গলবার আমার খড়ের গাদায় তিন-তিনবার আগুন লাগে।' লাগাতার খড়ের গাদায় আগুন লাগায় গ্রামবাসীদের একাংশ আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত। কাদের মিয়াঁ নামে এক গ্রামবাসী বললেন, 'খড়ের গাদার আগুন আশপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত।'

টোটো বন্ধের নির্দেশ ট্রাফিকের

দিনহাটা, ১১ জুন : দিনহাটা-কোচবিহার রুটে বাস পরিষেবার পাশাপাশি দিনহাটা থেকে ভেটাগুড়ি ও দেওয়ানহাট যাওয়ার জন্য একাধিক টোটো চলত। যা দিনহাটা পাঁচমাথার মোড় থেকে যেত। যদিও যানজট নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখে দিনহাটা পাঁচমাথা মোড় সহ অন্য নো এন্ট্রি পয়েন্টগুলিতে টোটো দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে দিনহাটা ট্রাফিক থানা বিভাগ। আর তাই পুরোনো রুটে ফের টোটো চালুর দাবিতে দিনহাটা থানার ট্রাফিক বিভাগে বিক্ষোভ দেখান টোটোচালকরা। পাশাপাশি এদিন তাঁরা দিনহাটা ট্রাফিক ওসি কল্যাণকুমার রায়ের কাছে একটি দাবিপত্র তুলে দেন।

এনিয়ে ট্রাফিক ওসি বলছেন, 'শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে শহরের গোসানি রোড, বলরামপুর রোড, জামতলা, পাঁচমাথার মোড়, রংপুর রোডের মতো নো এন্ট্রি পয়েন্টগুলিতে টোটোর দাঁড়িয়ে থাকা একেবারে নিষিদ্ধ। আর সে কারণেই পাঁচমাথার মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টোটোর দাঁড়ানো নিষিদ্ধ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে যাত্রী তোলায় কোনও বিধিনিষেধ নেই।'

টোটোচালক দিব্যেন্দু মুস্তাফির বক্তব্য, 'আমরা ২০ জন টোটোচালক দিনহাটা থেকে দেওয়ানহাট ও ভেটাগুড়ি রুটে টোটো চালাতাম। প্রশাসনের বিধিনিষেধে টোটো বন্ধ রয়েছে। আমরা চাই ফের ওই রুটে চলাচলের অনুমতি দিক প্রশাসন।'

বিক্ষোভ

দিনহাটা, ১১ জুন : শ্রমকোড বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে দিনহাটা বিদ্যুৎ দপ্তর চত্বরে বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি দিল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু। এদিন সংগঠনের তরফ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার সময় সমস্যাগুলি নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়।

ঝুঁকির যাতায়াত।। *বুড়িতোর্ষার উপর বাঁশের সাঁকো। বুধবার। -সংবাদচিত্র*

সেতু নেই, নৌকাই ভরসা

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ জুন : বর্ষা এলেই দুশ্চিন্তা বাড়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লাফাবাড়ি গ্রামের বুড়িতোর্ষা নদীর ওপারের বাসিন্দাদের। প্রতি বর্ষায় নদীর উপর থাকা বাঁশের সাঁকো নষ্ট হয়ে গেলে ভরা নদীতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই নৌকায় পারাপার করতে হয়। দীর্ঘদিন থেকে বুড়িতোর্ষা নদীর উপর সেতুর দাবি থাকলেও তা আর পূরণ হয়নি।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের লাফাবাড়ি এলাকায় দুটি বুথের একটি বুড়িতোর্ষা নদীর এপারে, অপরটি ওপারে। নদীর ওপারে গ্রামের প্রায় হাজার পরিবারের বাস। তাদের যোগাযোগ বলতে বুড়িতোর্ষা নদীর উপর বাঁশের সাঁকো আর সাঁকো ভেসে গেলে চার মাস নৌকো। আর তা না হলে তাদের কয়েক কিলোমিটার ঘুরে পুঁটিমারি হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ নমদাসের কথায়, 'নদীর এপারে আমাদের বসবাস। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতের জন্য বুড়িতোর্ষা নদীর উপর সাঁকো আছে। বাঁশের সাঁকোর জায়গায় সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। বাম জমানা থেকেই দাবি থাকলেও তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেও সেতুর দাবি পূরণ হয়নি।' ললিত নমদাস, গীতা বিশ্বাসের মতো সকলেই জগদীশের কথায় সুর মেলান।

এবছরও বর্ষা তাদের চিন্তা বাড়াচ্ছে। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই কয়েকমাস এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এই পথ দিয়ে স্কুলে যেতে পারে না। গ্রামের স্কুল পড়ুয়া রুপালি নমদাস আর সুবীর বিশ্বাস জানাল, প্রতিবছরই বর্ষাকালে তাদের এই সমস্যায় পড়তে হয়। মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উন্নয়ন হলেও এই গ্রামে রাস্তার উন্নয়ন হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা নৌকাচালক জগদীশ নমদাস আর বাবু নমদাস জানেন, সেতু হলে তাঁদের রোজগারের পথ বন্ধ হবে। তবু তাঁরা বলছেন, এই পথ দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ চলাচল করে। সেতু না থাকায় বর্ষাকালে ভরা নদীতে নৌকোই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ফলে ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করতে হয়।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দীপালি নমদাসের কথায়, 'এটা আমাদের বড় সমস্যা। বিষয়টি বারবার প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা অধিকারীও একই কথা জানিয়েছেন। কেউ জানেন না কবে এই সমস্যা মিটবে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সিতাই, ১১ জুন : সিতাই ব্লকের দক্ষিণ কোনাচাতরা গ্রামের শেওড়াতলা এলাকায় বুধবার সকালে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম উকিল বর্মন (৬০)। বুধবার ওই ব্যক্তি বাড়ির পিছনে একটি লিচু গাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

বাবার মৃত্যু নিয়ে মিঠুন বর্মন বলেন, 'সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। বাড়িতে কোনওরকম ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। সকালে উঠে দেখি এই মর্মান্তিক দৃশ্য।'

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

Government of India

সংযুক্ত।
সক্ষম।
ডিজিটাল।

ডিবিটির আওতায় দরিদ্রদের কাছে সরাসরি পৌঁছেছে প্রায় ৪৪ লক্ষ কোটি টাকা

ডিজিলকারে ৫২+ কোটি ব্যবহারকারী ৯৪৩+ কোটি ডকুমেন্ট আপলোড করেছেন এবং এর মাধ্যমে যেকোনও সময়ে, যেকোনও জায়গা থেকে সহজে ও নিরাপদে ডিজিটাল ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে পারছেন

উমঙ্গ অ্যাপে ২২০০+ সরকারি পরিষেবা উপলব্ধ। সারা ভারতের যেকোনও জায়গা থেকে নাগরিকরা এর সুবিধা পেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ৮.২৫ কোটি রেজিস্ট্রেশন

জীবন প্রমাণের আওতায় ১০.২+ কোটির বেশি পেনশনভোগী ডিজিটালি লাইফ সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন

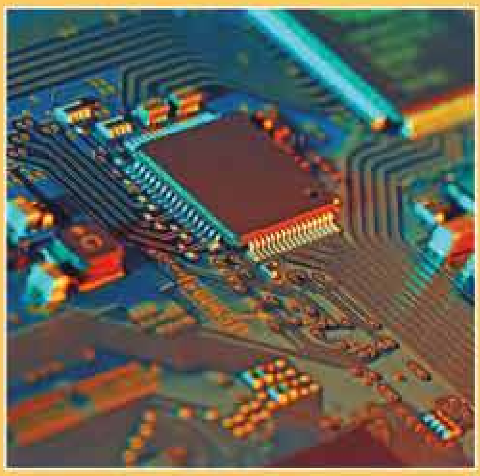

সেমিকন্ডাক্টর হাব হবার দিকে ভারতের যাত্রা- ২০২৪-এ বাজারের আয়তন দাঁড়িয়েছে ৪+ লক্ষ কোটি

অপটিক্যাল ফাইবার কেবল পাতা হয়েছে ৪২+ লক্ষ রুট কিমি, সংযুক্ত হয়েছে ২.১৪ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় ৫.৭৬ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার কার্যকর

GeM পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার হয়েছে ১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার। এর ফলে সরকারি কেনাকাটায় বেড়েছে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতি

সারা বিশ্বের প্রতি দুটি ডিজিটাল লেনদেনের একটি হয় ভারতে

এপ্রিল ২০২৫-এ ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ ২৪ লক্ষ কোটি টাকা

কোভিড-১৯-এর ২২০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ডিজিটাল কোউইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

CBC 37101/13/0009/2526

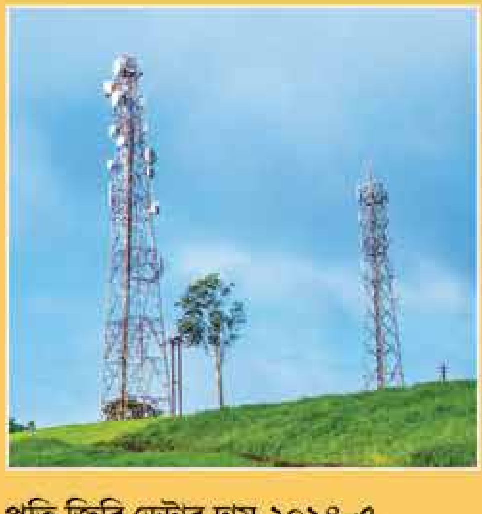

প্রতি জিবি ডেটার দাম ২০১৪-এ ৩০০+ টাকা থেকে এখন ১০ টাকারও কম হয়েছে

বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে ৯৯.৬% জেলায় পৌঁছেছে ৫জি

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক দেশ - ভারত

5G

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

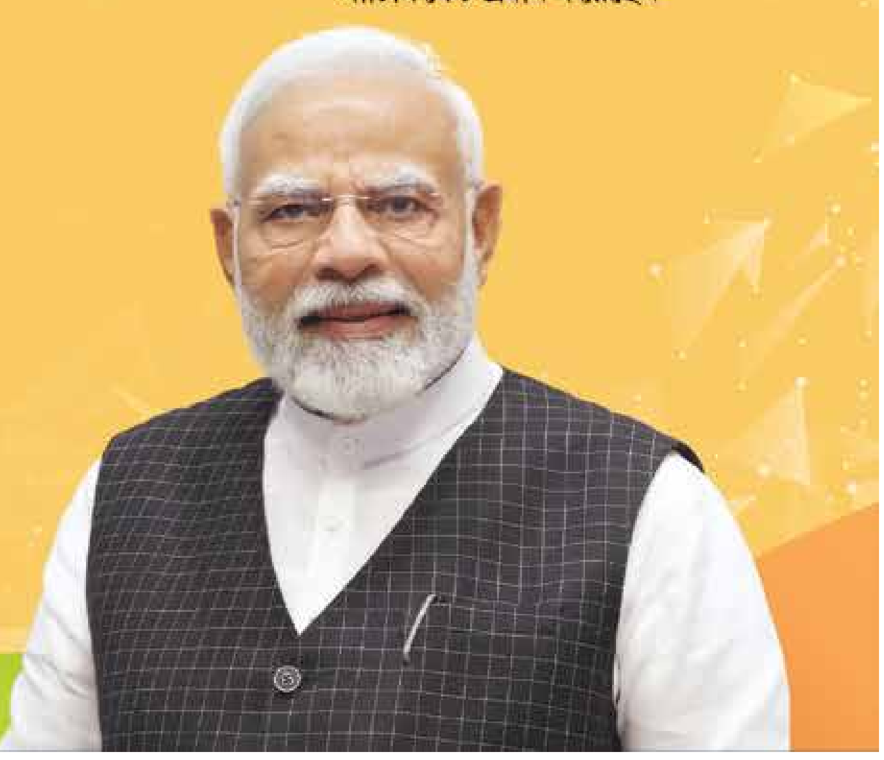

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সবেতেই ভোট-রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের এখনও এক বছর বাকি। কিন্তু স্লগওভারে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী, উভয় শিবিরই চালিয়ে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভোট যত কাছে আসবে, তত এই মেজাজ আরও চড়বে। বিধানসভায় অপারেশন সিঁদুরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উত্তপ্ত তর্জায় সেই আঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। সরকারের পেশ করা প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের নামোল্লেখ না থাকায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতিত্ব না দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এনেছে শাসক শিবির।

অপরদিকে শুভেন্দুকে লিমিটলেস অপোজিশন লিডার বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা। পহলগামে জঙ্গি হামলায় গোয়েন্দা-ব্যর্থতা ছিল বলে তিনি আঙুল তুলেছেন। দুই শিবিরের বাগযুদ্ধ তীব্র হয়েছে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ এবং অনুব্রত মণ্ডলের কুকথায় বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ হওয়ায়। ওয়াক-আউট করে প্রতিবাদ রেকর্ড করিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা।

ভোট কাছাকাছি থাকলে শাসক-বিরোধী চাপানউতোর নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-বিজেপিতে যা চলছে, সেটা কুস্তির দঙ্গলকে হার মানাবে। কুস্তির লড়াইয়ে কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের লড়াই কিন্তু নিছক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই। দুই শিবিরই যুযুধান। প্রতিপক্ষকে কেউ এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার কথার লড়াইয়ের প্রতিফলনে বিধানসভার বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির আকচা-আকচি চরমে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই শাসক-বিরোধী সম্পর্ক আর নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেই। বরং শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। আমরা-ওরা রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে।

সেই কারণে সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও শৌর্যকে সম্মান জানানোর প্রস্তাব ঘিরেও তৃণমূল-বিজেপির ঝগড়া এত দৃষ্টিকটু ও অশোভন হয়ে উঠেছে। সংসদ ও বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের পরস্পরের নীতি, সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপের সমালোচনা স্বাভাবিক। দেশের হিতসাধনে তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টাই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি, পরম্পরা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমরা-ওরা নামক অবিশ্বাসের কাঁটাতারে আটকে রয়েছে। সমস্ত রাজ্যেই শাসক-বিরোধী চাপানউতোর চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তার ধারেকাছে অন্য কোনও রাজ্য নেই। আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে একের পর এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ করতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র পশ্চিমবঙ্গে আনাগোনার মধ্যে দিয়ে বিজেপির তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু বাংলায় দাঁড়িয়ে কিংবা নয়াদিল্লিতে বসে নয়, সুদূর তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে গিয়েও শা হুংকার দিয়েছেন, ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে বিজেপি। অনেকটা ফুটবল বা ক্রিকেটের ফাইনালের আগে যুযুধান দুই পক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে আস্ফালনের মতো শুরু করেছে দুই পক্ষ।

এতে রাজনৈতিক লাভ কতটা, সে উত্তর ভবিষ্যৎ দেবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক তর্জায় পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, সেই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। ১১ বছরের মোদি জমানায় ভারতে অমৃতকাল শুরু হয়েছে বলে ইতিমধ্যে গগনভেদী প্রচার শুরু হয়েছে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের লাভ কতটা, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নতুন করে বলার দরকার নেই।

একসময় বিধানসভার অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার তীক্ষ্ণ যুক্তিশানিত বাগযুদ্ধ সকলের নজর কাড়ত। সংসদীয় রাজনীতির সেই স্বর্ণযুগ অতীত। ভোটের রাজনীতি সেদিনও ছিল, এখনও আছে, আগামীদিনেও থাকবে। কিন্তু সেই রাজনীতির কারণে সেনাকে সম্মান জানানোর মতো প্রস্তাব সস্তার রাজনীতির কাটাছেঁড়ার যন্ত্রে পরিণত হলে তার থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু থাকে না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

চাষের জমি কমে বাংকার বাড়ছে মণিপুরে

এক সিদ্ধান্তে মেইতেইরা চটছে, অন্য সিদ্ধান্তে কুকিরা। বিভ্রান্ত সরকার। মণিপুর সবচেয়ে বড় ধাঁধা মোদি সরকারের কাছে।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

মণিপুরি মহিলাদের প্রতিবাদ। ইম্ফলে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে নয়াদিল্লিতে শপথ নেওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ উন্নয়ন নীতির। মোদির অভিযোগ ছিল, আগে সেভাবে উত্তর-পূর্বের রাজ্যের উন্নয়নে নজরই দেওয়া হয়নি। বিশেষ উন্নয়ন নীতিকে সামনে রেখে গত এক দশকে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প সামনে এসেছে। যে উত্তর-পূর্বকে ভারতের মেইনল্যান্ড থেকে একটা সময় বিচ্ছিন্ন ধরা হত, সেখানে এখন অনেক বেশি দেশের অন্য প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের আনাগোনা।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কেন গত ২ বছর ধরে হিংসাদীর্ণ মণিপুর? সমস্যা কেন কিছুতেই মিটছে না? গত কয়েক মাস ধরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে মণিপুর। দিন কয়েক আগে ইম্ফল উপত্যকায় হিংসায় নতুন করে জর্জরিত হল রাজ্য। গত দু'বছর ধরে দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে একাধিক গবেষণাপত্র, সবখানেই বারবার তুলে ধরা হচ্ছে জাতিগত ভেদাভেদ এবং হিংসার কথা। কিন্তু যে সহজ প্রশ্নটাকে সকলে উহ্য রাখছেন তা হল, লাগামছাড়া দুর্নীতি। যার প্রভাব পড়েছে মণিপুরের সমাজজীবনে।

গুয়াহাটিতে বসেও কানে আসছে ব্যাপারটা। মণিপুরে বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জোর যার মুলুক তার। অনৈতিকতার সঙ্গে অর্থ আয়ের প্রতিযোগিতা থেকে শুরু। মণিপুরের চিরাচরিত সমস্যাগুলোকে সমাধান না করে পুরো রাজ্যটাতে একটা কর্পোরেটাইজেশন ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহ দেওয়ায় আরও সর্বনাশ হয়েছে। মানে সোজা। সাধারণ মানুষ যাক রসাতলে, উন্নতির সিঁড়িতে চড়ুক সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। আর এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আধিপত্য যে জনগোষ্ঠীর, তারাই সেই লাভের গুড়টা খেয়ে নেবে!

সন্দেহ নেই, এই ধরনের প্রবণতা মণিপুরের জাতিগত ভেদাভেদের একাধিক ইস্যুকে তো আরও কয়েকশো বছরের জন্য জীবিত করে রাখবে, তেমনি এখানকার পরিস্থিতি আরও খারাপ থেকে খারাপতর হবে।

মণিপুরে মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত স্বার্থের লড়াই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আরও তীব্র হয়েছে। কুকিরা বারবার তাঁদের উন্নত জীবন এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে জমির অধিকার নিয়ে সরব। মণিপুরের হিংসার আড়ালে যে প্রশ্নটা বারবার উহ্য থেকে যাচ্ছে তা হল, এখানে বসবাসকারী ভিটেহীন মানুষের কথা। উহ্য থেকে যাচ্ছে জমির অধিকার পাওয়ার মতো ইস্যু।

২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট বলেছিল, মণিপুরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এবার এর সঙ্গে গত ১৪ বছরের আরও কিছু সংখ্যা যদি যোগ হয়, তাহলে এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যায় মণিপুর এই মুহূর্তে শীর্ষে। দ্য মণিপুর ল্যান্ড রেভেনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ অনুযায়ী সেখানে সকলের জন্য জমির কথা বলা হয়েছিল। এত বছরেও সেই কাজ শম্বুকের থেকে ধীরগতিতে এগিয়েছে।

এই অবস্থায় মণিপুরের বিগত সরকার যেভাবে একাধিক জমিকে রিয়েল এস্টেট এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ করেছে, সেখানে জমির অধিকার নিয়ে মানুষের লড়াইয়ে কোনও সুরাহা হয়নি।

গত কয়েক বছরে মণিপুরে পার্বত্য এলাকা এবং উপত্যকায় জনসংখ্যা বাড়ছে হুহু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রবেশ। মণিপুরের সীমান্ত উন্মুক্ত। নিরাপত্তাবাহিনী থাকলেও জঙ্গলের ও পাহাড়ের দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে ঘটছে অনুপ্রবেশ। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার কোনওভাবেই ল্যান্ড সেটলমেন্ট নিয়ে কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপই করেনি। উলটে ফরেস্ট ল্যান্ডে দখলদারি থামাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারীরা। যাদের অধিকাংশটাই কুকি জনজাতি। এরা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সব অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। অরণ্যের জমিতে ফসল ফলিয়েই এদের দিনগুজরান।

সব মিলিয়ে জমি না থাকা মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে মণিপুরে। ফসল উৎপাদনে কম পড়ছে জমি। দেখা দিচ্ছে খাদ্যসংকট। বলতে গেলে গত প্রায় এক দশকে মণিপুরে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন একটা স্থিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেইতেইদের সঙ্গে কুকিদের সশস্ত্র হিংসা। অধিকাংশ জমিতে এখন বাংকার। কোথাও কোথাও জমি ব্যবহার হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে।

সম্প্রতি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মণিপুরে চাষযোগ্য জমি নিয়ে একটা সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ হাজার একর জমিতে এখনও চাষবাস বন্ধ। কারণ, এই সব জমিতে তৈরি হয়েছে বাংকার।

মণিপুরের জনজীবনে মেইতেইরা বরাবরই প্রভাবশালী। জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ মেইতেই। মণিপুরের নিয়ন্ত্রণ বরাবরই মেইতেই জনজাতি ভোগ করে আসছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতি- সর্বক্ষেত্রেই মেইতেইদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। মণিপুরের ষাট আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় মেইতেইদের দখলে ৪০টি আসন। কুকি-নাগাদের দখলে মণিপুরের পার্বত্য এলাকা। মূলত জঙ্গল এলাকাই কুকিদের ঠিকানা। মেইতেইদের সঙ্গে কুকি ও নাগাদের অধিকার রক্ষার লড়াই আজকের নয়, অন্তত ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। স্বাধীনতার পর থেকে এই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে।

দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী কুকি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বারবার মেইতেইরা নানা ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগে সরব হয়েছে। যার মধ্যে জঙ্গল ধ্বংস করা থেকে শুরু করে জঙ্গলের জমিতে মাদকের চাষ, একাধিক ধরনের দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম এবং সীমান্তপারে পাচারে যুক্ত থাকার মতো অভিযোগও রয়েছে। আবার কুকি ও নাগাদের পালটা অভিযোগ মেইতেইদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার বলীয়ানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির।

এই গল্পগুলো গত ২ বছরে সকলেরই মুখস্থ। কিন্তু, বীরেন সিং সরকারের পতনের পর মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। হিংসার বহরটাও কম হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু, এর মধ্যে দিন কয়েক আগে ফের হিংসা। যে রাজ্যে এই মুহূর্তে একাধিক কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারি ফোর্স থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি, সেখানে উত্তেজনা থামানো যাচ্ছে না কেন?

আসলে যা শুনছি, তাতে বীরেন সরকারের পতনের পর থেকেই মেইতেইদের ধারণা হয়েছে, কেন্দ্রের সরকারের দমনপীড়ন তাঁদের ওপরেই বেশি হচ্ছে। সেই তুলনায় কুকিরা নিজেদের বারবার আক্রান্ত বলে সকলের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার ফলে মেইতেইদের এক চরমপন্থী সংগঠন আরামবাই টেঙ্গলের সিনিয়ার নেতা অসীম কানন সিং সহ ৭ জন গ্রেপ্তার হতেই উপত্যকায় হিংসা হয়। আর এই হিংসায় সমর্থন ছিল মেইতেই জনগোষ্ঠীর। সব মিলিয়ে দিশেহারা দশা প্রশাসনের। তারা বুঝে পাচ্ছে না, কী করবে।

পরে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে জানানো হয়, ২০২০ সালের আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের এক মামলায় অসীমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই অসীম একটা সময় মণিপুর পুলিশে হেড কনস্টেবলও ছিলেন। ২০২৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে এক পুলিশ অফিসারকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগও আছে। এরপর খানিকটা হলেও মণিপুরের উপত্যকা এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে।

এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যাটা হল, রাষ্ট্রপতি শাসন বা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মণিপুরের হিংসাকে থামানো যাবে না। এই হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রশাসন ঢিলেমি দিলেই ফের হিংসাদীর্ণ হবে মণিপুর। কারণ এর সমাজজীবনে যে সমস্যাগুলি নিহিত আছে, তার কোনও সুরাহা আজ অবধি বেরোয়নি। এর জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং নিঃস্বার্থভাবে মণিপুরের সব অধিবাসীর জন্য সরকারের কাজ করা। দেখা যাচ্ছে, সরকারে যে জনজাতির প্রতিনিধিত্ব বেশি, তাদের দাপটও বেশি হচ্ছে। এখন সেটা চলতে থাকলে মুশকিল। এই সঙ্গে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং মাদক ব্যবসাকে নির্মূল করতে না পারলে মণিপুরে অস্ত্রের ঝনঝনানি আরও বাড়বে।

মণিপুর এখন মোদি সরকারের কাছে বড় ধাঁধার নাম থেকে যাচ্ছে।

(লেখক গুয়াহাটির বাসিন্দা। সাংবাদিক)

আজ

২০১৪

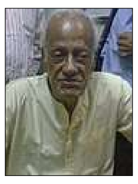

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৮৬

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় কবি অমিয় চক্রবর্তীর।

আলোচিত

অন্ত্যজরা কথা বলতে পারেন কিনা, সেটা আর প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল সমাজ তাদের কথা কি শুনতে চায়? সংবিধান সেই সামাজিক দলিল, যা জাতপাত, দারিদ্র্য ও অবিচারের নির্মম সত্যকে অস্বীকার করে না। গভীর বৈষম্যের দেশে সকলে সমান, এমন ভানও করে না।

- বিচারপতি বিআর গাভাই

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে দলের নেতার জন্য ফুলের মালা নিয়ে গিয়েছিলেন এক কর্মী। সেখানে নেতা সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলেন। শুনে হাসতে দেখা যায় নেতাকে। কিন্তু মালা পরিয়েই তাঁকে সাঁটিয়ে পরপর চড় কষাতে থাকেন ওই কর্মী। হাততালি বন্ধ করে তাঁকে থামাতে যান অন্যরা।

ভাইরাল/২

পশুপ্রেমীর মৃত্যুতে বাঁদরের শোক। মৃতদেহটি খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাঁদর মৃতদেহের পাশে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৃতের মুখে স্নেহচুম্বন দেয়। দেহ চিতায় তোলা হলে বাঁদরটি সেখানেও হাজির। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

রেললাইন ঘুরিয়ে দিলেই হয়

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে অনেক প্রতিবেদন দেখতে পাচ্ছি। জানতে পারছি রাজ্য সরকার রেলকে আরওবি দিচ্ছে না। অপরদিকে, ওখানকার ব্যবসায়ীরা রেল ওভারব্রিজের বিরোধিতা করছেন।

যদি আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল ওভারব্রিজ হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মতে, এই রেললাইনটি যদি সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়, যদি কোচবিহারগামী এই রেলপথটি আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে বের হয়ে ১ নম্বর আসাম গেট হয়ে সলসলাবাড়ির দিকে একই লাইনে নিয়ে গিয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন হয়ে একই লাইনে নিউ বাণেশ্বর অথবা পুরোনো বাণেশ্বর স্টেশন হয়ে নিউ কোচবিহার হয়ে দিনহাটা বা বামনহাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কেমন হয়?

যদি এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অনেক ক'টি দিকে সুবিধা হবে। যেমন- প্রথমত, চারটি রেলগেটের (কোর্ট স্টেশনের সামনের রেলগেট, সুতলিপট্টির রেলগেট, আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সামনের রেলগেট এবং বাবুপাড়ার রেলগেট) আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, এই রেলপথটির জমিতে আরেকটি বড় রাস্তা আলিপুরদুয়ার উপহার পাবে। তৃতীয়ত, পুরোনো রেলব্রিজকে ব্যবহার করে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার একটা নতুন রাস্তা পাওয়া যাবে। চতুর্থত, কোচবিহারের জন্য নতুন রাস্তা যা পরবর্তীতে নতুন চারলেনের রাস্তার সঙ্গে সংযোজিত হলে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা রাস্তার বর্তমান কালজানি ব্রিজে যানজট কম হবে। সর্বোপরি আলিপুরদুয়ার শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে বিশাল ভূমিকা নেবে।

দেবু পালধী
সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

তালতলায় তৈরি হোক পর্যটনকেন্দ্র

তালতলা অনেক রয়েছে। কিন্তু এটি মালদা জেলার আইহো অঞ্চলের চেঁচাইচণ্ডী গ্রামে আইহো-শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামীণ সড়কের দুই ধারে। প্রায় ১ কিমি জুড়ে সারিবদ্ধ অগণিত তাল গাছের সমাহার। এই তালতলায় অনেক দূরদূরান্তের গ্রাম, শহর থেকে নেটিজেনরা ছুটে আসেন একটি সেলফির জন্য, সঙ্গে সময় কাটানোটাও বেশ ভালোই জমে। ইউটিউবের মতো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট ক্রিয়েটররা রিলস, ভ্লগ ও ফোটোগ্রাফাররা ছবি এবং ভিডিও শুট করতে আসেন।

পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক থেকে প্রবীণ লোকেরা নিত্যদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন এই মনোরম পরিবেশে। এককথায় এই তালতলা আট থেকে আশি প্রত্যেকের কাছে আকর্ষণীয়। পর্যটনকেন্দ্রের আদলে এই জায়গাটি সাজিয়ে তুললে আগামীদিনে আরও জনপ্রিয়তা বাড়বে। প্রত্যন্ত গ্রামের ব্যবসায়ীদের রুজিরোজগারের একটি মাধ্যম গড়ে উঠবে এবং আর্থিক দিক থেকে আরও উন্নয়নশীল হবে।

দুর্জয় বর্মন, আইহো, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চুরির অভিধানে কে চোর, কে চৌকিদার

সবুজ চুরি। পুকুর চুরি। মাঠ চুরি। চুরির শেষ নেই। যে গতিতে এসব হারিয়েছে, সেই গতিতে হারিয়েছে আমাদের শৈশব।

নীলাদ্রি দেব

মোবাইলে একটি ক্লিপ দেখলাম। ওর কিওয়ার্ড ধরে একই রকম আরও অজস্র ক্লিপ আসতে শুরু হল। সামাজিক মাধ্যমের প্রতিটি পরিবেশন সময়, মনোযোগ চুরি করছে। পছন্দকে পড়ে নিচ্ছে। পছন্দকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। এই এআই যুগ দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন ইকনমির ওপর। জ্ঞানত অজ্ঞানত এরকম চুরির অংশ আমরা।

গোপনে অন্যের জিনিস আত্মসাৎকে চুরি বলে জানি। এর আওতাভুক্ত সুবিশাল পরিসর আছে। এই প্রবণতা অপরাধ নির্দেশ করে নীতিগত, আইনগতভাবে। শিশু বেড়ে ওঠার সময় থেকেই পারিবারিক পাঠে নির্দিষ্ট করা হয় মূল্যবোধ। ক্রমে চুরিকে চিহ্নিত করতে শিখি আমরা বা এর থেকে দূরত্ব রাখতে।

প্রায় চোখের সামনেই কত সবুজ চুরি হল। জনবিস্ফোরণ, শহর সম্প্রসারণের অজুহাতে বন কেটে চাষের জমি গড়ে উঠল, নগরায়ণ হল। আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর অংশ হলাম। আগে অনেক গ্রামীণ পরিবারে বৃক্ষ জাতীয় গাছের ঘন এলাকা থাকত, একে তাঁরা ফরেস্ট বলতেন। মানে ব্যক্তিগত ফরেস্ট। সেগুলোও ক্রমে ফিকে হয়েছে। কাঠের আসবাব, গৃহশোভা ইত্যাদি ছল ও ছলনা যে হারে গাছ নির্মূল করেছে, পরিবেশ দিবস ও বনমহোৎসবের শৌখিন বৃক্ষরোপণ সে হারে সবুজ ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

পুকুর চুরি। এ-ও এক পরিকল্পিত প্রকল্প। চারপাশ থেকে বুজিয়ে দিতে দিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা গভীরতা কমিয়ে নিয়ে আসা। সময় সাপেক্ষ অথচ নিখুঁতভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ মাটি চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা। আর তার ওপর শৌখিন বসতি নির্মাণ। গত কয়েক দশকে এভাবে হারিয়ে গিয়েছে অজস্র জলা ও জলাশয়।

ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেলে যে বিরাট মাঠে সকালে, দুপুরে, বিকেলে পালা করে ক্রিকেট চলত, আজ সেখানে মাঠ নেই। মাঠ, মাঠের পর নীচু জমি, ওপারের জঙ্গল, সবটা হারিয়েছে। একি চুরি নয়! সময় চুরি করেছে। গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। এই ছবি প্রত্যেক অঞ্চলের। যে গতিতে মাঠ হারিয়েছে, সে গতিতে শৈশব।

শুধু সাদা বা কালো তো নয়, ধূসর দীর্ঘ চরিত্র আমরা বহন করি। এতে চুরি বড় আদিম প্রবণতা। যদিও নিজেরা নিজেদের সেন্সর করতে চেষ্টা করি, নিয়ন্ত্রণ করতে। কিছু পরিবেশ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ দেয়। আর বশ্যতা স্বীকার করলেই অঘটন। শিকার করতে শিখে নিজেরাই শিকার হয়ে উঠি।

চুরি বললেই আমাদের চোখের সামনে সংশোধনাগারের ছবি আসে। মানে শাস্তির। কিছু শাস্তি চোখে দেখা যায়, কিছু যায় না। আজকের সময়ের গতি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে স্বাভাবিক বিচার-বিশ্লেষণ। সমাজের প্রতি স্তরের চুরি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মানিয়ে নিতে শিখে গিয়েছি, বাধ্য করেছে কেউ বা বাধ্য হয়েছি।

সাম্প্রতিক দুটো ঘটনা যেন সমান্তরালে বয়ে গেল শিরদাঁড়া বরাবর। একদিকে, একটি পডকাস্টে দেশ থেকে ফেরার এক শিল্পপতি চুরিকে ঢাকতে চাইছেন রংবেরংয়ের পোশাকে। অন্যদিকে, সামান্য কিছুদিন আগেই একটি শিশু লিখে রেখে গিয়েছিল ওর নাম, রোল নম্বর। আর সামান্য চিপসের প্যাকেটের জন্য সেই শিশুটিকে হারিয়েছিলাম আমরা।

কতটা প্রতীক চুরি শব্দটি! বিবর্তনের সঙ্গে জটিল হতে থাকা, সহজের থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, যোগাযোগের সাঁকো শীর্ণকায় হয়ে ওঠা কিংবা আমাদের স্বীকারোক্তির বাক্সটা হারিয়ে ফেলা... মনে হয় সুতোয় গিঁট লাগছে। অনেক সময় গিঁট খোলার পথ আমাদের হাতে থাকে না।

(লেখক সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৪

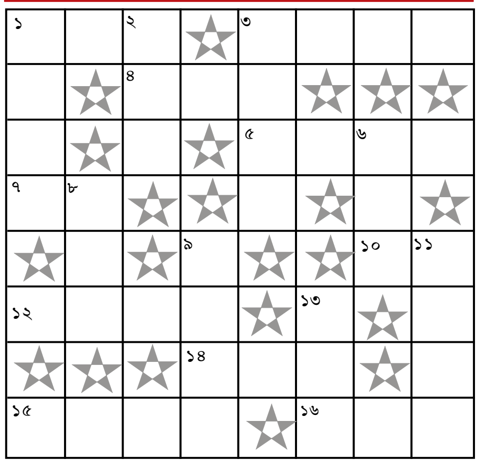

পাশাপাশি : ১। ঝগড়া, বিবাদ বা বিতর্ক ৩। নবরত্ন সভার এক রত্ন ৪। আব্দুল করিম খানের প্রতিষ্ঠিত সংগীতের ঘরানা ৫। গায়েগতরে শক্তিশালী ৭। মা যার বোন ১০। হালকা বা ভারহীন ১২। অবমাননা, অনাদর ১৪। মাঠে যে গোরু চরায় ১৫। পরিশ্রমে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত ১৬। লঙ্কার রাবণ যাদের রাজা ছিলেন।

উপর-নীচ : ১। বিক্রির চুক্তিপত্র ২। বাড়ির ঠিকানা ৩। দুজনের মধ্যে খুব মনের মিল ৬। মেঘ ও বৃষ্টি ৮। জানা, ধারণা বা টের পাওয়া ৯। আহারের অন্ন বা পেটের ভাত ১১। বিছানা ছাড়ার পরও ঘোর কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ, পেরেকও হতে পারে।

সমাধান ■ ৪১৬৩

পাশাপাশি : ২। ভূমিকম্প ৫। বাহিত ৬। পাটলিপুত্র ৮। গড় ৯। চিন ১১। জিয়নকাঠি ১৩। কয়লা ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। ভূত ৩। কপট ৪। কলত্র ৬। পাড় ৭। লিখন ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অপলাপ ১১। জিঞ্জির ১২। কাঙাল ১৩। কঙ্ক।

বিন্দুবিসর্গ

এসির তাপমাত্রায় রাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : গরমে গলদঘর্ম হয়ে ঘরে ঢুকেই এসি-র কাঁটা ১৬-এ নামিয়ে দেওয়া দস্তুর আরামপ্রিয় শহুরেদের। কিন্তু সেই সুখের দিন শেষ। বাতানুকূল যন্ত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সীমা এবার বেঁধে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন, ইচ্ছামতো আর এসির তাপমাত্রা কমানো বা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শীঘ্রই এসির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় রাশ টানা হবে। ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে এসিকে। এ ব্যাপারে জারি হবে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও।

কেন্দ্রের এ হেন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এর ফলে শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ই নয়, জনস্বাস্থ্যেরও উপকার হতে পারে। চিকিৎসক সুরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, '২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত। এই সীমা নিরাপদ ও আরামদায়ক। বাইরে ও ভিতরের তাপমাত্রার ব্যবধান যত কম হবে, শরীর তত ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।' চিকিৎসক প্রশান্ত সিনহা বলেন, 'অনেকেই না বুঝে এসি ১৬ বা ১৮ ডিগ্রি করে দেন, যা বাইরে থেকে এসে ভালো লাগলেও দীর্ঘমেয়াদে শরীরের ক্ষতি করে।'

কেন্দ্রের প্রাথমিক ভাবনা অনুযায়ী, বাতানুকূল যন্ত্রের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে এবং ২৮ ডিগ্রির ওপরে রাখা যাবে না। এ নিয়ম বাড়ি থেকে অফিস সর্বত্রই চালু হবে।

সাধারণত এসির তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রি পর্যন্ত নামানো যায়। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়ানো যায় ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে বিষয়টি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়। তিনি শুধু বলেছেন, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। অন্য কারণ হল, বিদ্যুতের সাশ্রয়।

অবশ্য বিদ্যুৎ বাঁচাতে এসির 'স্ট্যান্ডার্ড' তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রিতেই রাখতে বলা হয় ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)-র তরফে। ২০২০ সালে এই বিষয়ে একটি প্রত্যাদেশ দিয়েছিল বিইই। বিইই জানিয়েছিল, বিদ্যুতের সর্বাধিক সাশ্রয়ের জন্য ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকা উচিত এসির তাপমাত্রা। তার যত নীচে তাপমাত্রা নামানো হবে, ততই বিদ্যুৎ খরচ বেশি হবে। প্রতি এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচে। সেক্ষেত্রে ১৭-১৮ ডিগ্রির বদলে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসি চললে অন্তত ৩৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচবে। সেই হিসাবে ভারতে বছরে ১০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। এতে যেমন বিদ্যুৎ বাঁচবে, তেমনই কার্বন নিঃসরণও হবে কম। ফলে পরিবেশ দূষণ কম হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার লক্ষ্যে ভাবনা

- কেন্দ্র চাইছে এসি-র সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে। এ বিষয়ে শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার।
- বিশেষজ্ঞদের মতে, ২২-২৪ ডিগ্রির মধ্যেই এসি-র তাপমাত্রা থাকা উচিত।
- ব্যুরো অফ এনার্জি এফিশিয়েন্সি (বিইই)-র পরামর্শ, এসির ডিফল্ট তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি রাখা উচিত। এতে স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ ও গ্রিডের ওপর চাপও কমে।
- বর্তমানে এসির তাপমাত্রার পরিসীমা ১৬ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভূস্বর্গে আপনাদের স্বাগত... ডাল লেকে শিকারায় পোস্টার। বুধবার শ্রীনগরে।

খুন কবুল সোনমের, দূরে সরল পরিবারও

শিলং ও ইন্দোর, ১১ জুন : বিয়ের ঠিক একমাস পর সোনম রঘুবংশী স্বীকার করলেন, মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে তিনিই খুন করিয়েছেন স্বামী রাজা রঘুবংশীকে। পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখেই কবুল করেছেন চক্রান্তের কথা।

তবে ভারতীয় আইনে পুলিশের সামনে দেওয়া স্বীকারোক্তি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সোনমের স্বীকারোক্তির বয়ান রেকর্ড করতে হবে তদন্তকারীদের।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীকে কীভাবে খুন করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও ইতিমধ্যে সামনে এসেছে।

মেঘালয়ে ঘুরতে গিয়ে রাজা খুন হন। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সোনম এবং আরও চার তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজা খুনের সময় সোনম নীরবে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেও জানিয়েছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং প্রেমঘটিত টানাপোড়েনের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) জানিয়েছে, ইন্দোর থেকে তিনজন ভাড়াটে খুনি—আকাশ, আনন্দ ও বিকাশ পর্যায়ক্রমে শিলং পৌঁছোয়, যাতে কারও সন্দেহ না হয়। সিসিটিভি ফুটেজ, ট্রেনের টিকিট ও আধার কার্ডের ফোটোকপি দিয়ে তাদের গতিবিধি নিশ্চিত করে পুলিশ।

২৩ মে রাজা-সোনম দম্পতির সঙ্গে ট্রেকিংয়ে যায় তিনজন খুনি পর্যটকের ছদ্মবেশে। স্থানীয় গাইড অ্যালবার্ট পরে জানান, তিনি তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দিলেও তারা তাতে রাজি হয়নি। বরং পর্যটকদের ভিড় এড়াতে একটি দুর্গম পথ বেছে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেক চলাকালীন সোনম ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়েন এবং ঠিক তখনই চিৎকার করে বলেন, 'মেরে দে!' এটাই ছিল হত্যার সংকেত। এরপর এক খুনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাজার ওপর হামলা চালায়। বাকি দুজনও তাঁর মাথা ও শরীরে আঘাত করে। এরপর রাজার দেহ একটি গভীর গিরিখাদে ফেলে দেওয়া হয়। সোনম হত্যাকারীদের সঙ্গে মিলে দেহ গোপন করা ও প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করেন বলে অভিযোগ।

হত্যার পর সোনম শিলং শহরে ফিরে আসেন, সেখান থেকে গুয়াহাটি হয়ে ট্রেনে ইন্দোর ফেরেন। খুনিরা আলাদা আলাদা পথে পালিয়ে মধ্যপ্রদেশে ফিরে যায়।

মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসাং জানিয়েছেন, এই মামলায় জড়িত চার অভিযুক্ত আকাশ রাজপুত (১৯), বিশাল সিং চৌহান (২২), রাজ সিং কুশওয়াহা (২১) এবং আনন্দ কুর্মি—সকলেই হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। রাজা রঘুবংশীর মৃতদেহ উদ্ধারের প্রায় দু'সপ্তাহ পর চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন তাঁর স্ত্রী সোনমের ভাই গোবিন্দ। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে আমার দিদিই এই খুন করেছে।' গোবিন্দ জানান, 'এই মামলার সব অভিযুক্তই রাজ কুশওয়াহার পরিচিত। আমরা সোনমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। রাজাভাইয়ের পরিবারের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং দোষী যে-ই হোক, তার কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি। রাজার পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি।'

ভিনধর্মে বিয়ের জেরে জেল, পরে জামিন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : 'যব মিয়াঁ-বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি'।

অতি পরিচিত এই লোককথাটি এবার উত্তরাখণ্ড সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ভিনধর্মে বিয়ে করে কারাবাসের ঘটনায় অভিযুক্ত মুসলিম তরুণের জামিন মঞ্জুর করে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে তিরস্কার করল সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'পাত্র-পাত্রী দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। উভয়ের পরিবারের উপস্থিতিতেই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দুই পরিবারই পাত্র-পাত্রীর ধর্ম সম্পর্কে জানত। নিজেদের বাবা, মা, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা মেনে ওই তরুণী ও অভিযুক্ত মুসলিম তরুণ যখন একত্রে বাস করছেন, তখন রাষ্ট্র সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।' অভিযুক্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর থানায় পাত্রীপক্ষের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং কিছু সংগঠনের তরফে দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযুক্ত আমন সিদ্দিকী ওরফে আমন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরাখণ্ড ধর্মের স্বাধীনতা আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়। জামিন চেয়ে প্রথমে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আমন সিদ্দিকী। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেনি। ফলে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে কারাবন্দি আমন সিদ্দিকী। তাঁর আইনজীবী শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, ওই দম্পতি দেখাশোনা করেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই কিছু লোক এবং সংগঠন ওই সম্পর্কে আপত্তি তোলে।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ৭৮তম জন্মদিবসে ৭৮ কেজির লাড্ডু কাটতে তলোয়ার উপহার ভক্তদের।

পহলগাম

মোদিকে প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : অপারেশন সিঁদুর সফল বলে বারবার দাবি করেছে কেন্দ্র। বিদেশ থেকে ফিরে আসা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দৌত্যের সাধুবাদও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অবস্থায় পহলগাম পরবর্তী পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের কৌশল কী হতে চলেছে, তা জানতে চাইল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রের সুরক্ষা এবং বিদেশনীতির চ্যালেঞ্জগুলি কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে তারা। কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চারটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি। যে প্রতিনিধি দলগুলিকে বিদেশে দৌত্য করতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেখা করেছেন। এবার কি উনি সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন? বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে উনি কি কথা বলবেন?' রমেশের প্রশ্ন, 'ইন্ডিয়া জোট বারবার সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া হয়নি। ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সরকার কি বাদল অধিবেশনে সংসদে দু-দিন ধরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে?'

কার্গিল যুদ্ধের পর বর্তমান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বাবা কে সুব্রহ্মণিয়ামের নেতৃত্বে কার্গিল রিভিউ কমিটি গঠন করেছিল তৎকালীন বাজপেয়ী সরকার। সেই রিপোর্ট সংসদে পেশও করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে রমেশের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার কি কার্গিল রিপোর্টের ধাঁচে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনও কমিটি গঠন করবে এবং তার রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হবে?'

নমো-কণ্ঠ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : তাঁর ভক্ত যেমন হিন্দুরা, তেমনই মুসলিমরা। মরমি কবি ও সন্ত কবীর দাসের জন্মবার্ষিকীতে বুধবার শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্তা, যাবতীয় কুসংস্কার দূর করতে কবীরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। কবীরকে নিয়ে একটি ভিডিও মন্তাজে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তিনি। তাতে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পোস্টে কবীরের একাধিক ও কবীরের প্রতি মোদির শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি রয়েছে। চলতি বছরে বিহার বিধানসভার ভোট। তারপর অসম, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। তার আগে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতে মোদির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ।

জীবনরেখা হল সংবিধান : গাভাই

লন্ডন, ১১ জুন : জাতপাতের নির্মম সত্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তুলে ধরলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর সাফ কথা, যে সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথা কখনও শোনাও যেত না তাঁদের হৃদস্পন্দনও সংবিধানে শোনা যায়। বক্তৃতার সূচনা করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।'

সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে অষ্টাদশ লোকসভায় পথ চলা শুরু করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সংবিধানের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হচ্ছে বলেও বারবার অভিযোগ করেন তাঁরা। এবার সংবিধানকে দেশের নাগরিকদের জীবনরেখা বলে মন্তব্য করে তার শক্তি স্মরণ করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'অক্সফোর্ড ইউনিয়নে আজ আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি, ভারতের সবথেকে প্রান্তিক নাগরিকদের কাছে সংবিধান শুধুমাত্র একটি আইনের সনদ কিংবা রাজনৈতিক কাঠামো নয়। এটি একটি ভাবধারা, জীবনরেখা, নিঃশব্দ বিপ্লব যা কালি দিয়ে লেখা আছে। পুরসভার স্কুল থেকে দেশের প্রধান বিচারপতির দপ্তর পর্যন্ত এটি আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছিল।' গাভাইয়ের মতে, 'সংবিধান দেশের জনগণকে তাঁদের অধিকারের কথা জানিয়েছে। তাঁরা যাতে নিজেদের কথা বলতে পারেন।'

> বহু দশক আগে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হত। তাঁদের বলা হত অপবিত্র। তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই বলে জানানো হত। তাঁদের নিজেদের কথাটুকু বলতেও বাধা দেওয়া হত। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষেরই একজন দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছেন।
>
> **বিআর গাভাই,** *প্রধান বিচারপতি*

সিদ্দাকে ক্লিনচিট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্টের ঘটনাকে নিছকই একটি দুর্ঘটনা বলে দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সরকারকে ক্লিনচিট দিয়ে কুম্ভমেলার সময় এবং করোনাকালে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে ১১ জন পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। সেই ঘটনায় বিজেপি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। তা খণ্ডন করতে গিয়ে খাড়গের পালটা বক্তব্য, 'কুম্ভমেলায়

পদপিষ্টের ঘটনায় কেউ কি পদত্যাগ করেছিলেন? আমি বেশি কথা বলি না। কিন্তু কুম্ভে লক্ষাধিক মানুষ স্নান করেছিলেন। গঙ্গায় বহু মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। সেইসময় কি যোগী পদত্যাগ করেছিলেন? এই ঘটনায় (বেঙ্গালুরু পদপিষ্ট) নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তবে আমাদের নেতারা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।' সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমার দিল্লি এসে খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখাও করেছেন।

সিদ্দিকী খুনের চক্রী ধৃত

মুম্বই, ১১ জুন : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকী খুনের মূল চক্রী বলে অভিযুক্ত জিশান আখতার ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার কানাডায় তাকে আটক করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বাবা সিদ্দিকী খুন হন ২০২৪-এর ১২ অক্টোবর। মুম্বইয়ে তাঁর ছেলের অফিসের সামনে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করেছিল। ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিল জিশান।

লন্ডনে বিক্ষোভের মুখে ইউনূস

লন্ডন, ১১ জুন : ব্রিটেন সফরে গিয়ে আওয়ামি লিগের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুহাম্মদ ইউনূস। লন্ডনে ডরচেস্টার হোটেলে উঠেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। মঙ্গলবার সেই হোটেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ দেখান আওয়ামি লিগের প্রবাসী কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের প্রাক্তন সাংসদ রণজিৎ সরকার, হবিগঞ্জ-৩ আসনের প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ আবু জাহির ও সিলেট মহানগর আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিধানকুমার সরকার।

পালাবদলের পর আওয়ামি লিগের বহু নেতা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রণজিৎ সরকার, মহম্মদ আবু জাহিররা রয়েছেন লন্ডনে। এদিন বিক্ষোভের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ হলেও ব্রিটেনে শেখ হাসিনার দলের প্রভাব কতটা, ডরচেস্টার হোটেলের বাইরের ভিড় থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। ইউনূসের কুশপুতুলে মালা পরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। একটি ডাস্টবিনে প্রধান উপদেষ্টা এবং তাঁর প্রেস সচিব শফিকুর আলমের ছবি লাগিয়ে দেন তাঁরা। বাংলাদেশ রাজাকার ও জামায়াতের দখলে চলে গিয়েছে বলে কালো পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। সোমবার লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ইউনূসকে স্বাগত জানাতে যাননি ব্রিটিশ সরকারের কোনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ইউনূসের বৈঠকের কথা জানানো হলেও ব্রিটিশ সরকার সরকারিভাবে কিছু জানায়নি। বুধবার ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জনাথন পাওয়েল।

মোদি সাক্ষাতে করোনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে করোনা সংক্রামিত রোগীর খোঁজ মিলছে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে করোনায়। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

একটি সূত্রের খবর, করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। এহেন শর্তে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা ছড়িয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সহ প্রায় ৭০ জন বিজেপি নেতানেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের আগে প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করানো হয়। শুধু সাক্ষাৎ-প্রার্থীরাই নন, যে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন তাঁদেরও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০৬ জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। কেরলে একদিনে ১৭০ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। গুজরাটে নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন ১১৪ জন।

জানলা-রাস্তায় সৌরবিদ্যুৎ

আমস্টারডাম, ১১ জুন : শক্তি সংকটের আবহে পরিবেশবান্ধব শক্তির সন্ধানে বিশ্বজুড়ে চলছে নানা ধরনের উদ্ভাবনী চেষ্টা। সেই ধারাতেই এশিয়া এবং ইউরোপের দুটি দেশের তৈরি প্রযুক্তি সম্প্রতি আলোড়ন তুলেছে।

নেদারল্যান্ডসের উটরেখটের কাছে একটি শহরে একটুকরো রাস্তাকেই পুরোদস্তুর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে! প্রকল্পের নাম সোলারোড। এই রাস্তা শক্ত কাচের তৈরি। রাস্তার নীচে বসানো হয়েছে সৌরকোষ। পথচারী বা সাইকেল আরোহীরা যখন এই রাস্তায় চলাফেরা করেন, তখন প্যানেলগুলি সূর্যের আলো শুষে তা বিদ্যুতে বদলে দেয়। তারপর তা সরবরাহ করা হয় গ্রিডে।

একটি ছোট ডাচ পরিবারের সারা বছরে যতটা বিদ্যুতের প্রয়োজন (মোটামুটি ৩ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা) হয়, তার দ্বিগুণেরও বেশি (৯,৮০০ কেডব্লিউএইচ) বিদ্যুৎ মাত্র ছ'মাসেই মিলেছে ওই

একটুকরো সোলারোড থেকে। তাও আবার এই বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে শুধু বাইক চালিয়েই! তাছাড়া এই সৌরপ্যানেলগুলি সব ধরনের আবহাওয়ায় কাজ করতে পারে। তাই চাইলে যে কোনও দেশই কাজে লাগাতে পারে এই প্রযুক্তিকে।

নেদারল্যান্ডসে ফাঁকা জমি প্রায় নেই। সৌরফার্ম গড়তে ভরসা কেবল রাস্তা আর পার্কিং লট। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন জানলার কাচের মতো স্বচ্ছ প্রায় অদৃশ্য সৌরপ্যানেল। 'স্বচ্ছ সৌরপ্যানেলগুলি জানলার কাচে বসানো যাবে, যা আলো আটকে না রেখেও ত বিদ্যুৎ তৈরি করবে।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে আমাদের বাড়িঘর, অফিস বা বহুতল ভবনগুলিতে।

বিদেশি শত্রু মুক্ত করার ডাক ট্রাম্পের

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুন : সরকারের অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় টানা পঞ্চম দিন উত্তাল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। বুধবারও শহরের নানা জায়গায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। জারি করা হয়েছে কার্ফিউ। বিক্ষোভকারীদের দেখা মাত্র গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। তারপরেও প্রতিবাদ থামছে না। বরং লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলি এলাকায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে। এদিকে বিক্ষোভকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, শহরের নিয়ন্ত্রণ অভিবাসীদের হাতে চলে গিয়েছে। আন্দোলন ঠেকাতে সেনা শাসন জারি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তিনি।

এদিন উত্তর ক্যারোলিনায় মার্কিন সেনার এক ঘাঁটি পরিদর্শন করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি তৈরি হবে ভেবে আমাদের সেনারা বিদেশে গিয়ে নিজেদের রক্ত দেননি। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস। বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে। গোটা এলাকা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই। এটি আবার নিরাপদ জায়গায় পরিণত হবে।'

কয়েক হাজার পুলিশকর্মীর পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪ হাজার ন্যাশনাল গার্ড এবং ৭০০ মেরিন কমান্ডো মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। এজন্য ১৩৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে পেন্টাগনের তরফে জানানো হয়েছে। অশান্তি না থামলে শহরে সেনা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে ট্রাম্প সরকার যেভাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভ দমন করতে চাইছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। তাঁদের মতে, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়বে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নিউসাম জানান, তাঁকে না জানিয়েই লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা শাসনের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প।

এদিন শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করলেও সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ প্রধান জিম ম্যাগডোনেল। তিনি বলেন, '২৩টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বহু গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জনতা। আমরা কারও কণ্ঠরুদ্ধ করতে ধরপাকড় চালাচ্ছি না। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

প্রেসিডেন্ট বার্তা

- ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ আমেরিকার শান্তি ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী
- আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস
- বিক্ষোভকারীদের হাতে বিদেশি পতাকা দেখা যাচ্ছে
- এলাকাটা এখন আন্তর্জাতিক গ্যাং এবং সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে
- শহরকে আমরা বিদেশি শত্রুমুক্ত করবই

দুঃখিত বলে চর্চায় মাস্ক

ওয়াশিংটন, ১১ জুন : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে ইতি টানার বার্তা দিলেন এলন মাস্ক। বুধবার এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে করা কিছু পোস্টের জন্য আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে।' দিনকয়েক আগে ট্রাম্পের বিশেষ উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মাস্ক। তারপর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দেগেছেন টেসলা, স্পেসএক্স কর্তা। ট্রাম্পের একটি আর্থিক বিল নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। পালটা মাস্কের একটি সংস্থাকে সরকারি অনুদান বন্ধ এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। মাস্ক ডেমোক্র্যাটদের আর্থিক সাহায্য করলে তার ফল মারাত্মক হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের সাম্প্রতিক বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

উদ্বোধনের পর নাককাটিগাছের তৃণমূল কার্যালয়।

কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে তর্জা তৃণমূলের অন্দরেই

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১১ জুন : দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সংগঠন বনাম মাদার কমিটির কাজিয়া তুঙ্গে পৌঁছোল নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতে। বুধবার এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন তৃণমূলের ওই অঞ্চলের যুব সভাপতি মোস্তাফা আহমেদ। তাঁর দাবি, দলীয় সংগঠনের নবীন ও প্রবীণদের অন্ধকারে রেখে সমস্ত কাজ করা হয়েছে। বিশেষ করে যুব সংগঠনকে কিছু না জানিয়েই নাককাটিগাছ অঞ্চল কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। অন্যদিকে, দলের অঞ্চল সভাপতি পিন্টু হোসেন যুব সভাপতির বিরুদ্ধেই তোপ দেগে জানিয়েছেন, যুব সভাপতি লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রচারে অংশ না নিয়ে বসে বসে জল মাপছিলেন।

নাককাটিগাছ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বুধবার বড়ইতলা এলাকায় অঞ্চলের দলীয় কার্যালয়টি উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। এদিন কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ জেলা ও ব্লকের একঝাঁক নেতা-নেত্রী। এমন দিনেই নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের অন্দরে যুব বনাম মাদার কমিটির এমন কোন্দল স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আশায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছেন জেলার শাসকদলের শীর্ষ নেতারা। কার্যালয় উদ্বোধন প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওই অঞ্চলের তৃণমূলের যুব সভাপতি মোস্তাফা লেখেন, নাককাটিগাছ অঞ্চলের সংগঠনের নবীন ও প্রবীণদের কিছু না জানিয়ে বিশেষ করে সংগঠনের মেরুদণ্ড যুবদের অন্ধকারে রেখে অঞ্চল কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। তাঁর প্রশ্ন, তাতে দলীয় সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে কি?

তিনি আরও বললেন, 'সকলের পরিশ্রমে কার্যালয়টি তৈরি হয়েছে। দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছি। প্রয়োজনে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু অঞ্চল সভাপতি দলে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। যুব সংগঠন তো বটেই জেলার প্রবীণ নেতৃত্ব

যুব সভাপতি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে উগরে দিলেন ক্ষোভ

এমনকি প্রাক্তন প্রধানকেও এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।' যদিও তাঁর এই বক্তব্যের পালটা দিতে ছাড়েননি অঞ্চল সভাপতি পিন্টু। তাঁর কথায়, 'কার্যালয়ের উদ্বোধনে প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধানের বাড়িতে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। এমনকি শুধু উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্যই নয়, প্রস্তুতি বৈঠকে থাকার জন্যও যুব সভাপতিকে ফোনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি আসেননি।' অন্যদিকে, নাককাটিগাছ অঞ্চলের দলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শচীন্দ্রনাথ বর্মন জানিয়েছেন, এবার দলীয় তরফে তিনি আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু দলীয় অন্যান্য কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকা হয় না তাই তিনি কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও আসেননি।

৫০ টাকা না পেয়ে 'অভিমান'

বালুরঘাট, ১১ জুন : 'টাকা নিয়েই থাকো মা, আমি ঘুমালাম' এই বলে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন ছেলে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে মা দেখলেন ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর এলাকায়। পরিবারের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে ওই তরুণকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি ওই তরুণের নাম জয় সূত্রধর (২০)। বুধবার বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

গতকাল রাতে খেতে বসে ওই তরুণ তার মায়ের কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল। মাঝেমধ্যেই এমন টাকা চাওয়ায় তাঁর মা ভেবেছিলেন হয়তো ছেলে ইয়ার্কি করছে। তাই মা বলেন, কাল কাজে গেলে ৫০ টাকা দেবে। খাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে ঘুমোতে যান। সেই সময় ছেলে তাঁর মাকে বলেন, 'তুমি টাকা নিয়েই থাকো। আমি ঘুমালাম।' ঘরে যাওয়ার পর মায়ের মনে খটকা লাগে, কেন ছেলে এমন করে বলল। এরপরই ছেলের ঘরে যান তিনি। গিয়ে দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকারে পরিবারের অন্যরা দৌড়ে আসেন। শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে দেখে দ্রুত তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়রা দুই ভাই ও এক বোন। দাদা ও বোনের বিয়ে হয়েছে। সে কাঠমিস্ত্রির কাজ করলেও অলস প্রকৃতির ছিলেন। রোজ কাজে যেতেন না। তাই হাতখরচের জন্য বাবা-মা ও পাশেই থাকা মামার কাছে টাকা চাইতেন। টাকা না দিলে এর আগেও আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন জয়। তাই টাকাপয়সা চাইলে দিয়েও দিতেন সকলে। গতকালও খেতে বসে টাকা চেয়েছিলেন জয়। তাঁর কাছে ১০০ টাকা ছিলই। আর ৫০ টাকা হলে তার পছন্দের খাবার কিনবেন বলে জানিয়েছিলেন।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতে নজর

জমি দখলে অভিযুক্ত পদ্ম নেতা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১১ জুন : নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থান বেঙ্গাইজোতে ফের সরকারি জায়গা দখল করে একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দিকে। বিশেষ করে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। বাদ যায়নি সরকারি কৃষিনালাও। অভিযোগ, খোদ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অনুমতিতে এসব অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড়ে রাস্তার পাশে একের পর এক বহুতল নির্মাণ চলছে। যদিও এলাকা পরিদর্শন করে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা।

এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ভানু বর্মনের অভিযোগ, 'স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মদতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে হাতবদল করা হচ্ছে এসব জায়গা। তাদের ইশারায় গড়ে উঠেছে এইসব অবৈধ নির্মাণ।' যদিও স্থানীয় বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির শৈলেন রায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বেঙ্গাইজোতে অধিকাংশ জায়গা পূর্ত দপ্তর এবং রেলের। যাঁরা বসতি স্থাপন করে আছেন তাঁরা ৩০ বছর ধরে রয়েছেন। নতুন করে কোনও জায়গা দখল হচ্ছে না।'

দখল হওয়া জায়গায় পড়ে নির্মাণসামগ্রী। -সংবাদচিত্র

নকশালবাড়ি বাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড় বাজার। নকশালবাড়ি বাজারের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে এই বাজার। যার অধিকাংশ এলাকা পূর্ত দপ্তর, রেল এবং বাতারিয়া নদীর চর। বেঙ্গাইজোতে বাতারিয়া নদী থেকে একটি কৃষিনালা রাস্তার পাশ দিয়ে সরাসরি ঢাকনাজোতের দিকে চলে গিয়েছে। ওই কৃষিনালার পাশেই পূর্ত দপ্তরের রাস্তা, তারপরে রেলের জায়গা রয়েছে। সব জায়গা বর্তমানে দখলের পথে। চলছে একের পর এক বহুতল নির্মাণ। নকশালবাড়ি বাজার থেকে বেঙ্গাইজোত হয়ে পূর্ত দপ্তরের এই রাস্তা সরাসরি খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে যুক্ত হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর বিকল্প হিসেবে এই রাস্তাটি ব্যবহার করা হয়। তাই ২৪ ঘণ্টায় ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ওই এলাকায়। রাস্তার দুই ধারে কংক্রিটের নির্মাণ করায় সমস্যা বাড়ছে। আয়তনে ছোট হচ্ছে রাস্তা। সবকিছু জেনেও প্রশাসন নিশ্চুপ। কিছুদিন আগে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা জায়গা দখল নিয়ে সরব হয়েছেন। নকশালবাড়িতে নতুন করে যাতে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল না হয় সেজন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও দখল বন্ধ হয়নি। সেখানে দোকানপাট, বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তালতলা থেকে ফুটানি মোড় পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তাটি পুরোটাই দু'দিক দিয়ে দখল হয়ে গিয়েছে। আগে এসব জায়গা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, কংক্রিট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে ওই সরকারি জায়গাগুলি। শুধু তাই নয়, মাটি ফেলে জমিগুলি সমতল করা হয়েছে। দেওয়াল ঘেরা জায়গায় চলছে নির্মাণ বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণ সিংহ বলেন, 'রাস্তার দু'ধারে একের পর এক বিল্ডিং গড়ে উঠছে। সবকিছু জেনেও চুপ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।'

সরব তৃণমূল

- বেঙ্গাইজোতে ফের সরকারি জায়গা দখল করে একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ
- প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস
- তালতলা থেকে ফুটানি মোড় পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তাটি পুরোটাই দু'দিক দিয়ে দখল হয়ে গিয়েছে
- খোদ এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অনমুতিতে এসব অবৈধ দোকানপাট গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ

জাল নম্বর প্লেটে আটক মালিক

জলপাইগুড়ি, ১১ জুন : বাড়ির গ্যারাজে গাড়ি। আর ঠিক তখনই মোবাইলে মেসেজ দেখে আঁতকে ওঠেন জলপাইগুড়ি শহরের এক ব্যক্তি। মেসেজে লেখা, কোচবিহার শহরে ট্রাফিক নিয়ম না মানায় তাঁর গাড়িকে জরিমানা করা হয়েছে। কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না সেই ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি শহরের ওই বাসিন্দা শেষপর্যন্ত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিজের গাড়ির তথ্য সমেত পুরো বিষয়টি জানিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সপ্তাহখানেক আগে।

মঙ্গলবার হঠাৎ অভিযোগকারীর চোখে পড়ে, তাঁর গাড়ির নম্বরের আরেকটি গাড়ি বেগুনটারি এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশকে খবর দিতেই দ্বিতীয় গাড়িটি সহ তার চালককে আটক করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বুধবার ওই ব্যক্তিকে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেয় জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত।

দাবিতে সরব

ঘোকসাডাঙ্গা ও দেওয়ানহাট, ১১ জুন : বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা স্টেশনে স্টেশন সুপারের সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছু সংগঠনের প্রতিনিধিরা ট্রেনের স্টপ, ঘোকসাডাঙ্গা রেলগেটে ফ্লাইওভার তৈরি সহ নানা দাবি রেল কর্তৃপক্ষকে জানায়। এদিকে, দেওয়ানহাট স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের স্টপের দাবিতে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই বুধবার সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দিল।

নদীপাড়ের শৈশব।।

কোচবিহার শহর সংলগ্ন তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

বেহাল ট্রেনকে ফিট সার্টিফিকেট

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুন : বেহাল ট্রেনের কামরাকে ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে সাসপেন্ড হলেন তিন রেলকর্মী। ওই ট্রেনটিতে বিএসএফ জওয়ানদের আগরতলা থেকে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল। ত্রিপুরার সমস্তীপুর থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন হয়ে সেটি যাত্রা করছিল। তবে ট্রেনের দুটি কামরা একেবারেই বেহাল অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। এছাড়াও আবর্জনাতেও ভরা ছিল সেগুলি। তা সত্ত্বেও সেটি ফিট সার্টিফিকেট পায়। তবে এক জওয়ান ট্রেনের বেহাল ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। সঙ্গে সঙ্গে তা ভাইরাল হয়। বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের নজরেও আসে। তারপরেই জওয়ানদের জন্য নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। সবকিছু জেনেও ট্রেনটিকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তিন রেলকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বিএসএফ জওয়ানদের জন্য নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া রেলকর্মীদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

বাড়ছে রহস্য

প্রথম পাতার পর

জানতে চেয়েছি তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবেন কি না বা পরীক্ষা দেবেন কি না। যদি ফিরে আসেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে হাজির হতে হবে সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত শানের ভারতীয় সিম কার্ড চালু ছিল। শান তলে তলে অন্য কোনও পরিকল্পনা করছেন কি না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির লেকটাউন এলাকায় শানের একাধিক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। মাস কমিউনিকেশন বিভাগে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে শহরের তিনবাত্তি বা জলপাই মোড় এলাকায় শানের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটও নাকি রয়েছে। ওই বাংলাদেশি তরুণকে নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে ক্যাম্পাসে। তবে এতসবের পরেও এখনও পর্যন্ত বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রশাসন বা পুলিশকে জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উচ্চশিক্ষা দপ্তরেও চিঠি দিয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়নি। কেন হল না সেই প্রশ্নের সদুত্তর মিলছে না।

পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ ডিনের তত্ত্বাবধানে থাকার কথা। অথচ কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি, তিনি বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। সব জানার পরও তাহলে কেন বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হচ্ছে না, কেনই বা আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে না কর্তৃপক্ষ, স্পষ্ট করে তার কোনও উত্তর দেননি মহেন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তব্য, 'আইনজীবীর পরামর্শ অনুয়ায়ী আপাতত আমরা পুলিশকে কিছু জানাচ্ছি না। তবে বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। যাতে একটি কমিটি গঠন করে তদন্তের ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।'

কীভাবে একজন বাংলাদেশি ছাত্রের বাড়বাড়ন্ত হল তা নিয়েই চর্চা চলছে ক্যাম্পাসে। সূত্রের খবর, মাস কমিউনিকেশন বিভাগের এক শিক্ষকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শান। সেই শিক্ষকের প্রশ্রয়েই ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভাগে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন তিনি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফোটোগ্রাফার হিসেবে যেতেন শান। শানকে সামনে আনার জন্য পরিকল্পনা করে বিভাগের অন্য গেস্ট ফ্যাকাল্টিদেরও সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ভারতে শানের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অবগত বলেই জানিয়েছেন মাস কমিউনিকেশন বিভাগের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। ওই শিক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বাংলাদেশি ছাত্রকে শিক্ষক বানিয়ে দেওয়ার খবর শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডলের বক্তব্য, 'যা শুনছি তা ভয়ংকর। যেসব শিক্ষক এবং আধিকারিক ওই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা দরকার। বিষয়টি স্পর্শকাতর। সময় নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষের উচিত পুলিশ ও প্রশাসনে সবটা জানানো। কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুপ করে আছে বুঝতে পারছি না।'

শানের প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়। তাঁর কথা, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে মিডিয়ার কাছে মুখ খুলতে বারণ করেছে। তাই কিছু বলব না।' তবে শান ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের কড়া পদক্ষেপ চাইছেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ভেস্তে দিল

প্রথম পাতার পর

দলের রণকৌশল ঠিক করে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছে, প্রায় দেড়শো আসনে ৪-৫ শতাংশ ভোট বাড়াতে পারলে রাজ্য দখল সম্ভব। এদিন দুপুর থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। প্রথমে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ফলিমারি, চান্দামারি ও মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দলীয় কর্মীরা নিশিগঞ্জের বিজেপি কার্যালয়ে মিটিং করেন। সেই বৈঠকের পর বিকালে নিশিগঞ্জ-১, নিশিগঞ্জ-২, পারডুবি ও প্রেমেরডাঙ্গা অঞ্চলের কর্মীদের মিটিং শুরুর আগেই বাজার সংলগ্ন মাঠে তৃণমূল কর্মীরা জমা হতে থাকে। এরপরেই তারা বিজেপির দলীয় অফিসের সামনে বেঞ্চ পেতে বসে পড়ে। বিজেপি নেতা-কর্মীরা বৈঠকে যোগ দিতে গেলে তাদের ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। একশো দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ কেন জবাব চাই স্লোগানও দিতে থাকে তৃণমূল কর্মীরা। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। শেফালি মণ্ডল নামে এক বিজেপি কর্মী বলেন, 'দলীয় বৈঠকে যোগ দিতে পারলাম না। বাইরে অনেকে বসে রয়েছে। ওরা বলছে মিটিং হবে না।'

দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনিল মালাকারকে বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়। যদিও এদিন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পালটা অভিযোগ, বিজেপি এলাকায় বহিরাগতদের এনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তৃণমূল নেতা তথা মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'বিজেপির বৈঠক ছিল কি না জানা নেই। আমতলা নদী সংস্কার নিয়ে আমাদের বৈঠক ছিল। সাধারণ মানুষ বিজেপির কাছে কৈফিয়ত চান বহিরাগতদের কেন আনা হয়েছে। ফলে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয় বিজেপি।'

খাচ্ছিটা কী

প্রথম পাতার পর

মুর্শিদাবাদেও অনেক লোকাল ব্র্যান্ডের গুঁড়ো মশলার কারখানা হয়েছে। এদের প্রোডাকশন ইউনিট যত বড় তার চাইতে বেশি মশলা এরা বাজারে আনছে। এদের কাছেই মূলত জোগান দেওয়া হয় পাতার মিহি গুঁড়ো। জিরে, ধনে, মিট মশলা, গরম মশলায় সহজে পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব। সরাসরি না বললেও ঘুরপথে পাতার গুঁড়ো ভেজাল হিসেবে মশলায় মিশিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ধূপগুড়ির এক মশলা বিক্রেতা বিক্রম দত্ত। তিনি বলেন, 'একদম পরিচিত ব্র্যান্ড ছাড়া গুঁড়ো মশলা বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছি। নামী ব্র্যান্ডগুলো অন্তত নিজেদের মানের দিকটায় সতর্ক থাকে। পাতার গুঁড়োয়। শরীরের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার কথা নয় বলেই হয়তো ভেজাল হিসেবে এর চাহিদা বাড়ছে।' দেশ থেকে সারা বিশ্ব উত্তরবঙ্গকে চিনেছে তার চা পাতার জন্যে। তাই বলে নামপরিচয়হীন যে কোন পাতার কারবারেও উত্তরবঙ্গের নাম জড়াবে, তা আর কে ভেবেছিল?

রাস্তা বাঁচাতে রাত জাগছেন গ্রামবাসীরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জুন : শিলিগুড়ির প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে গ্রামীণ রাস্তায় ভারী ডাম্পার চলাচলের জন্য রাস্তা দ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়া নিয়ে সরব হয়েছিলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে স্থানীয় থানাগুলিকে কড়া পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করেন। তবে মাঝে কোথাও কোথাও পুলিশি সক্রিয়তা নজরে পড়লেও অনেক জায়গাতেই সেই নজরদারি উবে গিয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। দিনহাটার একাধিক গ্রামীণ রাস্তায় ভারী ডাম্পারের চলাচলই তার প্রমাণ। তাই প্রশাসনের ওপর আর ভরসা না করে গ্রামের রাস্তার সুরক্ষায় এবার রাত জেগে পাহারা দিলেন খোদ গ্রামবাসীরাই। এই ঘটনাটি দিনহাটার নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দিনা শিশবতলা গ্রামের। নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে না থেকে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারাই রাস্তায় পাহারা দিতে শুরু করেন। রাতেই একটি সামগ্রীভর্তি ডাম্পার তাঁরা আটকে দেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ডাম্পারটিকে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনের পর দিন গ্রামের মধ্য দিয়ে ডাম্পার যাতায়াত করায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পিচের রাস্তার একাংশ ফেটে গিয়েছে। অনেকেই জানাচ্ছেন, পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়াতে রাতের অন্ধকারে দিনহাটার গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ডাম্পার চলছে। যদিও নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন জানিয়েছেন যে, তিনি গ্রামবাসীদের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ পাননি। এমনকি এলাকাবাসী রাতে যে কোনও ডাম্পার আটকেছেন সেই ব্যাপারেও তাঁর কাছে কোনও খবর নেই। তাই এ নিয়ে কিছু বলার নেই বলেই তিনি জানিয়ে দেন।

অন্যদিকে গ্রামবাসীরা অবশ্য জানিয়েছেন, এর আগেও একাধিকবার ডাম্পার চলাচল বন্ধের দাবি জানানো হলেও সেব্যাপারে কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। এক

ডাম্পার আটকাতে পথের পাশে অপেক্ষায় এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'যাতায়াতের জন্য গ্রামের এই রাস্তাটাই আমাদের ভরসা। ডাম্পারের ভারে রোজ একটু একটু করে রাস্তাটি ভেঙে যাচ্ছে। তাই এবার আর চুপ করে থাকা নয়। আমরা সকলে মিলে ঠিক করে ফেলেছি যে রাস্তা রক্ষা করতে আমরা নিজেরাই রাস্তায় পাহারা দেব। প্রতিদিন পালা করে এই কাজ করা হবে।' এদিকে নয়ারহাট থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার একটি ডাম্পার আটক করা হয়েছে। চালকের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের ধারায় চালানও কাটা হয়েছে। তবে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের কথায়, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

পাহারা

- মঙ্গলবার রাতে স্থানীয়রাই একটি সামগ্রীভর্তি ডাম্পার আটকে দেন
- পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ডাম্পারটিকে হেপাজতে নিয়েছে
- অভিযোগ, দিনের পর দিন গ্রামে ডাম্পার যাতায়াত করায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে
- পিচের রাস্তার একাংশে ফাটল দেখা গিয়েছে

আসন নিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

জানা যেত ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে। এই অনিশ্চয়তায় কেউ কেউ অন্য চেষ্টা করে থাকেন বা যাত্রা বাতিল করেন। সেই সমস্যার সমাধান হবে রেলমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্তে। মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বুধবার বলেন, 'এই পদ্ধতিতে যাত্রীদের অনিশ্চয়তা কিছুটা হলেও কমবে। স্টেশনে পৌঁছোনোর আগেই তাঁরা জানতে পারবেন টিকিট কনফার্ম হয়েছে কি না। এতে যাত্রার পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করা যাবে।'

রেল আধিকারিকদের মতে, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে যাত্রীরা কেউ চাইলে অন্য ট্রেনের টিকিট কাটতে বা বাতিল করতে পারবেন। রেলের পক্ষেও যাত্রীদের চাপ বুঝে প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা অথবা অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

তবে রেল এখনও নিশ্চিত নয় যে, ২৪ ঘণ্টা আগে তালিকা প্রকাশের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় তালিকা করা যাবে কি না। কারণ, অনেক যাত্রী শেষ মুহূর্তে টিকিট বাতিল করেন। তখন কিছু আসন খালি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। এখন ট্রেন ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে প্রথম এবং আধ ঘণ্টা আগে তৈরি হয় দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত তালিকা। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম রেলের বিকানের ডিভিশনে প্রকল্পটি চালু হলেও, খুব দ্রুত অন্য ডিভিশনে চালু হবে বলে রেল সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

মরণঝাঁপ

প্রথম পাতার পর

অধিকাংশরই বাড়ির লোক জানেই না তারা এখানে স্নান করতে এসেছে। ফাঁসিরঘাটেও একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অবাক করা বিষয়, সেখানেও দিব্যি স্নান চলছে।

তোর্ষায় স্নান করতে নেমে বারবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। গতবছর ২ অক্টোবর চানমারি এলাকায় মরাতোর্ষায় স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয় এক কিশোরের। ২০২৩ সালের ১৬ মে ফাঁসিরঘাটের পার্শ্ববর্তী কাড়িশালে এক কিশোরী স্নান করতে নেমে মারা যায়। ওই বছরেরই ১০ মে কালীঘাটে স্নান করতে নেমে দুই কিশোর প্রাণ হারায়। তার কিছুদিন আগে ১৫ এপ্রিল কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারায় এক তরুণ। ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর কাড়িশালে তোর্ষায় স্নান করতে নামে চার কিশোরী। দুজন স্নান উঠে এলেও দুই কিশোরী তলিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তাদের কোনও খোঁজ মেলেনি।

ফাঁসির সাজা বদলে যাবজ্জীবন

মালদা, ১১ জুন : ২০২২ সালের ২ মে বহরমপুরে কলেজের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির সাজা রদ করে দিল আদালত। নিম্ন আদালতের দেওয়া ফাঁসির নির্দেশ রদ করে দোষীর আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নির্দেশ, ৪০ বছরের আগে সাজা মাফ চেয়ে আবেদন পর্যন্ত করা যাবে না। অর্থাৎ ২০৬২ সালের মে মাসের আগে সাজা কমানোর আবেদন করতে পারবে না সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক সুশান্ত চৌধুরী। তবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে খুশি নয় সুতপার পরিবার।

সাধারণত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা সংশোধনাগারে থাকাকালীন প্রত্যেক ১২ বছর অন্তর সাজা কমানোর আবেদন করতে পারে। তাই বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়কে নজিরবিহীন বলছেন অনেকে। যদিও উচ্চ আদালতের নির্দেশে খুশি নয় সুতপার পরিবার। আর ফাঁসির সাজা রদ হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে সুশান্তর পরিবার। প্রসঙ্গত, মালদা শহরের বাসিন্দা সুতপা চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল পুরাতন মালদার তরুণ সুশান্ত চৌধুরীর। কিন্তু সুতপা পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে। প্রেমে প্রত্যাখ্যানের পরেই সুতপাকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত এবং উত্ত্যক্ত করত সুশান্ত। তাই সুতপার পরিবার তাঁকে বহরমপুরে একটি কলেজে ভর্তি করে। গোরাবাজারের একটি মেসবাড়িতে ভাড়া থাকতেন সুতপা।

আবার উত্তপ্ত

প্রথম পাতার পর

পরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার- কী নোংরা ভাষা! বিধানসভার ভিতরে তো অশালীন শব্দ ব্যবহার করা যায় না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করলেন। এই স্পিকারের শিরদাঁড়া নেই। ক্ষমতা থাকলে হিন্দু এলাকায় দাঁড়ান। ওঁকে লোক ভোটে কাপড় কাচার মতো কাচবে।' অনুব্রতকে নিশানা করেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও। তিনি বলেন, 'পুলিশকর্তার মা ও স্ত্রীকে নোংরা গালিগালাজ করার পরেও অনুব্রত কী করে বাইরে থাকেন? তিহার জেলের ভাত খেয়েও অনুব্রত শোধরাননি।'

ঘরে ফেরাতে চেয়ে প্রতারিত

বীরপাড়া, ১১ জুন : মাত্র ২ হাজার টাকার লোভ সামলানো গেল না। পড়শি এক তরুণকে ঘরে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের ২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। হতবাক সাজু। সেই প্রতারক তরুণেরই এক পড়শিকে ডিমডিমা থেকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি।

লখনউ লাগোয়া রামনগর থানার গণেশপুর গ্রামের অবধেশ কুমার আড়াই বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন তিনি। এবছরের ১৩ মে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অবধেশকে সাজুর জিম্মায় দেয়। শুশ্রূষার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা

অবধেশ কুমার

করানো শুরু করেন সাজু। কয়েকদিন আগেই স্মৃতি ফিরেছে অবধেশের। বাবা-মায়ের নাম, মায়ের মোবাইল ফোনের নম্বরও সাজুকে জানান ওই তরুণ। এরপর তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবধেশের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন সাজু।

সাজুর অভিযোগ, তখন সাহায্যের নাম করে এগিয়ে আসে অবধেশের প্রতিবেশী এক তরুণ। অবধেশের মায়ের মোবাইলে অনলাইনে টাকা পাঠানোর সুবিধা নেই। অবধেশের বাবা মারা গিয়েছেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। অবধেশের মা সাজুকে জানান, তিনি ছেলেকে ঘরে ফেরাতে ডিমডিমা যেতে চান। কিন্তু তাঁর কাছে যাতায়াতের ভাড়া নেই। তখন সেই প্রতিবেশী তরুণ অবধেশের মায়ের মাধ্যমে সাজুকে জানান, তার অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে সে অবধেশের মাকে দিয়ে দেবে।

সাজু বলেন, 'এরপর ওই তরুণের মোবাইলে ভিডিও কল করে অবধেশের সঙ্গে ওর মায়ের কথা বলিয়ে দিই। আমি ওই ছেলেটির নম্বরে ২ হাজার টাকা পাঠাই। তারপর থেকে আমার ফোন আর ধরছে না।' ওদিকে কেঁদে ভাসাচ্ছেন অবধেশের মা। ছেলেকে ঘরে ফেরাতে চান তিনি। সাজু বলেন, 'কীভাবে অবধেশকে আমি ঘরে ফেরাব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

আমার শহর

ছোট্ট তারা

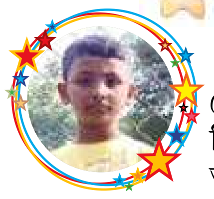

রৌনক দেবনাথ দিনহাটা সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় তার পুরস্কার রয়েছে। অঙ্ক তার প্রিয় বিষয়।

ঝড়ে চাল উড়েছে স্কুলের, বারান্দায় ক্লাস পড়ুয়াদের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১১ জুন : স্কুল চলছে ঠিকই। তবে ক্লাসঘরে নয়, বারান্দায়। গোডাউনে বসেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ভগ্নদশা ক্লাসঘরগুলোর। যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে শিক্ষকরা বারান্দাতেই পড়াচ্ছেন ছাত্রীদের। ক'দিন আগের ঝড়ে স্কুলে দুটি ক্লাসরুমের ঘরের চাল ভেঙে গিয়েছে। মেঝেতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। হলদিবাড়ি শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত হলদিবাড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের চিত্রটা এইরকমই। সবটা জেনেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ।

হলদিবাড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়

হলদিবাড়ি শহর তথা ব্লকের মধ্যে নামকরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি। পড়ুয়ার অভাবে যখন অন্য স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে তখন এই স্কুল পড়ুয়ার চাপে নাজেহাল। বর্তমানে স্কুলে প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬৩৪ জন ছাত্রী রয়েছে। ক'দিন আগে ঝড়ে উড়ে যায় স্কুলের দুটি শ্রেণির চালের একাংশ। ভেঙে রয়েছে সীমানা প্রাচীরের একাংশ।

> গরমের ছুটির মধ্যে ঝড়ে স্কুলের দুটি শ্রেণিকক্ষের চালের একাংশ উড়ে গিয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস নেওয়া গেলেও অন্যটির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না।
>
> **দিবাকর ঘোষ,** *প্রধান শিক্ষক*

স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিবাকর ঘোষ জানান, গরমের ছুটির মধ্যে ঝড়ে স্কুলের দুটি শ্রেণিকক্ষের চালের একাংশ উড়ে গিয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস নেওয়া গেলেও অন্যটির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসনকে অনেকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। আজও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বর্তমানে বারান্দায় ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। অফিসরুমে ক্লাস চলছে।

অভিভাবক মদন রায়ের কথায় বিদ্যালয়ের খুবই খারাপ অবস্থা। বারান্দায় পড়তে হচ্ছে বাচ্চাদের। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর সংস্কার করা না হলে আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলনে নামব।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজেশ পাল বলেন, ঝড়ে ব্লকের ১৬টি স্কুল অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই রিপোর্ট সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

কোচবিহারে মদনমোহনের স্নানযাত্রা। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

স্নানযাত্রায় শুরু রথের প্রস্তুতি

শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১১ জুন : স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে কোচবিহারে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বুধবার সকালে রাজ আমলের রীতি মেনে কোচবিহারের মদনমোহনের স্নানযাত্রা হয়। বাবুরহাটের কোচবিহার ইসকন মন্দিরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়েছে। প্রতিটি জায়গাতেই পুণ্যার্থীরা স্নানের দৃশ্য দেখতে ভিড় করেন।

মদনমোহনবাড়িতে ১০৮ কলসি জল দিয়ে সহস্রধারায় মদনমোহনকে স্নান করানো হয়। এদিন গর্ভগৃহ থেকে মদনমোহনকে বারন্দায় আনা হয়। সেখানে ডাবের জল, দুধ, দই, ঘি, মধু, গোলাপ জল সহ বিভিন্ন জল দিয়ে মদনমোহনের স্নান চলে। পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, 'একটি বড় পাত্রে এক হাজারটি ফুটো থাকে। তার উপর দিয়ে সহস্রধারায় মদনমোহনকে স্নান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশেষ পুজোও হয়।' দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রেই জানা গিয়েছে, স্নান শেষে এদিন গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন মদনমোহন। ১৫ দিন পর রথযাত্রায় বিশেষ পুজো শেষে তিনি গুঞ্জবাড়ির মাসিরবাড়িতে যাবেন। সকালে মদনমোহনবাড়িতে স্নানযাত্রা দেখতে এসেছিলেন কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা রজত দাস। তাঁর কথায়, 'প্রতি বছরই এই দৃশ্য দেখতে আসি। মদনমোহনের কাছে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিলাম।'

মদনমোহনবাড়ির পাশাপাশি এদিন বাবুরহাটের ইসকন মন্দিরেও জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়। পুরী ও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের মতো এদিন মন্দিরে মূল পুজোর পর গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে স্নানবেদিতে আনা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে ষোড়শ উপচারে সকলেই জগন্নাথ দেবকে স্নান করানোর সুযোগ পান। মন্দিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। মায়াপুর থেকেও ইসকনের ভক্তরাও এদিন মন্দিরে আসেন।

নিয়ম অনুযায়ী, এদিন মাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন জগন্নাথ দেব। ভক্তদের দেওয়া ঘি, মধু, ডাবের জল সহ নানা উপকরণ দিয়ে স্নানের পর তাঁর জ্বর চলে আসে! তখন তিনি জ্বরলীলায় যান। জ্বরে ১৫ দিন ঘরবন্দি থাকতে হয় তাঁকে। এরপর রথযাত্রার আগের দিন তিনি ভক্তদের দেখা দেন। সেদিন নেত্রোৎসব পালিত হয়। পরের দিন রথযাত্রা তিথিতে তিনি মাসির বাড়িতে যান। বাবুরহাট ইসকন মন্দিরের উৎসব কমিটির সম্পাদক বিদ্বান নরোত্তম দাস বলেন, 'রীতি মেনে এদিন ভগবানের স্নানযাত্রা উৎসব হয়েছে। মন্দিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়।'

এছাড়াও নতুনপল্লির রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে জগন্নাথের স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হয়েছে। সেখানে ভক্তিমূলক গান সহকারে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহকে বাইরে আনা হয়। দুধ, ডাবের জল সহ বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে চলে স্নানপর্ব।

> **গর্ভগৃহে দেবতা**
>
> এদিন ১০৮ কলসি জল দিয়ে সহস্রধারায় মদনমোহনকে স্নান করানো হয়
>
> একটি বড় পাত্রে এক হাজারটি ফুটো থাকে তাতে জল ভরে স্নান করা হয়েছে
>
> স্নান ও পুজো শেষ হলে এদিন গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন মদনমোহন
>
> ১৫ দিন পর রথযাত্রায় বিশেষ পুজো শেষে তিনি গুঞ্জবাড়ির মাসিরবাড়ি যাবেন

গরমে স্কুলে পদক্ষেপ দাবি ছাত্র পরিষদের

কোচবিহার, ১১ জুন : প্রতিটি স্কুলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন খতিয়ে দেখা, স্কুলে বৈদ্যুতিক ফ্যান এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উত্তরের আবহাওয়ার কথা ভেবে স্কুল বন্ধ রেখে আপাতত স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দাবিতে স্কুলগুলিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দিল জেলা ছাত্র পরিষদ কমিটি।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার, কোচবিহার জেলা ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ কর।

সুধাংশু মার্কেটে ভাড়া নিয়ে জট

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের পাওনা বহু লক্ষ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১১ জুন : কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এবং সুধাংশু মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভাড়া নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় অতীতের বিপুল পরিমাণ বকেয়া সত্ত্বেও পরবর্তী প্রায় ১০ বছর বোর্ডের তহবিলে কোনও টাকা জমা পড়ছে না। আর অতীত এবং এখনকার ১০ বছর মিলিয়ে এই বকেয়ার পরিমাণ বহু লক্ষ টাকা। এর ফলে একদিকে যে রকম দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের ওই খাতের আয় বন্ধ হয়ে আছে তেমনি ব্যবসায়ীদের পক্ষেও এই বিপুল বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে যাচ্ছে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৭৬ সালে কোচবিহার শহরের রাস্তায় বসা দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তাদের আবেদন মতো ডাঙ্গরআই মন্দিরের উত্তর দিকে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যে জমি রয়েছে সেখানে ৬৩টি প্লটে তাদের ভাড়ায় দোকান করতে দেওয়া হয়। মাঝে একবার বাড়ানো হয়েছিল ভাড়ার টাকা। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে ভাড়া ৬০০ টাকা করা হয়। তারপর থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়ে ভাড়া দেওয়া। ২০১৭ সাল থেকে সেই ভাড়া দেওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

গুঞ্জবাড়ি সুধাংশু মার্কেট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে আবেদন করা হয় ২০০৯ সালের নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী ভাড়া নেওয়ার জন্য। বারংবার দুই পক্ষের চিঠিচাপাটিতে কোনও সমাধান সূত্র মেলে না। ২০১৬ সাল পর্যন্ত কারও বাইশ হাজারের উপরে কারও বা ৭৯ হাজারের ওপরে বকেয়া পড়ে রয়েছে।

ডাঙ্গরআই বাজারের সুধাংশু মার্কেট।

> ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সামনের বোর্ড মিটিংয়ে আমরা এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়,** *দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য*

২০২৫-এ সেই বকেয়ার পরিমাণ কোথায় এসে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। সেখানকার ব্যবসায়ী রমেন পাঠক, গোবিন্দ রায়রা জানালেন, আমরা ভাড়া দিতে ইচ্ছুক। ভাড়া কিছুটা কমালেই আমরা আবার টাকা দেওয়া শুরু করব। সুধাংশু মার্কেট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী বলেন, 'বহুবার আমরা জেলা শাসক, মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু এই বাজার নিয়ে তাদের সে রকম কোনও উৎসাহ কখনই দেখিনি। কিছুদিন আগেও আমরা মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছিলেন, সাতদিন বাদে বোর্ড মিটিং-এর পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আমরা সেই অপেক্ষাতেই আছি। কিন্তু তারও ১৫ দিনের ওপর কেটে গিয়েছে।'

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সামনের বোর্ড মিটিংয়ে আমরা এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।'

আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। যাঁরা এর মাথায় আছেন তাঁরা সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোনওমতে চালাচ্ছেন। খরচও দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পত্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তাঁদেরই মঙ্গল। কর্তৃপক্ষ যদি একটু সময় করে এঁদের সঙ্গে বসেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হওয়া কোনও ব্যাপারই নয়।'

এবছর H.S. পরীক্ষা দিয়েছ নাকি ডিগ্রি কোর্স পড়ছ ?
ভাবছ কোন বিষয় নিয়ে পড়লে বছর কয়েকের মধ্যেই ভালো মাইনের চাকরি পাবেই ?
চটপট চাকরির জন্য কোন প্রফেশনাল কোর্স, কম কোর্স ফী-তে, কোথা থেকে পড়ব ?
এসব জানাতেই হচ্ছে
কেরিয়ার ফেয়ার
১৩ ও ১৪ জুন (শুক্রবার ও শনিবার)
সিটি মল (গিরিরাজ ব্যাঙ্কোয়েট) খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার
উপস্থাপনায় :
স্পট অ্যাডমিশনে পাবেন বিশেষ ছাড়
কর্মসংস্থান
থাকছে ফ্রি টিফিন
সুখবর | সাফল্য | সাফল্য সাধারণ জ্ঞান | Appointment & Career News
Sponsored by : NCSM NATIONAL COMPUTER SAKSHARTA MISSION
In Gracious Presence
JIS GROUP | RICE EDUCATION | Parul University | CHITKARA UNIVERSITY | GSCE George Telegraph digital | CAMELLIA | ITM UNIVERSITY | TIEM | SEACOM SKILLS UNIVERSITY | SBIHM | VIMT | Infinity | MCKV | PRAGATI | Reliable | DR.B.C.ROY SOCIETY | Indian Institute of Packaging | CIT Ulubaria | LAW POINT | STEWS
বিনামূল্যে প্রবেশ করতে ফোন করুন : 6291684943

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

বিবকক না থাকায় জলের অপচয়

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুন : এ যেন প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। মাথাভাঙ্গা শহরজুড়ে পানীয় জল অপচয় এবং যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে শহরজুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। অথচ শহরের যে ব্রজনাথ রোডের ধারে মাথাভাঙ্গা পুরসভা ভবন অবস্থিত সেই রোডের দুইধারেই বিভিন্ন স্থানে একদিকে যেমন আবর্জনার স্তূপ হয়ে রয়েছে তেমনি পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক না থাকায় পানীয় জল অপচয় হচ্ছে। ব্রজনাথ রোডের বাসিন্দা পেশায় সরকারি আধিকারিক নীলাব্জ সাহা বলেন, 'কেউ পানীয় জলের স্ট্যান্ডপোস্টের বিবকক ভেঙে দিচ্ছে। তেমনি যত্রতত্র আবর্জনা ফেলছে।' একই অভিযোগ এলাকার ব্যবসায়ী সম্রাট ভৌমিকের।

পুরসভার ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর সরকার বলেন, 'নাগরিক সচেতনতার অভাবেই এধরনের ঘটনা ঘটছে। বেশ কয়েকবার স্ট্যান্ডপোস্টের বিবকক লাগানো হলেও কিছুদিনের মধ্যেই কে বা কারা ভেঙে দিচ্ছে। আবর্জনা সংগ্রহের সিটি ভ্যান থাকলেও সিটি ভ্যানে আবর্জনা না দিয়ে রাস্তার ধারে ফেলছে কেউ কেউ। নাগরিকদের সচেতন করার চেষ্টা চলছে।'

হলদিবাড়ি

বাজারে আবর্জনা, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ

হলদিবাড়ি, ১১ জুন : হলদিবাড়ি ব্লকের সবচেয়ে বড় বাজার হল হলদিবাড়ি শহরের বাজার। এখানে ব্লকের বাসিন্দারা নানান ধরনের পণ্য কেনাবেচা করেন। সুপার মার্কেট বলে এলাকায় পরিচিত এই স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে যত্রতত্র জমে রয়েছে আবর্জনা। দিনের পর দিন পড়ে থাকছে আনাজপাতি। আর তা থেকেই এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। মশা ও মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটাই অভিযোগ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই বাজারের পাশের রাস্তা দিয়ে শহরের ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। তাঁদের নাক চাপা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, নিয়মিত এই বাজার চত্বর পরিষ্কার করা হয় না। তাই আবর্জনা জমে থাকে। সেখান থেকে যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তেমনি মশা, মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় বিবেক দাসের অভিযোগ, 'বাজারের কৃষকরা বিভিন্ন কৃষিপণ্য নিয়ে আসে। যে সবকিছু পণ্য বিক্রি হয় না বা ভালো দাম পাওয়া যায় না। কৃষকরা সেসব কৃষিজ পণ্য বাজারে ফেলে চলে যায়। এছাড়াও সবজি ব্যবসায়ীরা তাঁদের বাছাই করা বা নষ্ট সবজি বাজার চত্বরে ফেলে চলে যায়। ক'দিনের মধ্যে তা পচে এলাকায় দূষণ ছড়ায়।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, 'ওই বাজার চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। কোন জায়গায় সমস্যা থাকলে দ্রুত তা পরিষ্কার করা হবে।'

তথ্য : অমিতকুমার রায়, বিশ্বজিৎ সাহা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	২০
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩৬
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২৫
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৫
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	২

প্রশ্নোত্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াস

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

আজকের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রইল বহু বিকল্পভিত্তিক (MCQ) এবং অতিসংক্ষিপ্ত (VSA) প্রশ্নোত্তরের সংকলন-

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন : প্রশ্নমান-1

● তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত বিটা রশ্মি হল -
a) প্রোটন b) নিউট্রন c) ইলেক্ট্রন d) হিলিয়াম
উত্তর : c) ইলেক্ট্রন

● একটি আলফা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা -
a) একই থাকে b) 4 একক হ্রাস পায় c) 2 একক হ্রাস পায় d) 1 একক হ্রাস পায়
উত্তর : b) 4 একক হ্রাস পায়

● 1 amu ভর যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে, তা হল -
a) 931 MeV b) 8.314 MeV
c) 0.082 MeV d) 10^7 MeV
উত্তর : a) 931 MeV

● $^{x}_{y}Z$ থেকে একটি বিটা কণা নির্গত হলে, উৎপন্ন মৌলের ভরসংখ্যা ও পরমাণু ক্রমাঙ্ক হবে যথাক্রমে-
a) (x+4),(y+2) b) (x+2),(y+1) c) x, (y+1) d)x, y
উত্তর : c) x,(y+1)

● আলফা কণায় উপস্থিত-
a) 1 টি প্রোটন, 1টি নিউট্রন b) 1টি প্রোটন c) 2টি প্রোটন, 2টি নিউট্রন d) 1টি ইলেক্ট্রন।
উত্তর : c) 2 টি প্রোটন, 2 টি নিউট্রন

● পুরোনো জিনিসের বয়স নির্ধারণে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?-
a) ^{131}I b) ^{14}C c) ^{32}P d) ^{60}Co
উত্তর : b) ^{14}C

● নিউক্লিয়ার বিভাজনের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রক্ষেপক হল-
a) প্রোটন b) আলফা c) বিটা d) নিউট্রন
উত্তর : d) নিউট্রন

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় -
a) তামা b) গ্রাফাইট c) ক্যাডমিয়াম d) লেড
উত্তর : b) গ্রাফাইট।

● তেজস্ক্রিয়তার S.I একক হল –
a) কুরী b) বেকারেল c) রাদারফোর্ড d) হেনরি
উত্তর : b) বেকারেল।

● কোনটি তেজস্ক্রিয়?-
a) ^{12}C b) ^{14}C c) ^{16}O d) ^{60}Na
উত্তর : b) ^{14}C

● শূন্যস্থানে গামা- রশ্মির বেগ -
a) $2x10^8$ m/s b) $3x10^8$ m/s
c) $1.5x10^8$ m/s d) $2.5x10^8$ m/s
উত্তর : b) $3x10^8$ m/s।

● আলফা কণার আধান -
a) $1.6x10^{-19}$ C b) $3.2x10^{-19}$ C
c) $4.8x10^{-19}$C d) $6.4x10^{-19}$9C
উত্তর : b) $3.2x10^{-19}$ C

● সূর্যের শক্তির মূল উৎস হল -
a) নিউক্লিও সংযোজন ও নিউক্লিও বিয়োজন b) নিউক্লিও বিভাজন c) নিউক্লিও সংযোজন d) কোনটিই নয়
উত্তর : c) নিউক্লিও সংযোজন।

● তেজস্ক্রিয় মৌল সর্বশেষ যে মৌলে পরিণত হয়, সেটি হল -
a) থোরিয়াম (Th) b) টাংস্টেন(W)
c) মলিবডেনাম (Mo) d) লেড (Pb)
উত্তর : d) লেড (Pb)।

● কোনটি তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না?
a) আলফা-রশ্মি b) বিটা-রশ্মি c) গামা-রশ্মি d) সবগুলোই
উত্তর : c) গামা-রশ্মি

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

- মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস
- এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর মাধ্যমিকে প্রশ্ন আসে এবং বরাদ্দ মোট নম্বর 5
- বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) থাকে 1টি, অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 1টি এবং 1টি থাকে দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন (LA)
- এই অধ্যায়ের অধিকাংশ প্রশ্নই থাকে ধারণাভিত্তিক
- এই অধ্যায়টি গোড়া থেকে বুঝে পড়তে হবে
- পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার বিকল্প নেই, পাঠ্যবই পড়ার পর এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি দেখে নাও

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী : প্রশ্নমান-1

● গামা-রশ্মি পরমাণুর কোন অংশ থেকে নির্গত হয়?
উত্তর : গামা-রশ্মি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয়।

● আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি, গামা-রশ্মির মধ্যে কোনটি আধানবিহীন?
উত্তর : তিনটি রশ্মির মধ্যে গামা-রশ্মি আধানবিহীন।

● নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে কোন শক্তি, কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে নিউক্লিও বিভাজনে উৎপন্ন তাপশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

● নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার উল্লেখ করো।
উত্তর : নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার একটি অপব্যবহার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ।

● কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ বেশি? -নিউক্লিয়ার সংযোজন না নিউক্লিয়ার বিভাজন।
উত্তর : নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির চাইতে বেশি।

● তেজস্ক্রিয়তার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।
উত্তর : রেডিও কার্বন (^{14}C) দ্বারা কোনও জীবাশ্ম বা পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ধারণ করা যায়।

● নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয়, কোন সূত্র তা ব্যাখ্যা করো?
উত্তর : নিউক্লিও সংযোজনে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির মুক্তি হয় তা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যতা সূত্র ($E=mc^2$) সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

● তেজস্ক্রিয়তা হল পরমাণুর--- সংক্রান্ত ঘটনা।
উত্তর : নিউক্লিয়াস।

● তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন----।
উত্তর : হেনরি বেকারেল।

● নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : নিউক্লিয়াস গঠনে যে ভরত্রুটি হয়, তা নিউক্লিয়াসের বন্ধনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

● পারমাণবিক চুল্লিতে কোন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়?
উত্তর : পারমাণবিক চুল্লিতে নিউক্লিয়ার বিভাজন বিক্রিয়ার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়।

পরিশেষে বলি প্রত্যেকটি বিষয় ভালোভাবে পড়ে, সূত্রগুলো বুঝে মনে রাখতে হবে এবং প্রশ্ন-উত্তরগুলি নিয়মিত অনুশীলন করলে সহজেই পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব।

বিশেষ করে তেজস্ক্রিয়তা, নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত ধারণাগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষাধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ অর্পিতশ্রী নারায়ণ
সহকারী অধ্যাপক
পাঁচুড় কলেজ, কলকাতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি যে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন কতখানি পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এই পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য বা তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের নিজেদেরকেও আপডেট রাখতে হচ্ছে। সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয় নিয়ে স্নাতকে ভর্তি হবে সেটি চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। বিষয় পছন্দের উপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিগত প্রায় এক-দুই দশক ধরে পড়াশোনার জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি ভীষণভাবে আলোড়ন ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই বিষয়টির অন্তর্গত জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। স্নাতক স্তরে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাও তাদের কর্মসংস্থানের পথ অবশ্যই প্রশস্ত হতে পারে। স্নাতকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে ভর্তি হওয়া যায়। পরবর্তীতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ রয়েছে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা রয়েছে।

সমাজে আধুনিক চাহিদার কথা এবং একই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যে বিষয়টি বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহদাকারে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবে, সেই বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

স্নাতকে সরাসরি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি প্রায় সব কলেজেই রয়েছে। NEP ২০২০, অনুযায়ী Compulsory Paper হিসেবে স্নাতকে (CVAC - Constitutional Values) ৫০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলিতে এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ওই বিষয়টিতে স্নাতক হওয়ার পর যে স্কোপগুলো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলি হল-

১. জনপ্রশাসন এবং আন্তজার্তিক সম্পর্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- এই তিনটি বিষয় নিয়েই UGC NET এবং SET-এ বসা যাবে।

৩. জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ (JRF) বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করার সুযোগ থাকে।

৪. LLB করতে পারে।

৫. ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধে হয়।

৬. বিভিন্ন NGO-তে চাকরি পেতে সুবিধে হয়।

৭. জার্নালিস্ট হতে পারে।

৮. ডিপ্লোম্যাট বা ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসাবে কাজের সুযোগ থাকে।

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হতে পারে।

১০. পাবলিক প্রসিকিউটার এবং লিগ্যাল অ্যানালাইসিস্ট হওয়ার সুযোগ থাকে।

১১. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে পলিটিকাল অ্যানালাইসিস্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ থাকে।

এছাড়াও পলিটিকাল ম্যানেজমেন্ট এবং কনসালটেন্সি, লেজিসলেটিভ এজেন্সি, মিডিয়া অর্গানাইজেশন, পাবলিক রিলেশন স্পেশালিস্ট প্রভৃতি কাজের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি যেহেতু স্নাতক স্তরে প্রায় সমস্ত কলেজেই পড়ানো হয়, সেহেতু আপনাদের যোগাযোগ করতে অসুবিধে হবে না। পূর্বে আলোচিত এই বিষয়ের আরও দুটি শাখা- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জনপ্রশাসন যেসব জায়গায় পড়ানো হয় সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল-

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক :

১. https://jnu.ac.in/sis

২. https:// jadavpuruniversity. in/ academic/international-relations

৩. https://sau.int/ department -of-international-relations

জনপ্রশাসন :

১. Banaras Hindu University (CUET-UG & PG)

২. Punjab University (CBSE equivalent Result)

৩. Tata Institute of Social Science (CUTE-048 PG)

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

অঙ্কুরিত বীজেই নিহিত ভবিষ্যৎ

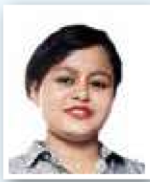

প্রযুক্তা দাস
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ সুন্দর ও সুস্থ সমাজের জন্ম দেয় -- বাক্যটি প্রায় সকলেরই জানা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক জনগণ এবিষয়ে সচেতন। বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ পৃথিবীর বহুল আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির অতিরিক্ত নিঃসরণজনিত কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হল বিশ্ব উষ্ণায়ন।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের বর্তমান প্রজন্মেরই। এই দায়িত্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ।

আমার এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী হিলির বক্সিগঞ্জ অঞ্চল, যেখানে কিছু বছর পূর্বেও বহু বৃক্ষসমাবেশ দেখা গেলেও বর্তমানে বাসগৃহ প্রস্তুতি, জাতীয় সড়ক নির্মাণ বা অন্যান্য প্রয়োজনে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের অর্থের লোভে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বৃক্ষসংখ্যা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। প্রতিনিয়ত যান চলাচলের ফলে প্রচুর পরিমাণে দূষণের শিকার হয়ে চলেছে এলাকাটি।

এলাকার সকলকে রাস্তার দু'ধারে, বাড়ির সামনের খালি জায়গায়, উঠোনে কিংবা ছাদ বাগানে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনে এলাকার সবাই মিলে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিমূলক সংগঠন তৈরি করতে হবে যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবুজ সচেতনতা মঞ্চ', যা সবুজের গুরুত্ব বোঝাতে সকলকে সচেতন করবে। পাশাপাশি আমলকী, নিম, আম, জাম, কাঁঠাল জাতীয় ফল ও ছায়াপ্রদানকারী চারাগাছ রোপণ করতে হবে। আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বড়দের পাশাপাশি কচিকাঁচাদের উৎসাহিত করা হবে। আগামীদিনে অরণ্য, পৃথিবী, পরিবেশ প্রভৃতি দিবসে কলেজের সহপাঠীদের নিয়ে কলেজের আশপাশেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রয়াস রাখব। শুধু আমার এলাকাই নয় নিকটবর্তী এলাকার জনসাধারণকেও সচেতন করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান করব।

পরিশেষে বলব, 'প্রকৃতি হাসলে মানুষ বাঁচে, প্রকৃতি কাঁদলে মানুষ মরে' -এই উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বৃক্ষরোপণ শুধু আজকের প্রয়াস নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। তাই বৃক্ষরোপণ হোক আমাদের নিত্যচর্চা।

বসুন্ধরাকে রক্ষার পথ বৃক্ষরোপণ

সুপ্রিয়া সাহা
শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ
কামাখ্যাগুড়ি,
আলিপুরদুয়ার

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছে বৃক্ষ। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়ন ও নিজেকে সভ্য করে তুলতে প্রতিনিয়ত মানুষ অবাধে আঘাত হেনেছে প্রকৃতির রক্ষাকবচ বৃক্ষের উপর। ফলে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া দেখতেও আমরা বাধ্য হচ্ছি। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে উষ্ণায়ন এবং তার প্রভাবে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির ধ্বংসলীলা বাড়ছে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্লোগান 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও'। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে আমরা যা করতে পারি-

ক) সম্মিলিতভাবে সবাইকে বৃক্ষ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতে হবে। কোনও শুভ কাজে যেমন আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তেমনি সেই কাজ সফল হওয়ার পর আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বসুন্ধরাকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করতে পারি। আমি এভাবেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছি।

খ) বিভিন্ন স্কুল ও কলেজগুলিতে সাইকেল রাখার স্ট্যান্ড এবং চারপাশে ইটের দেওয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগালে ছায়ার শীতলতার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। এব্যাপারে সকল শিক্ষার্থীকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব।

গ) বর্তমান পরিস্থিতিতে এসি'র খরচ কমাতে আমরা যদি বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাই তাহলে ঘর এমনিতেই অনেক ঠান্ডা হবে। ইলেক্ট্রিক খরচ কমবে। গবেষণা বলছে, গ্রীষ্মের এত তাপপ্রবাহেও একটি পূর্ণাঙ্গ গাছের নীচের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

ঘ) আমার প্রস্তাব, কোন অঞ্চলে কত বেশি গাছ লাগানো হয়েছে সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন যদি পুরস্কৃত করে তবে সর্বস্তরে গাছ লাগানো এবং রক্ষায় উৎসাহ বাড়বে। এভাবেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ নিলে আমরা ভবিষ্যতে দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচতে পারি।

পরিশেষে একটাই কথা বলব, আসুন পরিবেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই আজ পরিবেশের সংকটকালে ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নকে চোখে রেখে সমগ্র মানবজাতির অঙ্গীকার হোক পরিবেশকে রক্ষা করা।

শেষবেলার গোলে হার বাঁচল আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১১ জুন : কোনওমতে ড্র।

প্রথমার্ধে গোল হজম। পিছিয়ে থাকা অবস্থাতে তুলে নেওয়া হয় লিওনেল মেসিকেও। ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি আবার খেলতে হয় দশজনে। সব ধাক্কা সামলেও ম্যাচের শেষবেলায় থিয়াগো আলমাদার গোলে কলম্বিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল আর্জেন্টিনা।

আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে লিওনেল স্কালোনির দল। তবুও নিয়মরক্ষার ম্যাচেও প্রায় পূর্ণশক্তির দলই নামান তিনি। গত ম্যাচে মেসিকে শেষদিকে নামালেও এদিন শুরু থেকেই তাঁকে খেলান। আর্জেন্টিনা আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরুটা করলেও তা স্থায়ী হয়নি। তুলনায় রডরিগো ডি পল, নিকোলাস ওটামেন্ডিদের বেশ চাপেই রাখে কলম্বিয়া। ২৪ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া চেষ্টা চালালেও বারবার কলম্বিয়া রক্ষণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে হচ্ছিল হুলিয়ান আলভারেজদের।

এরই মাঝে ৭০ মিনিটে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করায় লাল কার্ড দেখতে হয় এনজো ফার্নান্ডেজকে। সেই অবস্থায় মেসিকেও তুলে নেন স্কালোনি। এরপর অবশেষে ৮১ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে ১ পয়েন্ট এনে দেন আলমাদা।

ম্যাচ শেষে তরুণ স্ট্রাইকার নিয়ে উচ্ছ্বাস শোনা গেল কোচ স্কালোনির গলায়। বলেছেন, 'ওর সবচেয়ে বড় শক্তি দায়িত্ববোধ। আলমাদার মতো ফুটবলার গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।' মেসিকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে আর্জেন্টাইন কোচের বক্তব্য, 'আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।' এরপর প্রশ্ন উঠছে, সামনে ক্লাব বিশ্বকাপ। সেই কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেই কি পুরো ম্যাচ খেললেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা?

> আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মেসি যখন দেখল দুইটি পরিবর্তন করা হচ্ছে, তখন নিজে থেকেই বলল, ওকে তুলে নিতে।
>
> **লিওনেল স্কালোনি**
> আর্জেন্টিনার কোচ

আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে থিয়াগো আলমাদা। বুয়েনস আয়ার্সে।

আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় ছন্দে ব্রাজিল

বিশ্বকাপে টিকিট পেলেন ভিনিরা

৪৪ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

সাও পাওলো, ১১ জুন : আর ছন্নছাড়া নয়। কার্লো আন্সেলোত্তির ছোঁয়ায় অবশেষে ছন্দে ফিরল ব্রাজিল।

ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল সেলেকাওরা। জয়ের ব্যবধান দেখে ম্যাচের ছবিটা বোঝা অবশ্য বেশ কঠিন। বরং পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে এদিন মারাকানার মাঠে কতটা দাপট ছিল ক্যাসেমিরো, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের। গোল উদ্দেশ্য করে মোট ১১টি শট ব্রাজিলের। তার মধ্যে লক্ষ্যে ৪টি। সেই জায়গায় প্যারাগুয়ে মাত্র একটি শট লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে। বল দখলেও আধিপত্য ব্রাজিলেরই। সৌজন্যে অবশ্যই আন্সেলোত্তির দলের জমাট রক্ষণ, সংঘবদ্ধ মাঝমাঠ, আর আক্রমণভাগে রাফিনহা, ম্যাথিয়াস কুনহাদের আগ্রাসী ভূমিকা।

মঙ্গলবার ৬৭-তে পা দিলেন আন্সেলোত্তি। জন্মদিনে শিষ্যদের থেকে ব্রাজিল কোচ হিসাবে প্রথম জয়টা উপহার চেয়েছিলেন তিনি। নিরাশ করেননি ভিনি, মার্কুইনহোসরা। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল রেখে আক্রমণে ঝাঁপায় সেলেকাও ব্রিগেড। সুযোগও তৈরি হচ্ছিল। যদিও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের একেবারে শেষ পর্যন্ত। ৪৪ মিনিটে ডান দিক থেকে কুনহার মাটি ঘেঁষা ক্রসে পা ছুঁইয়ে বল জালে পাঠান ভিনিসিয়াস। জয় এল ওই গোলেই।

ম্যাচ শেষে ভিনি বলেছেন, 'এই জয়ে আমরা দারুণ খুশি। ঘরের মাঠে জয়টা সমর্থকদের জন্য প্রয়োজন ছিল। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করা, যা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল।' তাঁর সংযোজন, 'এটাই আমাদের সেরা পারফরমেন্স নয়। আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। তার জন্য এবার অনেকটা সময় পাবেন কোচ।' ভিনির গোলে জয় এলেও এর নেপথ্য কারিগর নিঃসন্দেহে কুনহা। তাঁকে একটু নীচ থেকে ব্যবহার করেই মাস্টারস্ট্রোক দেন আন্সেলোত্তি।

বিশ্বকাপে নিশ্চিত যারা

আয়োজক হিসেবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো

এশিয়া
জাপান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডন ও উজবেকিস্তান

ওসিয়েনিয়া
নিউজিল্যান্ড

লাতিন আমেরিকা
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস সেনেগালের

টুচেল জমানায় প্রথম হার

সেনেগালের তৃতীয় গোলটি করার পর চেক সাবালি উঠে পড়লেন সতীর্থ মুসা নিয়াখাতের (১৯) কাঁধে।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সেনেগালের কাছে হেরে মুখ গোমড়া ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুচেলের। নটিংহামে।

নটিংহাম, ১১ জুন : সেনেগালই আফ্রিকার প্রথম দল, যারা ফুটবলে ইংল্যান্ডকে হারাল।

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে আফ্রিকার দেশটির কাছে ৩-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করল ইংরেজরা। টমাস টুচেল দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম হারের মুখ দেখল থ্রি লায়ন্স।

ঘরের মাঠে সেনেগালের কাছে এভাবে হার হজম করতে হবে তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। ৭ মিনিটেই হ্যারি কেনের গোলে এগিয়ে যায় ইংরেজরা। পালটা প্রথমার্ধের শেষ দিকেই সমতায় ফেরে আফ্রিকার দলটি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সেই অর্থে টুচেলের দলকে কোনও সুযোগই দেয়নি সেনেগাল। উলটে ৬২ ও সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরও দুটি গোল চাপিয়ে দেয় তারা।

ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড কোচ টুচেল অকপটে স্বীকার করে নেন, 'ভালো দলের বিরুদ্ধে খারাপ খেলার শাস্তিস্বরূপ এই হার।' বলেছেন, 'প্রথমার্ধের অনেকটা সময় আমরা বেশ ভালোভাবে রক্ষণ সামলেছি। তবে খুব সহজেই প্রথম দুই গোল করেছে সেনেগাল। আমাদের আটকানো উচিত ছিল। ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর আবার লড়াই করেছি।' ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন এই হারের পর কোনও অজুহাত দিতে চাননি। স্পষ্ট বলে দেন, 'আমরা ভালো খেলতে পারিনি। তারই শাস্তি পেয়েছি।'

ফেডারেশন সরিয়ে দিক, চান মানোলো

হংকংয়ের বিপক্ষে হারে ক্ষুব্ধ দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জুন : মোটামুটিভাবে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে যাওয়ার আশা শেষ। এখন চলছে ভারতীয় ফুটবলের প্রায় মৃত শরীরকে নিয়ে কাটাছেঁড়া।

ম্যাচের পর ভারতীয় দলের সাজঘরেও ছিল শ্মশানের স্তব্ধতা। যে হংকংকে মাত্র তিন বছর আগে সুনীল ছেত্রীরা ৪-০ গোলে হারিয়েছিলেন, তাদের কাছেই হেরে বাছাই পর্ব থেকেই বিদায়ের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ভারত। আর এর জন্য শুধু ফুটবলাররা নয়, কোচ মানোলো মার্কুয়েজ এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারাও যে সমানভাবে দায়ী সেকথা বলতে এইমুহূর্তে আর দ্বিধা করছেন না স্টেকহোল্ডার থেকে আমজনতা, কেউই। ম্যাচের পর পার্থ জিন্দালের মতো অনেকেই দাবি তুলেছেন 'এখনই এই দুই নৌকোয় পা রেখে চলা কোচ তাড়াও।' তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আমরা নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরানো অর্থ বিনিয়োগ করি ফুটবলে। তারপর এই ফল একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।' ফেডারেশন কর্তাদের সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন রঞ্জিত বাজাজও। যা পরিস্থিতি তাতে হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর সরতেই হচ্ছে মানোলোকে। যদিও ম্যাচের পর কোচকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'সাজঘরের পরিস্থিতি ভালো নয়। এখন এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো।' তবে তাঁর দাবি, 'গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।' তিনি কেন আশিক কুরুনিয়ানকে নম্বর ৯ পজিশনে শুরু করালেন? কেন সুনীলের মতো অভিজ্ঞ একজনকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরু করালেন না? বা সুহেল আহমেদ বাটকে নামালেনই না, সেই প্রশ্ন উঠবেই। চার দলের মধ্যে ফিফা ক্রমতালিকায় সবথেকে এগিয়ে থাকা ভারত তাঁর কোচিংয়েই এই মুহূর্তে গ্রুপে সবশেষে। থাইল্যান্ড ও হংকং ম্যাচে হারের পর ভারত ফিফা ক্রমতালিকায় নিশ্চিতভাবেই নামতে চলেছে।

ফিরে এসে কি আদৌ পদত্যাগ করবেন এই স্প্যানিশ কোচ? যা খবর তাতে তিনি চাইছেন, ফেডারেশন তাঁকে সরিয়ে দিক। কারণ এখনও তাঁর আরও ২ বছরের চুক্তি থাকায় দুই পক্ষের সম্মতি ছাড়া মানোলোর পক্ষে সম্ভবত পদত্যাগ করা সম্ভব নয়। তেমনি ফেডারেশনও তাঁকে তাড়িয়ে দিলে চুক্তির পুরো টাকা দিতে হবে। দুই বছরের চুক্তিতে তিনি দায়িত্ব নেন ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ফেডারেশনের এক সূত্র জানাচ্ছে, তারা এদিন পর্যন্ত মানোলোর কাছ থেকে কোনও অনুরোধ পায়নি। কোচ নিজে অনুরোধ করলেই একমাত্র তারা নতুন ভাবনা শুরু করবে। অর্থাৎ বল ফেলা হচ্ছে মানোলোর কোর্টেই। এখন বাকি চার ম্যাচই জিততে হবে ভারতকে। অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে পরপর দুই ম্যাচ আছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে মানোলোকে ওই দুই ম্যাচে ডাগআউটে দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কিন্তু জট কীভাবে খুলবে তা এখনও জানা নেই কারও।

> গোল না হওয়ার সমস্যা সবসময়ই ছিল আমাদের দলে। এটা নতুন কোনও কথা নয়। নাহলে প্রথমার্ধে আমরা যা সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে এই ম্যাচের সঠিক ফল হত ড্র। এই সমস্যার সমাধান কী আমার জানা নেই।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

প্রতীকী। গোটা দেশের ভরসা নিয়ে পুরো মাঠে যেন একাই দাঁড়িয়ে সুনীল ছেত্রী।

কলকাতা লিগের জন্য প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : বিনিয়োগকারী সমস্যা মেটেনি। কবে মিটবে তা কর্তারাও জানেন না। এরই মাঝে কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বুধবার নিজেদের মাঠে প্রথম দিনের অনুশীলনে ১৮ জন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিয়েই অনুশীলন সারলেন সহকারী কোচ উৎপল মুখোপাধ্যায়। হেডকোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু মুম্বইতে রয়েছেন। দিনদুয়েকের মধ্যে তিনি কলকাতায় আসবেন। এদিন উপস্থিত খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই ছিলেন নতুন মুখ। ট্রায়ালের মাধ্যমে তাঁদের দলে নেওয়া হয়েছে।

গতবার দলে থাকা অ্যাডিসন সিং, লালথানকিমা, বামিয়া সামাদ, ইসরাফিল দেওয়ানরা এবারও দলে রয়েছেন। যদিও তাঁদের বেশিরভাগই এখনও অনুশীলনে যোগ দেননি। প্রথমদিনের অনুশীলনে কেবল জুয়েল আহমেদ মজুমদার, শুভদীপ পণ্ডিতের মতো তিন-চারজন উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা কয়েকদিনের মধ্যে অনুশীলনে যোগ দেবেন। সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রবি হাঁসদা আগেরবার কাস্টমস থেকে লোনে মহমেডানের হয়ে আইএসএলে খেলেছেন। এবার তাঁকেও দলে রাখতে চাইছে সাদা-কালো শিবির। কাস্টমসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও কোথাও সই করেননি রবি। আইএসএল কিংবা আই লিগে অন্য কোনও দলের ভালো প্রস্তাবের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল থেকে হিরা মণ্ডলকে দলে নিচ্ছে মহমেডান। পাশাপাশি মোহনবাগানের হয়ে খেলা ফারদিন আলি মোল্লাকেও প্রস্তাব দিয়েছে তারা। মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছে পাঞ্জাব এফসি। যদিও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি পদম।

বৈধ মনোনয়নপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব মিটেছে গত সোমবার। এদিন স্ক্রুটিনি পর্বের পর নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানান, যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের সকলেরটাই বৈধ। জানা গিয়েছে, সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের যৌথ প্যানেলের ২২ জনের বাইরে আরও একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। যা খবর, সঞ্জয় ঘোষ নামের ওই ব্যক্তি সম্ভবত প্রত্যাহার করে নিতে চলেছেন মনোনয়নপত্র। আগামী দুই দিন প্রত্যাহারের দিন রাখা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন সুনিধি চৌহান। -ডি মণ্ডল

ঋদ্ধি-ঝুলনের হাত ধরে ট্রফির উন্মোচন

বেঙ্গল প্রো লিগের সুর বাঁধলেন সুনিধি চৌহান

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ জুন : আলোক ঝলমলে সন্ধ্যা।

তারকাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন দ্বিতীয় বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের। বাংলা ক্রিকেটের সেরা আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে ঝুলন গোস্বামী, ঋদ্ধিমান সাহা। সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত মাইকেল ক্লার্কের মতো মহাতারকা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কদের তালিকায় রিচা ঘোষ, অভিষেক পোড়েল, সুদীপ ঘরামি, শাহবাজ আহমেদরাও।

ক্রিকেটীয় যে সন্ধ্যায় রিংটোন অবশ্য সেট করে দিলেন সুনিধি চৌহান। বলিউডি গানের ডালি সাজিয়ে ইডেন গার্ডেন্স মাতালেন। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন শ্রোতাদের।

সুনিধির যে ঝোড়ো পারফরমেন্সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন অতিথিদের তালিকায় থাকা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমাররা। সস্ত্রীক সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও। উপস্থিত থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি।

বেঙ্গল প্রো লিগের ট্রফির উন্মোচন ঋদ্ধিমান ও ঝুলনের হাত ধরে। দুজনে ট্রফি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। আট দলের অধিনায়কদের নিয়ে সুদৃশ্য ট্রফির সঙ্গে ফোটোসেশন। মঞ্চে সৌরভের মহারাজকীয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মাত্রা যোগ করেন। উপস্থিতি দর্শকদের মাতিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে অবশ্য সুনিধি। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো-'ধুম মাচালে...' দিয়ে শুরু শেষটা 'বিড়ি জ্বালাইলে...'-তে।

আক্ষরিক অর্থেই 'ধুম মাচালেন'। মাতলেন ইডেনে উপস্থিত হাজার পাঁচেক দর্শক। উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা ত্রয়ীর হাত। ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচাও। 'জনগণমন অধিনায়ক...' আবেগ মেখে শুরু গতবারের দুই ফাইনালিস্ট স্ম্যাশার্স মালদা-মুর্শিদাবাদ কিংসের উদ্বোধনী দ্বৈরথ। আঠারো দিনের টক্কর শেষে ২৮ জুন খেতাবি যুদ্ধ।

> **১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সুনিধি শো—'ধুম মাচালে...' দিয়ে শুরু শেষটা 'বিড়ি জ্বালাইলে...' তে।**
>
> **ইডেন বেলের রশিতে হাত রাখলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে রিচা ঘোষও।**

ট্রফি হাতে প্রবেশ ঝুলন গোস্বামী ও ঋদ্ধিমান সাহার। ছবি : ডি মণ্ডল

ফিল্ডিং, ক্যাচিংয়ে জোর শুভমানদের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ফোটোসেশনে শুভমান গিল।

লন্ডন, ১১ জুন : ইংল্যান্ডে পা রাখার পর থেকে কড়া অনুশীলনে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গত দুইদিন ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শান দিতে ব্যস্ত ছিলেন শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহরা। যেখানে নেটে বুমরাহকে সামলাতে প্রায় হিমসিম খেয়েছেন গিল সহ বাকি ব্যাটাররা। বুধবার কেন্টের মাঠে সবুজের সমারোহের মাঝে ফিল গুড পরিবেশে ফিল্ডিং ও ক্যাচিং অনুশীলনে জোর দিল 'তরুণ ভারত।' এমনিতেই সুনাম রয়েছে গিল, জাদেজাদের। ফলে এদিন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ফিল্ডিং কোচের বকাঝকার মুখে পড়তে হয়নি।

ক্লোজ ক্যাচিংয়ের পর দূর থেকে উইকেটে বল লাগানোর পর্ব শুরু হয়। সেখানে 'টার্গেট' মিস করে নিজের উপরই বিরক্তি প্রকাশ করেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। তবে সবাইকে অবাক করে দুইবারই মিডল স্টাম্পে অব্যর্থ নিশানা রাখেন বুমরাহ।

ইংল্যান্ড শিবিরে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার

এদিনের অনুশীলনে আগাগোড়া ব্যস্ত থাকলেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। ভারতীয় দলের প্রস্তুতির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। যেখানে দেখা যাচ্ছে, হালকা জগিংয়ের পর সেশন শুরু হয় ক্লোজ রেঞ্জ ক্যাচিং দিয়ে। কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শুভমান, রবীন্দ্র জাদেজাদের উদ্দেশ্যে বল ছুড়ছিলেন দিলীপ। প্রত্যেক ফিল্ডারকে একেক রাউন্ডে দুইবার করে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করান তিনি। দলে ফিল্ডার হিসেবে যদিও অনুশীলনের সেরা মুহূর্ত ছিল, উঁচু ক্যাচ তালুবন্দি করার পর মহম্মদ সিরাজের বাঁধনহারা উল্লাস। আসন্ন টেস্ট সিরিজে অবশ্য বল হাতে সিরাজের থেকে উইকেটের আশায় থাকবে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

হেডিংলেতে প্রথম টেস্ট শুরু হতে এখনও সপ্তাহ খানেকের বেশি সময় বাকি আছে। তবে কথায় বলে, অনুশীলনে বেশ কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেটাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এদিনের ফিল্ডিং সেশনে 'নয়া' ভারতের স্লিপে কারা থাকতে চলেছেন তার একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেল। এদিনের অনুশীলনে প্রথম স্লিপে দাঁড়ান বি সাই সুদর্শন। পরের দুটিতে শুভমান ও ওয়াশিংটন সুন্দর। সোমবার ব্যাটিং অনুশীলনেও তামিলনাড়ুর উঠতি তারকা সুদর্শনকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পড়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন স্লিপে ক্যাচিং প্র্যাকটিসে সুদর্শনের মধ্যে কোনও জড়তা দেখা যায়নি। পাশ থেকে সুদর্শনকে সাবাসি দেন গিলও। ফলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে সুদর্শনের থাকা প্রায় নিশ্চিত।

এদিকে, ইংল্যান্ডের অনুশীলনে ডাকা হল ৬ ফিট ৪ ইঞ্চির পেসার এডি জ্যাককে। হ্যাম্পশায়ারের এই ১৯ বছরের ফাস্ট বোলার ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে লোকেশ রাহুলকে আউট করে বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা পান। জ্যাককে মূলত আরেক দীর্ঘদেহী পেসার জোশ টাঙ্গের 'কভার' হিসেবে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে টাঙ্গ পায়ে চোট পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছিলেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ অদৃত : সুন্দর এই ভুবনে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, বেঁচে থাকো হাজার বছর। অদৃত'এর শুভ জন্মদিনে শুভকামনায় পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি।

ঘরের মাঠে অনুশীলন করবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুন : কিছুদিনের মধ্যে ঘরের মাঠে অনুশীলন শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। মাঠ পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলেই হাওড়া স্টেডিয়াম থেকে ময়দানে ফিরবে ইস্টবেঙ্গল।

রবিবার রাতে শহরে আসছেন রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। সোমবার থেকে তিনি অনুশীলনে যোগ দেবেন। পাশাপাশি টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন বিনো। শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু সিদ্ধান্তে তিনি অখুশি। সেই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান। প্রসঙ্গত, তাঁর পছন্দের ফুটবলার মোশারফ মহম্মদকে ছেড়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এছাড়াও বিনোর আনা আরও কয়েকজন ফুটবলার বাদ পড়তে পারেন।

এদিকে জাতীয় দলের দায়িত্ব কোনও ভারতীয় কোচের হাতে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। বলেছেন, 'বিদেশি কোচেদের থেকে ভারতীয় কোচেরা ভালো কাজ করবে। অবিলম্বে খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন, ডেরেক পেরেরাদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। বিশেষ করে খালিদ জামিল এই মুহূর্তে দারুণ কাজ করছে। ওর ওপর ভরসা করা যেতে পারে।' পাশাপাশি যোগ্যতার তুলনায় অনেক ফুটবলার বেশি বেতন পাচ্ছে। এই বিষয়ে সব ক্লাবকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন দেবব্রত সরকার।

ব্রাত্য শ্রেয়স, ক্ষুব্ধ সৌরভ

কলকাতা, ১১ জুন : লাগাতার ভালো পারফর্ম করে চলেছেন। তবুও লাল বলে জাতীয় দলে ব্রাত্য শ্রেয়স আইয়ার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে অখুশি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘরোয়া ক্রিকেট হোক কী আইপিএল, দাপট দেখিয়েছেন শ্রেয়স। বিশেষত, গত একবছরে। তবুও আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট দলে জায়গা হয়নি। যা নিয়ে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি সৌরভ। বিসিসিআই নির্বাচকদের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'শেষ একটা বছর সেরা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শ্রেয়স। তারপরও বাদ পড়তে হল। ওকে স্কোয়াডে রাখা উচিত ছিল।' শোনা যাচ্ছে খারাপ শট নির্বাচনের কারণেই না কি তাঁকে দলে রাখা হয়নি। বিশেষত, শ্রেয়সের শর্ট বল খেলার দক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সৌরভ মনে করেন, বর্তমানে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক। বলেছেন, 'শ্রেয়স দক্ষতার সঙ্গে শর্ট বল মোকাবেলা করছে। চাপের মুখে রান করছে, খারাপ সময় দায়িত্ব নিতে পারে। সাদা বলের থেকে টেস্ট ক্রিকেট অনেকটাই আলাদা, একথা ঠিক। তারপরও ইংল্যান্ড সফরে শ্রেয়স কেমন পারফর্ম করে আমি তা দেখার অপেক্ষায় ছিলাম।'

আমরা তৈরি, হুংকার পোপের

লন্ডন, ১১ জুন : প্রায় দুই দশক পার।

শেষবার ১৮ বছর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারতীয় দল। গত সফরে (২০২২) সম্ভাবনা তৈরি করেও অন্তিম টেস্টে সিরিজ হাতছাড়া। করোনাকালের যে সফর দুই দফায় সিরিজ শেষ হয়েছিল। ২-১ এগিয়ে থেকে শেষ ম্যাচে হেরে সিরিজ ২-২ রেখে দেশে ফিরেছিল রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া।

ভারতীয় ক্রিকেটে আপাতত গৌতম গম্ভীর যুগ। পালাবদলের পর্বে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবসর গ্রহে। শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। শুভমান গিলের নেতৃত্বে নতুন চেহারার দল নিয়ে বিলেত সফরে গত আঠারো বছরের আক্ষেপ মেটানোর তাগিদ। আশা-আশঙ্কার দোলাচল সরিয়ে বিলেতের মাটিতে নয়া ইতিহাসে পাখির চোখ তরুণ ভারতের।

যদিও যুদ্ধের আগে পারদ চড়িয়ে শুভমানদের উদ্দেশে কার্যত হুংকার দিয়ে রাখলেন ওলি পোপ। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের অন্যতম মুখ

বিরাটকে নিয়ে খোঁচা

পোপ বলেছেন, 'ভারতের এই দলটা তরুণ। কিন্তু ওদের দলের গভীরতা এবং প্রতিভা প্রশংসনীয়। একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার উঠে এসেছে। নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলও দুর্দান্ত। তবে আমরাও প্রস্তুত পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে।'

বিরাটকে নিয়ে এরপর কিছুটা খোঁচা। পোপের দাবি, কোহলিকে মিস করবে টিম ইন্ডিয়া। বলেছেন, 'বিরাট কোহলিকে মিস করবে ভারতীয় দল। স্লিপে দাঁড়িয়ে সবসময় কিচিরমিচির করত বিরাট। দলকে তাঁতাত। ভারত যা মিস করবে। তবে ওদের দল যথেষ্ট প্রতিভাবান। একাধিক সিনিয়ার প্লেয়ারের অনুপস্থিতিতেও আমার ধারণা ওরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামবে।'

ভারত সিরিজ দিয়ে টেস্ট মরশুম শুরু। তারপর অ্যাসেজ দ্বৈরথ। রিংটোন সেট করতে নিতে চান ভারত সিরিজেই। পোপ বলেছেন, 'গত গ্রীষ্মে হোম সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলেছিলাম আমরা। এবার সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে শুরু। এই সিরিজ খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

জাতীয় উশুতে কোচবিহারের ৮

কোচবিহার, ১১ জুন : রাজস্থানের পূর্ণিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪-১৯ জুন অনুষ্ঠেয় জাতীয় উশুতে কোচবিহার জেলার আটজন রাজ্যের হয়ে অংশ নেবে। জেলা উশু সংস্থার সভাপতি সত্যেন বর্মন ঘোষিত দলে রয়েছে কোয়েল বর্মন (৪৫ কেজি), রিয়া পারভিন (৫৬ কেজি), হানিফা খাতুন (৬০ কেজি), স্বপন বর্মন (৫২ কেজি), সুব্রত বর্মন (৫৬ কেজি), সফিয়ার হোসেন (৭০ কেজি), মেহেদুল ইসলাম (চ্যাংকুয়ান, জিয়ানসু) ও বাপ্পি রায় (তাইজিকুয়ান, তাইজিজিয়ান)।

ভাঙা-গড়ার খেলায় ফাইনালের মঞ্চে আলো ছড়ালেন স্টিভেন স্মিথ (বাঁয়ে) ও কাগিসো রাবাদা। বুধবার।

ফাইনালে পেসারদের মৃগয়া ক্রিকেটের মক্কা

অস্ট্রেলিয়া-২১২
দক্ষিণ আফ্রিকা-৪৩/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

লন্ডন, ১১ জুন : দ্য আলটিমেট টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। লর্ডসের বেল বাজিয়ে যার সূচনা করলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। ভিআইপি বক্সে হাজির কেন উইলিয়ামসন, হাসিম আমলা, গ্রেম স্মিথ, ক্রিস গেইলরা। সবমিলিয়ে

একদিনে পড়ল ১৪ উইকেট

চাঁদের হাট। ৫ উইকেট নিয়ে যে মঞ্চকে সাজিয়ে রাখলেন কাগিসো রাবাদা। সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে টেস্টে সর্বাধিক উইকেটের তালিকায় অ্যালান ডোনাল্ডকে টপকে গেলেন তিনি।

মেঘলা লর্ডস বুধবার হয়ে উঠেছিল পেসারদের মৃগয়াক্ষেত্র। প্রোটিয়া ফাস্ট বোলারদের পর যেখানে আগুন ঝরালেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডরা। ফাইনালের প্রথম দিনে পড়ল ১৪ উইকেট। যার ১২টাই পেসারদের।

স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই গলায় টসের সময় টোন সেট করে দিয়েছিলেন সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকা রবি শাস্ত্রী। কয়েন যুদ্ধে জিতে ফিল্ডিং নিতে দুইবার ভাবেননি প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণের দায়িত্ব নেন রাবাদা। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহর 'খাদ্যে' পরিণত হওয়া উসমান খোয়াজাকে শূন্য রানে ফিরিয়ে অজি শিবিরকে প্রথম ধাক্কা দেন রাবাদা। একই ওভারে তিনি পেয়ে যান তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনকেও (৪)।

১৬/২ হয়ে যাওয়ার পর অজিদের টানছিলেন অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে নামা মার্নাস লাবুশেন (১৭) ও স্টিভেন স্মিথ (৬৬)। কিন্তু লাঞ্চের আগে লাবুশেন ও ট্রাভিস হেডকে (১১) আউট করে ক্রিকেট মক্কায় প্রোটিয়া বোলাররা দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন।

উলটোদিকে মুখ বদল হতে থাকলেও অর্ধশতরান সেরে নেন স্মিথ। সঙ্গে লর্ডসে সফরকারী ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের (৫৭৮ রান) মালিকও হয়ে যান তিনি। স্মিথ ও বিউ ওয়েবস্টারের (৭২) ৭৯ রানের জুটিতে ভালোই এগোচ্ছিল অজিরা। কিন্তু স্মিথ ফেরার পর অ্যালেক্স ক্যারির (২৩) ভুল শটে আউট টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। রাবাদাদের চাপে ২০ রানে অন্তিম ৫ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ২১২ রানে শেষ অজিরা। রাবাদাকে সংগত করেন মার্কো জানসেন (৪৯/৩)।

রানতাড়ায় নেমে মিচেল স্টার্কের ওপেনিং স্পেলে চাপে পড়ে যায় প্রোটিয়ারাও। স্টার্কের জোড়া শিকার হয়ে ফিরে গিয়েছেন আইডেন মার্করাম (০) ও রায়ান রিকেলটন (১৬)। ক্যারির ক্যাচ মিসে একবার বেঁচে যাওয়ার পরও বেশি দূর এগোতে পারেননি উইয়ান মুল্ডার (৬)। ট্রিস্টান স্টাবস আউট হন ৩ রানে। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ২২ ওভার খেলে তাদের স্কোর ৪৩/৪। ক্রিজে বাভুমার (৩) সঙ্গে ডেভিড বেডিংহাম (৮)।

কেনের আগামী 'ফ্যাব ফোরে' যশস্বী-গিল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : বিরাট কোহলি, স্টিভেন স্মিথ, জো রুট, কেন উইলিয়ামসন।

'ফ্যাব ফোরের' ব্যাটিং বিচ্ছুরণ দশকের বেশি সময় ধরে মোহিত করেছে, করছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। বিরাট টি২০ ও টেস্টকে গুডবাই জানিয়েছে। বাকি তিনও কেরিয়ারের শেষপর্বে পা রেখেছে। প্রশ্ন পরবর্তী ফ্যাব ফোর কারা? এদিন যে প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী 'ফ্যাব ফোর'-এর নাম ভাসিয়ে দিলেন স্বয়ং উইলিয়ামসন।

বর্তমান ফ্যাব ফোরের অন্যতম মুখ উইলিয়ামসন বেছে নিলেন তাঁদের উত্তরসূরিদের। যে তালিকায়

কালিনান মজে কোহলিয়ানায়

রাখলেন ভারতের দুই তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলকে। নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটারের বিশ্বাস, আগামীদিনে ক্রিকেট দুনিয়ায় রাজপাট চালাবেন যশস্বী-শুভমানরা। দুই ভারতীয় তরুণের সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও হ্যারি ব্রুককেও রাখলেন ফ্যাব ফোরে।

পরবর্তী ফ্যাব ফোর নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে উইলিয়ামসন বলেছেন, 'তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ধরলে যশস্বী, শুভমান, রাচিন, ব্রুককে রাখব তালিকায়। ক্যামেরন গ্রিনের কথাও বলব। এরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। প্রতিটি ফরম্যাটে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। প্রত্যেকের বয়স অল্প। ওদের খেলাও ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।'

'এ' দলের সিরিজের পর ইংল্যান্ডের রাস্তায় ঘুরছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ড্যারিল কালিনান আবার কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, বর্তমান ফ্যাব ফোরের মধ্যে সবার আগে রাখবেন ভারতীয় রানমেশিনকে। যুক্তি, প্রতি ফরম্যাটে যেভাবে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন, তা বিরাটকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

কালিনান বলেছেন, 'বর্তমান ফ্যাব ফোরের প্রত্যেকেই অসাধারণ। দুর্দান্ত সব ইনিংস, রেকর্ডের মালিক। কঠিন মঞ্চে সবসময় নিজেদের সেরা খেলা উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাকে যদি আলাদা করে কারও কথা বলতে হয়, তাহলে বিরাটকে বাছব। সামনে থেকে দলকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়া, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের গগনচুম্বি প্রত্যাশার চাপ নিয়ে দায়িত্ব সামলানো, সফল হওয়া-বিরাট বাকিদের থেকে আলাদা।'

কালিনান আরও বলেছেন, 'পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বিরাটকে ক্রিকেট দুনিয়া মনে রাখবে ওর চাপ নেওয়ার ক্ষমতার জন্য। আমি যার জন্য শ্রদ্ধা করি বিরাটের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে। স্মিথ, রুট, উইলিয়াসনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বিরাটকে এগিয়ে রাখব। ওরা নিঃসন্দেহে এই প্রজন্মের অসাধারণ ক্রিকেটার। যে কৃতিত্ব ওদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমি সেই পথে হাঁটতেও চাই না। কিন্তু চাপের মধ্যে যেভাবে বড় ইনিংস খেলে দলের বৈতরণি পার করেছে বিরাট, রান তাড়ায় ওর সাফল্যকে অস্বীকার করা মুশকিল। যার আবেদন চিরকালীন।'

উত্তরের খেলা

ফাইনালে রসিকবিল

তুফানগঞ্জ, ১১ জুন : বোচামারি সিনিয়ার ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল রসিকবিল লাল কলোনি ফুটবল টিম। ফাইনাল শনিবার। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রসিকবিল ৬-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। বোচামারি হাইস্কুলের মাঠে রসিকবিলের সুমন বর্মন জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলগুলি অপু বর্মন, বুদ্ধদেব ওরাওঁ, ম্যাথিয়াস কিসকু, রাকেশ বর্মনের। প্যারাডাইসের গোলস্কোরার সঞ্জয় বর্মন। ম্যাচের সেরা সুমন।

হারল কোচবিহার

কোচবিহার, ১১ জুন : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট লিগে কোচবিহার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ উইকেটে হাওড়ার বিরুদ্ধে হেরেছে। বুধবার মুর্শিদাবাদে টসে জিতে কোচবিহার ৩২.১ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। দীপ মিজার ১৬ রান করে। ম্যাচের সেরা আফনান মোল্লা ৫ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে হাওড়া ৮.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬৩ রান তুলে নেয়। বিরাট ৪২ রানে অপরাজিত থাকে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগণার বিরুদ্ধে নামবে কোচবিহার।

কোচবিহারের নেতৃত্বে সাগ্নিক

কোচবিহার, ১১ জুন : আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটের জন্য কল্যাণী পৌঁছাল কোচবিহার দল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ঘোষিত দলে রয়েছে সাগ্নিক কর (অধিনায়ক), ময়ূখ দাস, কৃষাণ শর্মা, অর্ণব পাল, রিয়াংশু সিং, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, অহর্ষি দাস, হর্ষ গুহ, রাহুল বর্মন, অঙ্কিত গুপ্ত, শুভজিৎ দাস, শ্রেয়ান সাহা, ঋক দেবনাথ, প্রাচুর্য্য বিশ্বাস, অর্ণব দেব ও ধীমান বর্মন। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে বিনায়ক নন্দী এবং বাবন শর্মা। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের বিরুদ্ধে নামবে কোচবিহার।

ফাইনাল কাল

হলদিবাড়ি, ১১ জুন : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগের ফাইনাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের মাঠে খেতাবি লড়াইয়ে নামবে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ও বেরুবাড়ি নবীন সংঘ।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে কোচবিহারের ২৯

কোচবিহার, ১১ জুন : সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে ১৪-২৩ জুন অনুষ্ঠেয় রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে কোচবিহারের ২৯ জন অংশ নেবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ জানিয়েছেন, দল বৃহস্পতিবার রওনা দেবে।

হোপদের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১১ জুন : ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করল ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম দুইটিতে জয় পেয়ে আগেই সিরিজ দখল করেছিল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার নিয়মরক্ষার ম্যাচেও জয় পেল তারা।

প্রথমে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। এর আগে ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মাটিতে ২৪৮ রান করেছিল। সেটাই ছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচে কোনও দলের সর্বোচ্চ রান। এদিন সেই নজির স্পর্শ করলেন জস বাটলাররা।

একাধিক নজির ডাকেটদের

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ৮৪ ও জেমি স্মিথ ৬০ রান করেন। এছাড়াও হ্যারি ব্রুক করেন ৩৫ রান। জবাবে ৮ উইকেটে ২১১ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে রোভমান পাওয়েল ৪৫ বলে ৭৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। শাই হোপের সংগ্রহ ২৭ বলে ৪৫ রান। মঙ্গলবার এই ম্যাচে সব মিলিয়ে ৪৫৯ রান হয়েছে। এটা ইংল্যান্ডের মাটিতে কোনও টি২০ ম্যাচে সর্বোচ্চ রান।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ঘোষণা হয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হিসেবে এটাই রোস্টন চেজের প্রথম টেস্ট সিরিজ। দলে ফিরেছেন শাই হোপ ও জন ক্যাম্পবেল। এছাড়াও প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ব্র্যান্ডন কিং ও কেভলন অ্যান্ডারসন। তবে বাদ পড়েছেন পেসার কেমার রোচ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা এসকে সালেম দপ্তরি - কে 31.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 65G 62589 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। খুবই অল্প পরিমাণ কিছু অর্থ দিয়েই মানুষ এক কোটি টাকা জিতছে। আমার আশেপাশে অনেক বিজয়ীদের দেখেছি আর এটা আমাকে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনেক আশা দিয়েছে। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ মনে করছি যে আমিও এই জীবন বদলে দেওয়া সুযোগটি পেয়েছি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

শিলিগুড়ি জোনাল অফিস, জেনারেল অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, গোয়েল ম্যানশন, প্রণামি মন্দির রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১
যোগাযোগের নং-৮৩৪৮২৬৬৬০০, ইমেল:-Siliguri.GOD@bankofindia.co.in

ভাড়া/ইজারার জন্য প্রিমিসেসের প্রয়োজন

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি জোনাল অফিসের মাথাভাঙ্গা, মাথাভাঙ্গা পুলিশ স্টেশনের নিকট, পোস্ট ঃ- মাথাভাঙ্গা এবং থানা-কোচবিহার, জেলা ঃ- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গে একটি সুনির্মিত ইজারার ভিত্তিতে ১২৫০-১৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক) পরিমাপের, নীচতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক প্রিমিসেসের প্রয়োজন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in-এ 'টেন্ডার' ট্যাবটি পরিদর্শন করুন অথবা উপরে উল্লিখিত আমাদের জোনাল অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। সিলমোহর করা খামে দুটি বিড সহিত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল:- ৩০.০৬.২০২৫ বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত। ব্যাংকের কোনওরকম কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সকল বিড বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই শিলিগুড়ি জোন